রাফায়েল সাবাতিনি-র

মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং

রূপান্তর: শাহেদ জামান

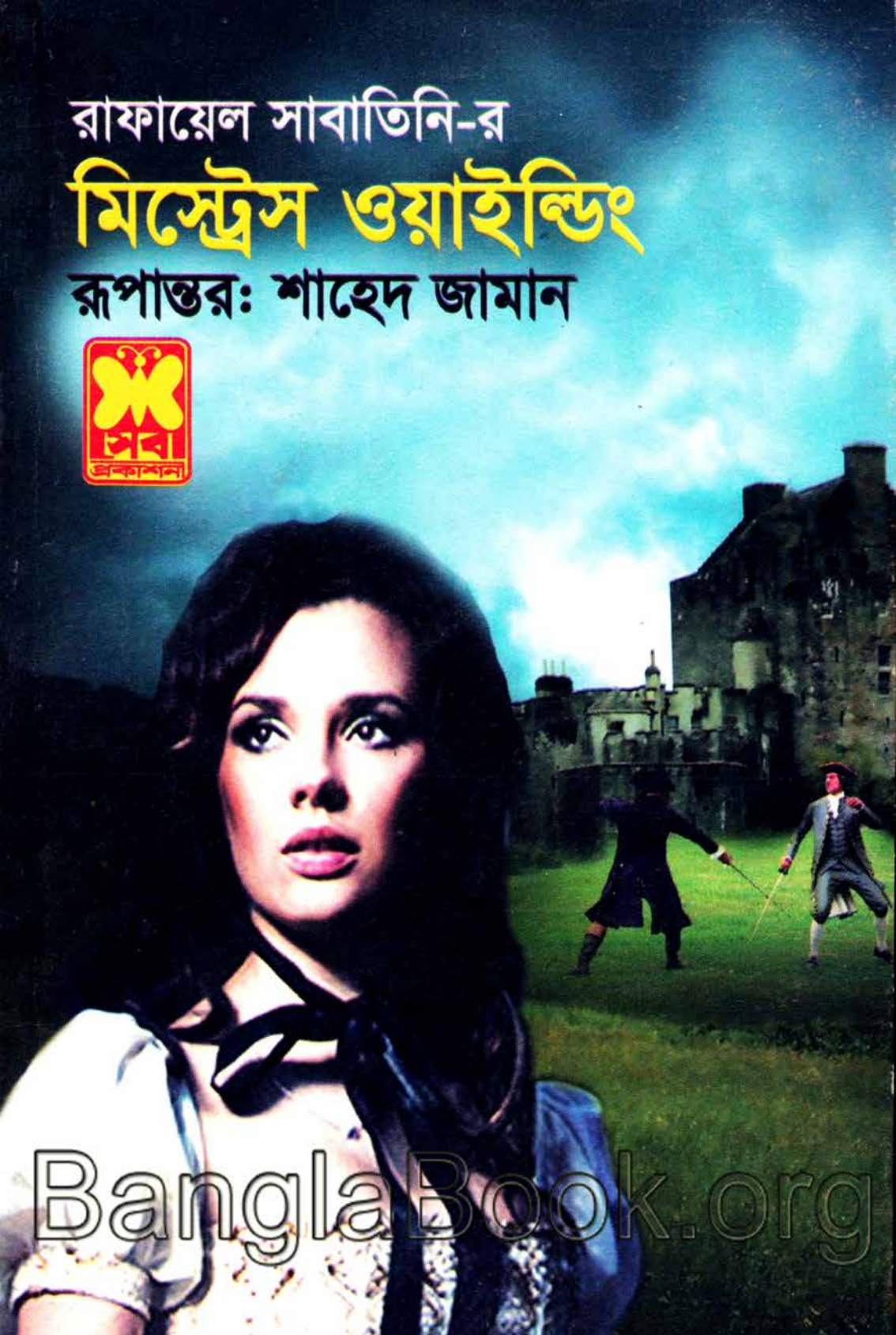

BanglaBook.org

এই গল্পের পটভূমি সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ড। ক্যাথলিক রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন প্রটেস্ট্যাণ্ট পক্ষের নেতা, ডিউক অভ মনমাথ। রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি, যুদ্ধ শুরু হবে যে-কোন সময়।

মনমাথেরই একনিষ্ঠ সহযোগী, অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। সুদর্শন, সাহসী এক যুবক। একই সাথে সুন্দরী রুথ ওয়েস্টমাকটের ব্যর্থ প্রণয়ী। তবে হতাশ হওয়া তার স্বভাবে লেখা নেই। কিন্তু ভালবাসা কি জোর করে পাওয়া যায়? এই সময় বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। শুরু হলো দোটানা–কে জিতবে? ভালবাসা, না দায়িত্ববোধ? অ্যান্থনি কি শেষ পর্যন্ত রুথের ভালবাসা পাবে? প্রিয় পাঠক, চলুন ডুব দিই উত্তাল সময়ে রচিত এক শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনির মাঝে!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

রাফায়েল সাবাতিনি-র

মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং

রূপান্তর ■ শাহেদ জামান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3276-4

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

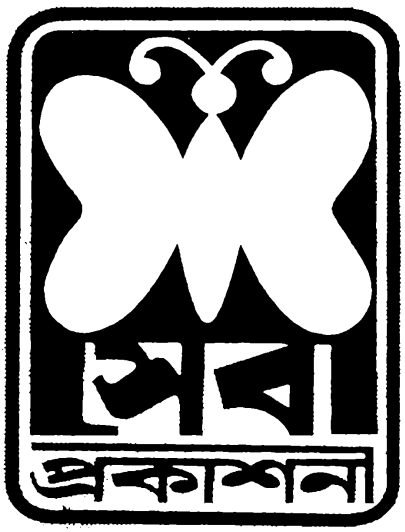

ছুরাশি টাকা

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪ ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

MISTRESS WILDING
By: Rafael Sabatini
Trans. by: Shahed Zaman

মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং

এক

'তা হলে এই নিন, পান করুন!'

কথাটা বেরিয়েছে এক মাথাগরম তরুণের মুখ থেকে। তার বোনের সুন্দর চোখের প্রশংসা করে পান করতে যাচ্ছিল অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং, সঙ্গে সঙ্গে কথাটা বলে উঠেছে সে, তারপর ছলাৎ করে কাপের ওয়াইনটুকু ছুঁড়ে দিয়েছে অ্যান্থনির চোখে-মুখে।

অটুট নীরবতা নেমে এল প্রথমে। কামরার ভেতরে প্রায় এক ডজন মানুষ, সবাই লর্ড জারভেসের অতিথি। টেবিলের উপর মোমবাতি জ্বলছে, সেই আলোয় ঝলকাচ্ছে রূপা আর স্ফটিকের তৈরি বাসন-পেয়ালাগুলো। একই সঙ্গে ঝলকে উঠেছে কামরায় বিরাজমান উত্তেজনা।

স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেকের বড় বড় চোখদুটো আরও একটু বড় হয়ে গেল, নিক ট্রেঞ্চার্ড-এর কোঁচকানো চেহারায় ফুটে উঠল একটা কদাকার ভ্রূকুটি, লম্বা আঙুলগুলো দ্রুত লয়ে তবলা বাজাচ্ছে টেবিলে। গৃহকর্তা লর্ড জারভেস চেম্বার্স শান্তিপ্রিয় মানুষ, কিন্তু এই মুহূর্তে তার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। বাকিদের কেউ কেউ কথাটা যার মুখ থেকে বেরিয়েছে সেই রিচার্ড ওয়েস্টমাকটের দিকে তাকিয়ে আছে, কেউ কেউ তাকিয়ে আছে যাকে অপমানটা করা হয়েছে তার দিকে।

অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। লম্বাটে মুখ

BanglaBook.org

থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে ওয়াইন, একটু আগে ফুটে ওঠা হাসিটা চোখ থেকে মুছে গেলেও ঠোঁটে কিছুটা রেশ রয়ে গেছে। দেখতে সুদর্শন ও, দীর্ঘদেহী; হালকা-পাতলা গড়নের জন্য আরও লম্বা লাগে দেখতে। পরচুলা পরেনি, মাথা ভর্তি গাঢ় বাদামি চুল। গম্ভীর চোখদুটোও একই রঙের, সেখানে অহঙ্কারের সঙ্গে মিশেছে কিছুটা বিষণ্নতা। বয়স ত্রিশ হলেও চেহারার বলিরেখা ওর বয়স আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গলা আর বুকের কাছে লেগেছে ওয়াইনের বেগুনি রঙ, ব্যবহারের অযোগ্য করে দিয়েছে প্রায় ত্রিশ গিনি দামের বহুমূল্য পোশাকটাকে।

রিচার্ড ওয়েস্টমাকট আকারে খাটো, গাঁট্টাগোট্টা। গায়ের রঙ এতটাই ফ্যাকাসে যে দেখলে অসুস্থ মনে হয়। এখন তার ফ্যাকাসে চোখ দুটো সতর্ক ভঙ্গিতে জরিপ করছে পরিস্থিতি।

অবশেষে লর্ড জারভেস নীরবতা ভাঙলেন।

'ঈশ্বরের শপথ!' ক্রুদ্ধ গলায় গর্জন করে উঠলেন তিনি, জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন রিচার্ডের দিকে। 'আমার বাড়িতে এই ঘটনা! এখুনি ক্ষমা চাইতে হবে তোমাকে, ওয়েস্টমাকট!'

'তার আগেই ও মরবে,' বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল ট্রেঞ্চার্ড।

অ্যান্থনি কথা বলে উঠল এবার। 'আমার মনে হয় মিস্টার ওয়েস্টমাকট আমার কথা বুঝতে ভুল করেছে,' শান্ত গলায় বলল ও।

'এখন তো অমন কথাই বলবে,' আবার বলে উঠল ট্রেঞ্চার্ড, পরক্ষণে বুকে ব্লেকের খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেল।

'আপনার কথা আমি ঠিকই বুঝেছি, মি. ওয়াইল্ডিং,' খ্যাপাটে গলায় বলে উঠল ওয়েস্টমাকট, গলার স্বরে মাতালের দুর্বিনীত ভাব।

'বেশ, বেশ,' আবার ট্রেঞ্চার্ডের গলা। 'মনে হচ্ছে মরণ ডেকে আনার খায়েশ হয়েছে ছোকরার!'

BanglaBook.org

তবে অ্যান্থনি যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি সেজেছে। 'না, রিচার্ড,' বলল ও। 'তুমি ভেবেছিলে তোমার বোনকে নিয়ে ঠাট্টা করছি আমি, তাই না?'

'আপনার মুখে ওর কথা শুনেছি আমি—এটাই যথেষ্ট,' চেঁচিয়ে উঠল ওয়েস্টমাকট। 'কোনোভাবেই আপনার মুখে ওর নাম শুনতে চাই না আমি!' অতিরিক্ত ওয়াইন পেটে পড়ায় গলা জড়িয়ে যাচ্ছে তার।

'মাতাল হয়ে গেছ তুমি!' ধমকে উঠলেন লর্ড জারভেস।

এতক্ষণ ধরে রাখা গ্লাসটা এবার নামিয়ে রাখল ওয়াইল্ডিং, তারপর সামনে ঝুঁকে এসে বলতে শুরু করল, 'রিচার্ড, এভাবে আমাকে আক্রমণ করাটা ঠিক হচ্ছে না তোমার।' গম্ভীর হয়ে উঠল ওর চেহারাটা। 'ক্ষমার অযোগ্য একটা কাজ করেছ তুমি। কথা ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ দিয়েছি তোমাকে, তারপরেও...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল ও।

ওদিকে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের শান্ত ভাব দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে সবাই। তবে কারও বোঝার উপায় নেই, আপাত শান্ত চেহারার আড়ালে কী মতলব ভাঁজছে ও। এক মুহূর্তের জন্য ওয়েস্টমাকটের দুঃসাহস দেখে ও অবাক হয়ে গিয়েছিল, কারণ সবাই রিচার্ডকে দুর্বল প্রকৃতির বলেই জানে। তবে পরক্ষণেই বুঝে গেছে, বোনের কারণে নিজেকে নিরাপদ ভাবছে ওয়েস্টমাকট। তার বোনকে পছন্দ করে অ্যান্থনি, যদিও তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা এখন আর ওর নেই বললেই চলে। তবে ওয়েস্টমাকটকে আক্রমণ করলে যেটুকু আশা আছে তাও থাকবে না। আর এ-কারণেই অ্যান্থনি ধৈর্য ধরার ভান করছে, যাতে ছোকরা আরেকটু বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ওদিকে পেটে অতিরিক্ত ওয়াইন পড়ায় রিচার্ড ওয়েস্টমাকটের সাহস অনেক বেড়ে গেছে, ফলে এমন কিছু কথা বলে বসল যেটা সুস্থ মস্তিষ্কে কখনও বলার

BanglaBook.org

সাহস পেত না।

'কেন ফিরিয়ে নেব?' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমার তো মনে হচ্ছে আপনি ভয় পাচ্ছেন।' হেসে উঠল খিক খিক করে।

'এবার কিন্তু বেশি হয়ে যাচ্ছে,' আবার তাকে থামানোর চেষ্টা করলেন লর্ড জারভেস।

'মদ পেটে পড়লে সব কাপুরুষই সাহসী হয়ে ওঠে,' মন্তব্য করল ট্রেঞ্চার্ড।

'কীসের ভয় পাচ্ছি আমি?' আগের মতই শান্ত গলায় প্রশ্ন করল অ্যান্থনি। তার সরাসরি দৃষ্টির সামনে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল ওয়েস্টমাকট, তবে আগের সাহস এখনও তার মাঝে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান।

'যে-জিনিসটা আপনার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছি ওটা পরিষ্কার করতে ভয় পাচ্ছেন,' জবাব দিল সে।

একটা জিনিস কিন্তু রিচার্ড ওয়েস্টমাকট ভেবে দেখেনি। তার বোনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অ্যান্থনির ভালবাসার মাঝে এতটাই ঘৃণা মিশে গেছে যে, দুটোকে আর আলাদা করার উপায় নেই। ওর ভালবাসা চায় না মেয়েটা, দয়াকে ঘৃণা করে। বেশ, তা হলে নিজের নিষ্ঠুরতাই দেখাবে ও। ভালবাসতে নিষেধ করেছে, নিষ্ঠুর হতে তো আর নিষেধ নেই।

এসব কথা যে সচেতনভাবে ভেবেছে ও, তা নয়। তবে এটা বেশ ভালই বুঝতে পারছে যে, এই হাঁদারাম ছোকরাকে একটা শিক্ষা দিতে পারলে তার বোনের উপর বেশ ভাল রকমের প্রতিশোধ নেয়া হবে।

ওদিকে ওয়েস্টমাকটের কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়িয়েছেন লর্ড জারভেস। শান্তিপ্রিয় মানুষ তিনি, যে-কোনোভাবে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিটাকে থামাতে চাইছেন।

'ফর গড'স সেক, দয়া করে...' বলতে শুরু করলেন তিনি,

BanglaBook.org

কিন্তু এক হাত নেড়ে তাকে চুপ করিয়ে দিল অ্যান্থনি। তবে এতক্ষণ ধরে সহ্য করেছে নিক ট্রেঞ্চার্ড, এবার আর নিজেকে থামাতে না পেরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওয়েস্টমাকটকে ঘৃণা করে সে, এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছে যে, একটা ব্যবস্থা না নিলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে ছোকরা। রিচার্ডকে একটুও বিশ্বাস হয় না তার। ছোকরা দুর্বলচিত্তের, মাতাল... কোথায় কী বলতে হবে জানে না। এসব দোষ থেকেই মানুষের মাঝে খারাপ প্রবৃত্তির জন্ম হয়। তবে সাবধানে এগোতে হবে ট্রেঞ্চার্ডকে। কিছুদিন আগেই তার দূর সম্পর্কের ভাই জন ট্রেঞ্চার্ড রাজদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, তারপর পালিয়ে গেছে দেশ থেকে। ওয়াইল্ডিং, নেড ভ্যালেন্সি, রিচার্ড ওয়েস্টমাকট, এবং নিক ট্রেঞ্চার্ড নিজে—তারা সবাই ডিউক অভ মনমাথের একনিষ্ঠ সমর্থক।

রিচার্ড ছোকরার সম্পর্কে নিক ট্রেঞ্চার্ড যতটা জানে তাতে বুঝতে পারছে, কাল সকালে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ঠিকই অ্যান্থনিকে ফাঁসিয়ে দেবে সে। প্রকাশ করে দেবে ডিউকের সঙ্গে অ্যান্থনির সম্পর্ক থাকার কথা। তখন বিপদে পড়ে যাবে বাকিরা সবাই, এমনকী তাদের পরিকল্পনাও ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তার চাইতে এখুনি সকল সমস্যার গোড়া কেটে দেয়া উচিত।

'অনেক কথা হয়েছে, অ্যান্থনি,' বলল সে। 'কাল সকালে কি তুমিই মিস্টার ওয়েস্টমাকটের মুখোমুখি হবে, নাকি তোমার হয়ে আমি করব কাজটা?'

চমকে উঠে নিক ট্রেঞ্চার্ডের দিকে তাকাল রিচার্ড। এ আবার কোন্ আপদ! তবে সে কিছু বলার আগেই বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় কথা বলে উঠল অ্যান্থনি।

'অনেক ধন্যবাদ, নিক। কিন্তু মিস্টার ওয়েস্টমাকটের প্রাণটা

BanglaBook.org

আমি নিজের হাতে নিতে চাই।' মুখে ভয়ঙ্কর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছে ওর।

বজ্রাহতের মত বসে রইল রিচার্ড, মুখটা ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। এতক্ষণে বুঝতে পারছে কী ভুল করে ফেলেছে সে। যে-ব্যাপারটার ওপর নির্ভর করে এত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, সেটা যে ভুল, তা অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল তার।

আমতা আমতা করে ফের চুপ হয়ে গেল রিচার্ড। তবে কিছু বললেও তা কেউ শুনত কি না সন্দেহ, কারণ হঠাৎ করেই উচ্চস্বরে কথা বলতে শুরু করেছে উপস্থিত সবাই। কেবল অ্যান্থনি দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে একটা রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে। হঠাৎ সবার গলা ছাপিয়ে শোনা গেল স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেকের কণ্ঠ। অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের জায়গায় রিচার্ডের বোনের পাণিপ্রার্থী এখন সে; আশা করছে ওয়েস্টমাকট পরিবারের বিশাল সম্পদের সাহায্যে নিজের কপর্দকশূন্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। রিচার্ডও সমর্থন দিয়েছে তাকে; কেন, তা একটু পরেই বলা হবে।

'এ-কাজ করবেন না, মিস্টার ওয়াইল্ডিং,' চেঁচিয়ে উঠল ব্লেক। 'ঈশ্বরের শপথ, ও তো একটা বাচ্চা ছেলে! মাতাল হয়ে উল্টোপাল্টা বকছে।'

খাটো লোকটার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল ট্রেঞ্চার্ড। 'এসব ব্যাপারে আপনার কোনও ধারণা আছে বলে মনে হয় না, স্যর রোল্যাণ্ড,' বলল সে। 'একদিন নেমে দেখুন না লড়াইয়ের ময়দানে?'

তার কথায় কান দিল না স্যর ব্লেক। অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে সে।

'আমি কার সঙ্গে লড়াই করব না-করব, সে-ফয়সালা

BanglaBook.org

আমাকেই করতে দিন, স্যর রোল্যাণ্ড,' বলল অ্যান্থনি।

ওয়াইল্ডিঙের গলায় ক্রোধের আভাস পেয়ে চুপসে গেল স্যর রোল্যাণ্ড।

'কিন্তু... ও তো মাতাল,' মিনমিন করে বলল সে।

'এবার নিশ্চয়ই মাতলামি কেটে যাবে,' বলে উঠল ট্রেঞ্চার্ড।

রিচার্ডের কাঁধে একটা হাত রেখে ঝাঁকি দিলেন লর্ড জারভেস। 'বলো, কী বলার আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'শোনো, অনেক বড় একটা ভুল করেছ তুমি... তবু এখনও যদি ক্ষমা চাও, তা হলে হয়তো...'

'কোনও লাভ হবে না, লর্ড জারভেস!' চাবুকের মত আছড়ে পড়ল ওয়াইল্ডিঙের কণ্ঠ।

আশার শেষ প্রদীপটাও নিভে গেল রিচার্ডের মন থেকে। হেরে গেছে সে। তবুও সাহসের শেষ কণাটুকু আশ্রয় করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমার কোনও আপত্তি নেই। স্যর রোল্যাণ্ড, আপনি কি আমার সেকেণ্ড হতে রাজি আছেন?'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল ব্লেক। 'কোনও নিষ্পাপ তরুণের হত্যাকাণ্ডের অংশ হতে চাই না আমি।'

'নিষ্পাপ?' চেঁচিয়ে উঠল ট্রেঞ্চার্ড। 'ঠিক আছে, কাল সকালেই দেখা যাবে। ওকে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন মিস্টার ওয়াইল্ডিং!'

ইচ্ছে করেই আগুনে আরেকটু ঘি ঢালল ট্রেঞ্চার্ড। মনেপ্রাণে চাইছে লড়াইটা হোক। যা ঘটল, তার পরেও যদি রিচার্ড ওয়েস্টমাকট বেঁচে থাকে তো বিপদে পড়ে যাবে অনেক লোক।

ততক্ষণে নিজের বাম পাশে বসে থাকা লোকটার দিকে ফিরেছে রিচার্ড। তার নাম নেড ভ্যালেন্সি, ডিউক অভ মনমাথের আরেক সমর্থক সে। মাথায় বুদ্ধির পরিমাণ একেবারেই শূন্য লোকটার।

BanglaBook.org

'তোমার উপর ভরসা রাখতে পারি তো, নেড?' তাকে জিজ্ঞেস করল রিচার্ড।

'অবশ্যই... মৃত্যু পর্যন্ত,' বুক ফুলিয়ে জবাব দিল ভ্যালেন্সি।

'ভ্যালেন্সি,' বাঁকা হাসি হেসে বলল ট্রেঞ্চার্ড, 'নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করেছ তুমি।'

দুই

ক্ষুব্ধ মনে সে রাতে বাড়ি ফিরে এল রিচার্ড ওয়েস্টমাকট। মাতলামি কেটে গেছে ততক্ষণে। পঁচিশ বছরের জীবনে ঝামেলা কম পাকায়নি সে, কিন্তু আজ রাতের ব্যাপারটার সঙ্গে বোধহয় আর কিছুর তুলনা হয় না। কাল সকালে এ-কাজের জন্য হয়তো নিজের জীবনটাই হারাতে হবে তাকে। এ-সব ভাবছে, আর অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের উপর রাগ আরও বেড়ে যাচ্ছে তার।

অ্যান্থনির উপর রিচার্ডের এই তীব্র রাগের কারণটা বুঝতে গেলে একটু পেছনে তাকাতে হবে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বেহিসেবি খরচ করতে করতে নিজের শেষ কপর্দকটুকুও হারিয়েছে রিচার্ড। ধনী এক চাচা—সার জিওফ্রে লুপটনের উপর ভরসা করেছিল সে, কিন্তু তার চালচলনে তিনি এতই বিরক্ত যে সম্পত্তির শেষ কানাকড়িটাও উইল করে গেছেন রিচার্ডের বোন রুথ ওয়েস্টমাকটকে। তাতে অবশ্য রিচার্ডের খুব একটা অসুবিধে হয়নি, কারণ বাপ-মা হারানো ভাইটাকে খুবই

BanglaBook.org

ভালবাসে রুথ। ওদের বাবা মারা যাওয়ার আগে রিচার্ডের সব দায়িত্ব তুলে দিয়ে গেছেন রুথের হাতে। কিন্তু একেবারে বোকা নয় রিচার্ড, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে চোখে আঁধার দেখে সে। রুথের মত সুন্দরী, ধনী একটা মেয়ের এক দিন না এক দিন বিয়ে হবেই, আর তখন তার সম্পত্তিতে রিচার্ডের এক ফোঁটা অধিকারও থাকবে না। তখন কী করবে সে?

রুথের পাণিপ্রার্থীদের তালিকায় প্রথমেই আছে জয়ল্যাণ্ড চেজের বাসিন্দা অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। তার সাহসী, উদ্ধত হাবভাব রিচার্ডের কখনোই পছন্দ হয়নি। আড়ালে সবাই নাকি তাকে 'ওয়াইল্ড ওয়াইল্ডিং' বলে ডাকে। তা ছাড়া রুথকে সে বিয়ে করলে রুথের সম্পত্তি সব রিচার্ডের হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু বিয়েটা আটকানোর কোনও উপায় দেখতে পায়নি সে। এমনকী রুথও ঝুঁকে পড়েছিল অ্যান্থনির দিকে।

অ্যান্থনির সঙ্গে সমঝোতা করার কথাও ভেবেছে রিচার্ড, কিন্তু সাহস করে কখনও বলতে পারেনি। অ্যান্থনির মাঝে এমন কিছু একটা আছে যেটাকে ভয় পায় সে। তা ছাড়া রিচার্ডের সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি, নিজেই রুথের মনে জায়গা করে নিতে শুরু করেছিল অ্যান্থনি। অগত্যা সামনে একমাত্র যে পথটা বাকি ছিল, সেটাই বেছে নিয়েছে রিচার্ড—শত্রুতা। যে-কোনও অভিজাত পুরুষের মতই বেশ কিছু গুজব আছে অ্যান্থনিকে ঘিরে, আর সেগুলোই রুথের সামনে আরও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পরিবেশন করেছে সে।

অ্যান্থনিকে অবশ্যই ভালবাসে রুথ, কিন্তু যে-কোনও সাধারণ মেয়ের মতই সে গুজব শুনতে এবং বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত। ভাইয়ের কথা ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ও, সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়েছে সন্দেহ। সত্যিই তো, শহরে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের নামে তো কম গুজব ভেসে বেড়ায় না। তা ছাড়া

BanglaBook.org

নিক ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে অ্যান্থনির বন্ধুত্বও ভাল চোখে দেখে না ও। ওর ধারণা, ভাল বংশের সন্তান হলেও নিক ট্রেঞ্চার্ডের চলাফেরা কেবল নিচু জাতের লোকদের সঙ্গে।

আর এভাবেই রুথের সন্দেহ রূপ নিয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসে। অ্যান্থনির মত বাজে একটা লোকের মিষ্টি কথায় কীভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল ভেবে নিজের উপরেই রেগে উঠেছে ও। তাই দেখে মনে মনে হেসেছে রিচার্ড। হঠাৎ করেই রুথের মন থেকে সব ভালবাসা বিদ্বেষে পরিণত হতে দেখে অবাক হয়ে গেছে অ্যান্থনি, তারপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

ঠিক তখুনি শহরে উদয় হয়েছে স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেক। লণ্ডন থেকে পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে এসেছে সে, সেটা অবশ্য কেউ জানে না। প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে গেছে রুথের চাচাতো বোন ডায়ানা হরটন। ব্লেকও যে ডায়ানাকে অপছন্দ করেছে তা নয়, কিন্তু ডায়ানার আর্থিক সচ্ছলতা রুথের ধারে-কাছেও নয়। রিচার্ডের সঙ্গে লুপটন হাউসে বেড়াতে গিয়েই তার বোনকে দেখেছে ব্লেক, এবং জানতে পেরেছে কী বিশাল সম্পদের মালিক এই মেয়েটা। তখন থেকেই ডায়ানাকে ছেড়ে রুথের প্রতি মনোযোগ দিয়েছে সে।

পুরো ব্যাপারটা খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেছে রিচার্ড। স্যর ব্লেককে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে, একে দিয়েই তার পরিকল্পনা সফল হবে। অর্থের বিনিময়ে নিজের সম্মান বিকিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না এই লোক।

হয়েছেও তাই। ইহুদি ব্যবসায়ীদের মত দর কষাকষি করেছে দু'জনে, তারপর সিদ্ধান্ত হয়েছে যে রুথকে বিয়ে করার পরেই তার সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ রিচার্ডের নামে লিখে দেবে ব্লেক। রুথ খুব একটা আপত্তি করবে বলে মনে হয় না, আর আপত্তি করলেও তাতে রিচার্ডের কিছু যায়-আসে না।

BanglaBook.org

সম্পত্তি তো পাবে!

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়। স্যর ব্লেককে রুথ সহ্য করে কেবল ভাইয়ের বন্ধু বলেই, নইলে তাকে ঘনিষ্ঠ হবার কোনও সুযোগই দেয় না। আর ব্লেকের সামনে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং তো আছেই। তবে এতে রিচার্ড খুব একটা অখুশি হয়নি। তার মূল উদ্দেশ্য অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিংকে বঞ্চিত করা। আর এটা এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে স্যর রোল্যাণ্ড সফল হোক বা না হোক, অ্যান্থনির আর কোনও আশা নেই।

কিন্তু এখন রিচার্ডের মনে হচ্ছে অ্যান্থনিকে চটিয়ে ঠিক করেনি সে। মদের ঘোরে তার মনে হয়েছিল আর যা-ই করুক, রুথের ভাইয়ের গায়ে নিশ্চয়ই হাত তুলবে না অ্যান্থনি। কিন্তু সে-ধারণা যে কত বড় ভুল ছিল, তা এখন বুঝতে পারছে হাড়ে হাড়ে।

এসব চিন্তার জাল বুনতে বুনতে বাড়ি ফিরে এল রিচার্ড। সারা রাত ঘুম হলো না তার। মনে মনে কখনও অ্যান্থনিকে, কখনও নিজেকে দুষল। এমনকী রুথকেও ছাড়ল না। তার জন্যই তো আজ এই বিপদে পড়েছে সে।

একবার রিচার্ডের মনে হলো, আশার একটা আলো দেখতে পাচ্ছে সে। রাজার বিরুদ্ধে ডিউক অভ মনমাথের বিদ্রোহে সে নিজে এবং অ্যান্থনি, উভয়েই জড়িত ছিল। ইচ্ছে করলে ডেভনের লর্ড-লেফটেন্যান্ট আলবেমার্লের কাছে গিয়ে অ্যান্থনির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। তাকে গ্রেফতার করিয়ে এড়ানো যায় আশু লড়াইটা। কিন্তু ও-কাজ করলে সে নিজেও বিপদে পড়ে যাবে, কারণ বিদ্রোহে তার নিজের ভূমিকার কথাও বেরিয়ে আসবে তখন। সুতরাং মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল সে।

পরদিন সকালে ফ্যাকাসে, অসুস্থ চেহারা নিয়ে বিছানা থেকে

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়াল রিচার্ড ওয়েস্টমাকট। বিছানায় বসে বসে ভাবছে কী আছে তার কপালে, এই সময় জানালার বাইরে বাগান থেকে রুথ আর ডায়ানা হরটনের গলা ভেসে এল কানে। তাদের সঙ্গে একটা পুরুষের গলা। ব্লেক? এত সকালে এখানে কী করছে সে? নিশ্চয়ই ডুয়েলের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছে। তাড়াতাড়ি জানালার ধারে এসে দাঁড়াল রিচার্ড। কিন্তু ততক্ষণে গলার আওয়াজ দূরে সরে যাচ্ছে। ভ্যালেন্সি যে কখন আসবে, মনে মনে ভাবল সে। গত রাতে ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে কথা বলার জন্য স্কোর্সবি হলে থেকে গিয়েছিল ভ্যালেন্সি। অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের হয়ে সেকেণ্ডের দায়িত্ব পালন করবে নিক ট্রেঞ্চার্ড।

ইদানীং বেশ কিছু গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ডিউক অভ মনমাথ নাকি হল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসছেন। তবে অ্যান্থনি ও তার সঙ্গীরা তাতে কান দেয়নি। তারা জানে যে গ্রীষ্মকালটা ডিউক সুইডেনে কাটাচ্ছেন, ফিরবেন বসন্তের শুরুতে। সে-কারণে ডিউকের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তার সমর্থকরা। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে অ্যান্থনি জানতে পেরেছে, একটা গোপন চিঠি উদ্ধার করা হয়েছে কয়েক দিন আগে, এবং সেটার সঙ্গে ডিউক অভ মনমাথের সম্পর্ক আছে। এ-কারণে নিক ট্রেঞ্চার্ডকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন সকালেই রেড লায়ন সরাইখানার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে অ্যান্থনি। জায়গাটা বিদ্রোহীদের গোপন মিলনস্থল, চিঠিটার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু জানা যাবে সেখানে।

ডুয়েলটা হওয়ার কথা বিকেলে। সেজন্যেই ভ্যালেন্সি এত সকালে আসতে চায়নি। তবে ব্লেকের কথা আলাদা। এই ডুয়েলে তার পরিকল্পনার অনেকটাই ভেস্তে যেতে পারে, আর তাই সাত সকালে ব্যস্ত হয়ে লুপটন হাউসে ছুটে এসেছে সে।

BanglaBook.org

বাড়ির বাইরে থেকে ডায়ানা আর রুথকে বাগানে ঘুরে বেড়াতে দেখল ব্লেক। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, তারপর ঘোড়া বেঁধে রেখে দ্রুত পায়ে এগোল তাদের দিকে। মেয়েদের হাসির শব্দ শুনতে পেল, বুঝতে পারল রিচার্ডের বিপদ সম্পর্কে এখনও কিছু জানে না ওরা।

হঠাৎ করে ব্লেককে সামনে দেখে দু'জনের প্রতিক্রিয়া হলো দু'রকম। কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডায়ানার মুখ, আর লাল হয়ে উঠল রুথ। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে দু'জনকে সম্ভাষণ জানাল ব্লেক।

'লণ্ডনের লোকেরা যে এত সকালে ওঠে জানতাম না,' সম্ভাষণের জবাব দিয়ে বলে উঠল রুথ।

'আরও সকালে উঠতাম ঘুম থেকে, যদি জানতাম যে আপনারা অপেক্ষা করছেন এখানে,' জবাব দিল ব্লেক।

'অপেক্ষা করছি? স্যর ব্লেক, এমন ধারণা কী করে হলো আপনার?' নিজের বিব্রত ভাব খুব দ্রুত কাটিয়ে উঠেছে ডায়ানা। রুথের চেয়ে একটু খাটো সে, মাথায় ঘন সোনালি চুল। তবে উচ্চতার ঘাটতিটা পুষিয়ে দিয়েছে তার উচ্ছলতা।

'মাফ করবেন,' এবার ব্লেকের বিব্রত হওয়ার পালা। 'তবে এ-বিষয়ে তর্ক করতে চাই না এখন। আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার আছে আমার।'

তার গলায় এমন কিছু একটা ফুটে উঠল যে, রুথ আর ডায়ানা দু'জনেই সচকিত হয়ে উঠল।

'কী হয়েছে, স্যর রোল্যাণ্ড?' প্রশ্ন করল রুথ।

'রিচার্ড আর মি. ওয়াইল্ডিংকে নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই আমি,' দু'জনের মাঝে হাঁটতে হাঁটতে কথা শুরু করল ব্লেক। খেয়াল করল না যে অ্যান্থনির নাম শুনেই শক্ত হয়ে গেছে রুথের মুখ।

BanglaBook.org

'রিচার্ড কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ব্লেক।

'ঘুমাচ্ছে,' জবাব দিল রুথ।

'আজকের দিনেও ঘুমাচ্ছে, সাহস আছে বলতে হবে,' বলল ব্লেক। 'গত রাতে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের সঙ্গে ঝামেলা পাকিয়েছে ও।'

চমকে উঠল রুথ। 'ওই লোকের সঙ্গে?' প্রায় চিৎকার করে উঠল ও। ওর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে এবার পুরো ব্যাপারটা বর্ণনা করতে শুরু করল ব্লেক। একটা ব্যাপারে সে নিঃসন্দেহ—ডুয়েলের ফলাফল যাই হোক না কেন, সে ঠিকই লাভবান হতে যাচ্ছে। বলতে বলতে যখন অ্যান্থনির মুখে রিচার্ডের ওয়াইন ছুঁড়ে মারার অংশে এল, লাল হয়ে উঠল রুথের মুখ।

'ঠিকই করেছে রিচার্ড,' মুখে বলল ও।

খুশি হয়ে উঠল ব্লেক। কিন্তু ডায়ানার কথা ভুলে যাচ্ছে সে। বোকা নয় ডায়ানা হরটন, ব্লেকের কথাগুলোর পিছনে লুকিয়ে থাকা উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝেছে।

'আচ্ছা, স্যর ব্লেক, ওয়াইন ছুঁড়ে মারার পর মি. ওয়াইল্ডিং কী বললেন?' প্রশ্ন করল ডায়ানা।

প্রমাদ গুনল ব্লেক। সত্যি কথাটা বললে যে মেয়েদের মনে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের অবস্থান আরও পোক্ত হবে সেটা ভালই বুঝতে পারছে সে। কিন্তু বানিয়ে বলার মত কিছু মাথায় এল না তার, অগত্যা সত্যি কথাটাই বলল।

'তা হলে তো ঠিকই ভাবছি আমি!' বিজয়ের হাসি ফুটল ডায়ানার মুখে। 'এত বড় অপমানের পরেও মি. ওয়াইল্ডিং পাল্টা জবাব দেননি, বরং সমঝোতার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে খারাপ ছিল না, সেটা বোঝার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট, তাই না?'

BanglaBook.org

'ম্যাডাম,' এবার রেগেমেগে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ব্লেক, 'তাতে কিছু আসে যায় না। ওই মুহূর্তে মিস ওয়েস্টমাকটের কথা তোলাই উচিত হয়নি অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল রুথ। এবার মুখ খুলল সে। 'স্যর রোল্যাণ্ড, আপনার কি মনে হয় রিচার্ডের কাজটা ঠিক ছিল?'

'ওর জায়গায় আমি হলে একই কাজ করতাম,' জবাব দিল ব্লেক। 'কিন্তু এসব বলে কেবল সময় নষ্ট করছি আমরা। আমাদের উচিত কীভাবে এই বিপদ থেকে রিচার্ডকে বাঁচানো যায় সেটা চিন্তা করা।'

'কিন্তু সেটা কীভাবে?' প্রশ্ন করল রুথ। 'আমি চাই না যে রিচার্ডকে কাপুরুষ বলুক সবাই।'

'ভাইয়ের মৃত্যু চান আপনি?'

'কাপুরুষতার চাইতে মৃত্যুও ভাল,' ফিসফিস করে জবাব দিল রুথ, সাদা হয়ে গেছে তার মুখ।

কীভাবে কথার জাল বুনে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হয় সেটা ভালই জানে ব্লেক। এবার সেই জ্ঞানটাই কাজে লাগাল সে। 'মিস ওয়েস্টমাকট, রিচার্ডকে স্নেহ করি আমি, চাই না ওর কোনও বিপদ হোক। আপনিও নিশ্চয়ই তাই চান? আসুন না, আমরা দু'জনে চেষ্টা করে দেখি ওকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা যায় কি না?'

তার এই মিষ্টি কথায় কাজ হলো। একটা ফ্যাকাসে হাসি ফুটল রুথের মুখে, ব্লেকের উদ্দেশে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ও। ডায়ানার মুখটাও যে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কেউ খেয়াল করল না। ব্লেকের মিষ্টি কথার আসল উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝতে পারছে সে।

রুথের বাড়ানো হাতটা ধরল ব্লেক। 'যদি সম্ভব হতো, তবে রিচার্ডের জায়গায় আমিই মি. ওয়াইল্ডিঙের মুখোমুখি হতাম,'

BanglaBook.org

চেহারাটা গম্ভীর করে তুলে বলল সে। সেটা যে সম্ভব নয় খুব ভাল করেই জানে। কিন্তু রুথ তার এই কথাকে ধরে নিল সাহস আর বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে।

'না, স্যর রোল্যাণ্ড,' বলল রুথ। 'এভাবে আপনাকে বিপদে ফেলতে পারি না আমি।'

কীভাবে ডুয়েল এড়ানো যায়, তা নিয়ে এবার আলোচনা শুরু করল ব্লেক। প্রথমেই বলল যে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত রিচার্ডের। সত্যি কথা বলতে এটা ছাড়া আর কোনও পথও দেখতে পাচ্ছে না সে। গত রাতে মদের ঘোরে বেশি গোয়ার্তুমি করে ফেলেছে ছোকরা, আজ সুস্থ অবস্থায় তার মন পরিবর্তন হলেও হতে পারে।

'আমার মনে হয় মাতাল অবস্থায় বলা কিছু কথার জন্য ক্ষমা চাইলে তাতে কোনও সম্মানহানি হবে,' বলল সে।

'আপনি কি নিশ্চিত?' রুথের গলায় সন্দেহের আভাস।

'অবশ্যই।'

'কিন্তু,' এবার ডায়ানা কথা বলে উঠল, 'ওতে তো এটাই প্রমাণিত হবে যে, ভুল করেছে রিচার্ড... অন্যায় করেছে। তাই না?'

'তা তো বটেই,' জবাব দিল ব্লেক। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটাও ধরতে পারল। কিন্তু ততক্ষণে তীর বেরিয়ে গেছে ধনুক থেকে।

'অথচ একটু আগেই আপনি বললেন, ওর জায়গায় আপনি হলে এ-কাজটাই করতেন।' রুথের চোখে বিষাদের আভাস। 'এখন যদি মি. ওয়াইল্ডিঙের কাছে ক্ষমা চাইতে যায় রিচার্ড, তা হলে তার অর্থ হবে, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যে বলছে সে। স্যর রোল্যাণ্ড, এই অসম্মানের চাইতে মরে যাওয়াও অনেক ভাল।'

BanglaBook.org

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো ব্লেকের। বুঝতে পারল, এখানে বেশিক্ষণ থাকলে মেয়েদের কাছে তার যেটুকু সম্মান আছে তাও হারাতে হবে। তাড়াতাড়ি লর্ড জারভেস স্কোর্সবির সঙ্গে জরুরি আলোচনার অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়ল সে।

তিন

স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেক চলে যাওয়ার পর রুথ আর ডায়ানা দু'জনেই দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল কিছুক্ষণ। ভাইকে অত্যন্ত ভালবাসে রুথ, কীভাবে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবে তাই ভেবে কূল পাচ্ছে না। বাইরে সাহসী ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে ভীষণ ভয় পাচ্ছে ও। ওদিকে ডায়ানার মনে রিচার্ডের প্রতি অতটা ভালবাসা না থাকলেও এটা ঠিকই বুঝতে পারছে যে, কিছু একটা করতে না পারলে ব্লেককে হারাতে হবে।

ব্লেক চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই বাগানে প্রবেশ করল রিচার্ড। তার ফ্যাকাসে চেহারা, চোখের নিচে কালি—এসবই খেয়াল করল মেয়েরা। তাদের সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রিচার্ড, যেন কী বলবে বুঝতে পারছে না। তারপর বলল, 'স্যর রোল্যাণ্ড কেন এসেছিলেন?' গলায় বিদ্রূপের সুর স্পষ্ট। বোঝা গেল, নিজের দুশ্চিন্তার ভার বাকিদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে সে।

'মি. ওয়াইল্ডিঙের সঙ্গে তোমার ঝগড়ার কথা বলতে

BanglaBook.org

এসেছিলেন।' এগিয়ে এসে রিচার্ডের বাহুতে একটা হাত রাখল ডায়ানা। কিন্তু ঝটকা দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিল রিচার্ড।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল ডায়ানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে গেল।

'রিচার্ড!' চেঁচিয়ে উঠল রুথ।

'চিৎকার করছ কেন?' ঝাঁঝালো স্বরে বলল রিচার্ড। 'আমার এই বিপদের জন্য তুমিই দায়ী।'

'আমি?' আহত গলায় প্রশ্ন করল রুথ। অবশেষে বুঝতে পারল, সত্যিই ভীত হয়ে পড়েছে রিচার্ড।

'অবশ্যই। তোমার জন্যই ওয়াইল্ডিং সবার সামনে আমাদের পরিবারের সম্মান নিয়ে খেলা করতে সাহস পেয়েছে। আর সেই সম্মান রক্ষা করার জন্য জীবন দিতে হচ্ছে আমাকে!'

হয়তো আরও কিছু বলত রিচার্ড, কিন্তু রুথের আহত চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। দূর থেকে ভেসে এল চার্চের ঘণ্টার শব্দ। মাথার উপর ডাকছে একটা লার্ক পাখি। সুন্দর, শান্ত পরিবেশ। কিন্তু বাগানে দাঁড়ানো তিনজন মানুষের কারও মনে সেই শান্তির ছিটেফোঁটাও নেই।

ওদিকে রিচার্ডের এমন কথায় খেপে উঠল ডায়ানা। আর একবার খেপে গেলে তার জিভের সামনে দাঁড়ায় এমন সাধ্য খোদ শয়তানেরও নেই।

'আমার মনে হয় তোমার মরাই উচিত, রিচার্ড,' তীব্র স্বরে বলে উঠল সে। 'তোমার মত কাপুরুষ জীবিত থাকলে এই পরিবারের সম্মান বলে কিছু থাকবে না।'

'এভাবে বোলো না, ডায়ানা,' অনুনয় করল রুথ।

'রুথ!' গর্জে উঠল রিচার্ড। 'চুপ করতে বলো ওকে!'

'তোমার মত কাপুরুষের কথা শুনতে আমার বয়েই গেছে!' আগের চাইতেও কড়া সুরে বলল ডায়ানা। 'রুথকে যে-

BanglaBook.org

কথাগুলো এখন বললে, তোমার কপাল ভাল যে সেগুলো অ্যান্থনির কানে যায়নি। তা হলে আজ ডুয়েলে তলোয়ার ব্যবহার করত না সে, তার বদলে বেত দিয়ে পিটিয়ে তোমার পিছনের ছাল তুলে নিত!'

জ্বলে উঠল রিচার্ডের চোখ জোড়া। আবার তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল রুথ, কিন্তু আগের মতই এক ঝটকায় বোনের হাতটা সরিয়ে দিল রিচার্ড। রাগের মাথায় কী করে বসত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় বুড়ো বাটলার বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে।

'মি. ভ্যালেন্সি এসেছেন, স্যর,' ঘোষণা করল সে।

চমকে গেল রিচার্ড। ডুয়েলের কথা মনে পড়ে গেছে তার। চেহারা থেকে রাগের চিহ্ন মুছে গেল, সেখানে দেখা দিল ভয়ের আভাস। 'কোথায় সে, জ্যাসপার?' কোনোমতে বাটলারকে জিজ্ঞেস করল সে।

'লাইব্রেরিতে বসে আছেন। এখানে নিয়ে আসব তাঁকে?'

'না-না, আমিই যাচ্ছি,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রিচার্ড। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, যেন কোন্‌দিকে যাবে বুঝতে পারছে না। তারপর বাড়ির ভেতর চলে গেল সে।

রিচার্ড চলে যেতেই রুথের কাছে ছুটে এল ডায়ানা। মুখ তুলে তাকাল রুথ, চোখে জল। করুণায় ভরে গেল ডায়ানার মনটা। রুথের হাত ধরে একটা গ্র্যানেটের বেঞ্চির উপর বসাল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদু ছন্দে বয়ে চলা নদীটার দিকে তাকিয়ে রইল রুথ।

'এমন কথা কীভাবে বলতে পারল রিচার্ড?' এক সময় অশ্রুসজল চোখে ডায়ানাকে প্রশ্ন করল ও।

'ভয় পেয়েছে,' জবাব দিল ডায়ানা। 'ওর কথায় কান দিয়ো না।'

রিচার্ডের কথাগুলো মনে পড়তে আবার লাল হয়ে উঠল

BanglaBook.org

রুথের মুখ। কী করবে ও এখন? ডায়ানার দিকে তাকাল ও। কিন্তু ডায়ানার রাগ তখনও পড়েনি।

'সাহসের কোনও ছিটেফোঁটাও নেই ওর মধ্যে,' বলল সে। 'ডুয়েল লড়বে কী, এখনই কাঁপছে মি. ওয়াইল্ডিঙের ভয়ে। আজ যদি অ্যান্থনির মুখোমুখি হয় রিচার্ড, তবে ওয়েস্টমাকট পরিবারের সবার মুখে চুনকালি পড়বে।'

'না!' আঁতকে উঠল রুথ। 'রিচার্ডকে কিছুতেই যেতে দেব না আমি।'

'তাতেই বা কী লাভ?' প্রশ্ন করল ডায়ানা। 'ডুয়েল থেকে পালিয়ে এলে সেটা আরও বড় অসম্মানের ব্যাপার।'

'কোনোভাবেই কি এই ডুয়েল থামানো যায় না?' রুথের কণ্ঠে আকুতি।

'তোমার কথা ছাড়া আর কারও কথা শুনবেন না এখন মি. ওয়াইল্ডিং।' বলেই থেমে গেল ডায়ানা। হঠাৎ করে একটা বুদ্ধি এসেছে তার মাথায়।

'ডায়ানা!' প্রতিবাদ করল রুথ।

কিন্তু ডায়ানার মগজ ততক্ষণে পুরোদমে চলতে শুরু করেছে। 'হ্যাঁ, এটাই একমাত্র রাস্তা,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'অ্যান্থনিকে এই ডুয়েল থামাতে অনুরোধ করো তুমি।'

কুঁচকে উঠল রুথের ভ্রূ। কিন্তু ধৈর্য ধরতে রাজি নয় ডায়ানা। রুথকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার তাড়া দিল সে। 'রুথ!'

'কীভাবে অ্যান্থনিকে এই কথা বলব আমি?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল রুথ।

'তোমার কথা ফেলবেন না উনি, তুমি খুব ভাল করেই জানো। এখনই জয়ল্যাণ্ড চেজে যেতে হবে তোমাকে। তোমার একটা অনুরোধের অপেক্ষা মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা

BanglaBook.org

নিজের ভুল বলে স্বীকার করে নেবেন মি. ওয়াইল্ডিং।'

উঠে দাঁড়িয়ে নদীর কিনারের দিকে এগিয়ে এল রুথ, গভীর চিন্তায় মগ্ন। তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ডায়ানা। বুঝতে পারছে, অ্যান্থনি আর রুথের মাঝে ভেঙে পড়া সম্পর্কটা জোড়া লাগানোর এ-ই সুযোগ। আর সেটা ঘটলে ব্লেককেও ফিরে পাবে সে।

'একা একা অ্যান্থনির কাছে যেতে পারব না আমি,' অবশেষে বলল রুথ।

'তা হলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'আমি পারব না, ডায়ানা!' আবার ভেঙে পড়ল রুথ। 'কত বড় অপমানের ব্যাপার এটা, ভেবে দেখো একবার?'

'তার আগে রিচার্ডের কথা ভাবা উচিত তোমার,' প্রতিবাদ করল ডায়ানা। 'নিশ্চিত থাকতে পারো, তোমার কথা কিছুতেই ফেলবেন না মি. ওয়াইল্ডিং। তুমি যা বলবে, তা-ই করবেন তিনি। আর এতে তাঁর সম্মান বা সাহসের কোনও ক্ষতি হবে না। ব্রিজওয়াটারের সবাই জানে কতটা সাহসী তিনি,' বলতে বলতে উঠে রুথের কাছে এগিয়ে এল সে।

'দেখো, আজ রাতে মনে মনে আমাকে ধন্যবাদ দেবে তুমি,' বলল ডায়ানা। 'বুঝতে পারছি না, এত দ্বিধা করছ কেন। রিচার্ডের প্রাণের চাইতে নিজের সম্মানটাই কি বড় হয়ে দাঁড়াল তোমার কাছে?'

'ঠিক আছে,' মনস্থির করে ফেলল রুথ। 'যাব আমি। জেরিকে বলো ঘোড়া তৈরি করতে। এখনই জয়ল্যাণ্ড চেজের উদ্দেশে রওনা দেব আমরা।'

রিচার্ডকে কিছু না জানিয়েই অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের বাসস্থান জয়ল্যাণ্ড চেজের উদ্দেশে রওনা দিল দু'জন। পথে কোনও কথা হলো না ওদের মাঝে। নদী পার হয়ে বেশ কিছুদূর ঘোড়া

BanglaBook.org

ছোটাল ওরা, তারপর এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছুল, যেখানে পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। বাম দিকের পথ ধরে মাইল দুয়েক এগোলেই জয়ল্যাণ্ড চেজ। ওখানে পৌঁছে হঠাৎ ছোট্ট একটা চিৎকার করে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল ডায়ানা।

'প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে আমার,' বলল সে, তারপরেই ঢলে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে তার পাশে এসে বসল রুথ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডায়ানার মুখ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে সত্যি অসুস্থ সে। রুথের জানা নেই, ডায়ানা অসুস্থতার ভান করছে মাত্র।

যেখানে ঘোড়া থামিয়েছে ওরা, সেখান থেকে একটু দূরেই এক বৃদ্ধা মহিলার বাস। রুথ, ডায়ানা দু'জনেই চেনে তাকে। সেখানেই ডায়ানাকে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করল রুথ। নিজের ঘোড়ার পিঠে ডায়ানাকে তুলে দিল ও, তারপর অন্য ঘোড়াটার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে এগোল বৃদ্ধার বাড়ি লক্ষ্য করে। সেখানে পৌঁছে অল্প কথায় বৃদ্ধাকে সবকিছু খুলে বলল, ডায়ানার বিশ্রামের ব্যবস্থা করল। অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির মহিলা এই বৃদ্ধা, কোনও আপত্তি করলেন না।

একটা চেয়ার টেনে বিছানায় শুয়ে থাকা ডায়ানার পাশে বসল রুথ। দুর্বল ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল ডায়ানা, বলল একটু বিশ্রাম নিতে পারলেই ঠিক হয়ে যাবে। এই অসুবিধে তৈরি করার জন্য বার বার দুঃখ প্রকাশ করল।

হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল সে। বলল, 'আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না, রুথ। মি. ওয়াইল্ডিং বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই পৌঁছুতে হবে তোমাকে। ডুয়েল কখন শুরু হবে জানি না আমরা।'

'তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না আমি,' জবাব দিল রুথ।

'তা হলে চলো, আমিও যাচ্ছি। হাতে সময় খুব অল্প,' বলেই

BanglaBook.org

বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করল ডায়ানা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টলে উঠল।

'কী করছ তুমি!' দ্রুত ডায়ানাকে আবার শুইয়ে দিল রুথ।

'একাই যেতে হবে তোমাকে। নাহলে রিচার্ডের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করা ছাড়া কোনও পথ থাকবে না তোমার,' ব্যাকুল গলায় রুথকে অনুরোধ করল ডায়ানা।

দোটানায় পড়ে গেল রুথ। ডায়ানাকে এই অবস্থায় রেখে যেতেও পারছে না, আবার একাকী অ্যান্থনির বাড়িতে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারছে না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে রিচার্ডের বিপদের সম্ভাবনা। অবশেষে ভাইয়ের জন্য ভালবাসারই জয় হলো। একাই জয়ল্যাণ্ড চেজের উদ্দেশে রওনা দিল ও।

চার

রুথকে দেখে জয়ল্যাণ্ড চেজের বাটলার বুড়ো ওয়াল্টার বেশ অবাক হলো, তবে চেহারায় তা প্রকাশ পেতে দিল না। 'মি. ওয়াইল্ডিং তো ভোরেই মি. ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন, ম্যাডাম,' রুথের প্রশ্নের জবাবে জানাল সে।

'বেরিয়ে গেছেন?' কেঁপে উঠল রুথের গলা। এক মুহূর্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর তার মনে হলো, এত সকালে নিশ্চয়ই রিচার্ডের খোঁজে যায়নি অ্যান্থনি, তা হলে তাদের

BanglaBook.org

বাড়িতেই দেখা হতো তার সঙ্গে। হয়তো অন্য কোনও কাজে গেছে, ডুয়েলের আগে নিশ্চয়ই একবার বাড়িতে আসবে সে। 'কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?' প্রশ্ন করল সে।

'বলেছেন দুপুরের আগেই ফিরবেন,' জবাব দিল ওয়াল্টার।

দুপুর হতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। আশার সঞ্চার হলো রুথের মনে। 'তা হলে ওর ফিরতে আর বেশি দেরি হবে না। অপেক্ষা করব আমি,' বলল সে।

মাথা নুইয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল ওয়াল্টার। তাকে অনুসরণ করল রুথ। লাইব্রেরিতে এসে ঢুকল ওরা।

'ডায়ানা হরটনও আসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই। ওকে এখানেই নিয়ে এসো, কেমন?' বাটলারকে বলল রুথ।

আবার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ওয়াল্টার, তারপর বেরিয়ে গেল লাইব্রেরি থেকে। কামরার মাঝে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রুথ। প্রথমবারের মত অ্যান্থনির বাড়িতে এসে বেশ ভয় ভয় লাগছে তার। বাড়িটা আকারে অনেক বড়। অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের দাদা ইটালিতে ছিলেন অনেক দিন। সেখানকার অভিজাত প্রাসাদগুলো অনুকরণ করেই এই বাড়িটা বানানো। বাড়ির বিভিন্ন জায়গার শোভা বর্ধন করেছে নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য ছবি আর শিল্পকর্ম।

জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসল রুথ। ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে সময়। কতক্ষণ পর বলতে পারবে না। বাইরের চার্চ থেকে ভেসে এল বারোটা বাজার ঘণ্টার শব্দ। চমকে উঠে দাঁড়াল রুথ। ডায়ানার কথা মনে পড়ল তার। এখনও আসছে না কেন মেয়েটা? জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ও, আঙুলগুলো জানালার চৌকাঠ আঁকড়ে ধরেছে। অস্থির চোখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল রুথ। উল্টো দিক থেকে আসছে শব্দটা। ডায়ানা আসছে নিশ্চয়ই। কিন্তু না।

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি অন্য জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বাইরে অ্যান্থনি আর নিক ট্রেঞ্চার্ডকে দেখতে পেল ও।

হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল ওর, ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখটা। ইচ্ছে হচ্ছে জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর রিচার্ডের কথা মনে পড়ল, নিজেকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করল। বাইরে থেকে নিক ট্রেঞ্চার্ডের কর্কশ হাসির শব্দ ভেসে এল ওর কানে।

'একজন লেডি!' বলছে নিক। 'এখন কি মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখির সময় হলো, অ্যান্থনি?'

রুথের গালদুটো লাল হয়ে উঠল। আরও কিছু কথা হলো ট্রেঞ্চার্ড আর অ্যান্থনির মাঝে, তবে অপেক্ষাকৃত নিচু কণ্ঠে বলে কথাগুলো বুঝতে পারল না ও। তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে লাইব্রেরির দিকে। অস্থির হয়ে উঠতে লাগল রুথ। তারপর দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ, সেখানে দেখা গেল অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিংকে। খয়েরি রঙের রাইডিং কোট পরে আছে সে, বুটজোড়া ধুলো মাখা।

'রুথ,' মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল অ্যান্থনি। 'আমার বাড়িতে স্বাগতম।'

বিড়বিড় করে কোনোমতে জবাব দিল রুথ। হ্যাট আর গ্লাভস খুলে ওয়াল্টারের হাতে দিল অ্যান্থনি, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এগিয়ে এল সামনে।

'ওয়াল্টার বলল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছ তুমি, তাই সরাসরি চলে এলাম। বোসো?' একটা চেয়ার এগিয়ে দিল অ্যান্থনি। ওর চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, কিন্তু চোখদুটো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রুথের দিকে। মেয়েটা কেন এসেছে আন্দাজ করতে পারছে ও। অ্যান্থনিকে অনেক অপমান করেছে মেয়েটা, অথচ আজ নিজেই ছুটে এসেছে ওর সাহায্যের

BanglaBook.org

আশায়। নির্বিকার রইল অ্যান্থনির মুখটা, কিন্তু ভেতরে উত্তেজনায় ফুটছে।

চেয়ারটার দিকে তাকাল না রুথ। কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, 'এভাবে চলে আসায় নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ তুমি?'

'না,' মৃদু স্বরে জবাব দিল অ্যান্থনি। 'রিচার্ড পাঠিয়েছে তোমাকে, তাই না?'

'না। আমি নিজেই এসেছি। এই ডুয়েল বন্ধ করতে হবে তোমাকে, অ্যান্থনি।' দ্রুত কথা বলছে রুথ, যেন সাহস হারিয়ে ফেলার ভয় পাচ্ছে।

সূক্ষ্ম হাসির একটা রেখা ফুটল অ্যান্থনির ঠোঁটের কোণে। 'এখানে আমার কিছু করার নেই,' বলল ও। 'কেবলমাত্র রিচার্ড যদি গত রাতের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চায়, তা হলেই এটা বন্ধ করা সম্ভব।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, অ্যান্থনি,' আকুতি ফুটল রুথের গলায়। 'ক্ষমা চাইলে সবাই কাপুরুষ বলবে ওকে।'

'কাজটা কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়।'

'অবশ্যই অসম্ভব,' শক্ত গলায় ঘোষণা করল রুথ। 'গত রাতে হয়তো ক্ষমা চাইতে পারত রিচার্ড, কিন্তু আজ আর সেটা সম্ভব নয়।'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না আমি,' বলল অ্যান্থনি। 'কিন্তু এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তা ছাড়া কেবল তুমি বলছ বলেই গত রাতের অপমানের পরেও রিচার্ডকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আমি, যদি সে চায়। কিন্তু কেবল তোমার কথায় কাজ হবে না। রিচার্ডের মুখ থেকে কথাটা শুনতে হবে আমাকে।'

আরেকবার কেঁপে উঠল রুথ। 'মৃত্যু আর অসম্মানের ভেতর যে-কোনও একটা বেছে নিতে বলছ তুমি রিচার্ডকে,' বলল সে।

BanglaBook.org

'ইচ্ছে করলে লড়াইও করতে পারে সে,' স্মরণ করিয়ে দিল অ্যান্থনি।

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রুথ। 'ঠাট্টা কোরো না।'

'তা হলে তুমিই বলো, তুমি কী চাও?' সরাসরি প্রশ্ন করল অ্যান্থনি।

অ্যান্থনির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো রুথ। মাথা নিচু করে আছে সে। কী চায় সেটা খুব ভাল করেই জানে, কিন্তু অ্যান্থনিকে খুলে বলার সাহস করে উঠতে পারছে না। অ্যান্থনি জানে রুথ কী চায়। আরেকটা পথ খোলা আছে এই ডুয়েল থামানোর, যদি অ্যান্থনি নিজেই রিচার্ডের কাছে ক্ষমা চায়। কিন্তু ও চাইছে রুথ নিজেই বলুক কথাটা, অনুনয় করুক। ওর আহত পৌরুষ হয়তো কিছুটা শান্ত হবে তাতে।

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অ্যান্থনি। আড় চোখে তাকাল রুথ। অ্যান্থনির একহারা গড়ন, খাড়া নাক, ঋজু হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি—সবকিছু যেন পৌরুষের প্রতীক। অথচ এসবের জন্য যেন ওকে আরও বেশি ঘৃণা করতে মন চাইছে তার।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল রুথ, কী বলবে বুঝতে পারছে না। অবশেষে নীরবতা ভাঙল অ্যান্থনি। 'আর কিছু করার নেই, রুথ,' বলল ও। 'এখানে এসে সম্পূর্ণ বিনা কারণে নিজের সম্মান নষ্ট করলে তুমি।'

'মানে?' চমকে উঠে প্রশ্ন করল রুথ।

'একা একা আমার বাড়িতে চলে এসেছ তুমি, কেন? লোকে কী ভাববে?'

'ডায়ানা ছিল আমার সঙ্গে,' আমতা আমতা করে বলল রুথ।

'আমি তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না তাকে,' সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের

BanglaBook.org

ছোঁয়া ফুটল অ্যান্থনির গলায়।

'কিন্তু, অ্যান্থনি, তুমি কি আমার অসম্মান হতে দেবে? সবাইকে বলে দেবে আজকের কথা?'

'আমার বলা না বলায় কিছু আসে যায় না,' কাঁধ ঝাঁকাল অ্যান্থনি। 'চাকরদের সবাই দেখেছে তোমাকে। কাল নাগাদ পুরো ব্রিজওয়াটারে ছড়িয়ে পড়বে খবরটা।'

দম আটকে এল রুথের। রক্তশূন্য হয়ে গেল অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা, মনে হলো এখুনি জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়বে মেঝেতে।

রুথের চেহারা দেখে হঠাৎ করে অদ্ভুত মায়া লাগল অ্যান্থনির। বুঝতে পারল, অনেক বেশি নিষ্ঠুর আচরণ করে ফেলেছে ও রুথের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে রুথের একটা হাত ধরল ও, ব্যাকুল গলায় বলল, 'রুথ! কোনও দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি তোমাকে ভালবাসি। কিছুতেই তোমার অসম্মান হতে দেব না আমি।'

'কীভাবে তা সম্ভব?' দুর্বল গলায় প্রশ্ন করল রুথ।

'তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হও...' কিন্তু আর কিছু বলার সুযোগ পেল না অ্যান্থনি, তার আগেই ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল রুথ। জ্বলে উঠেছে ওর চোখদুটো।

'কাপুরুষ তুমি! আমার দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইছ...'

পরমুহূর্তে অ্যান্থনির বাহুবন্ধনে ধরা পড়ল সে। শক্ত হাতে রুথকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এল অ্যান্থনি, তারপর তীব্র কণ্ঠে বলল, 'শুধু নিজের কথাই ভেবেছ তুমি, আমার ভালবাসার কথা একবারও চিন্তা করোনি। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছুটে এসেছ আমার কাছে, যেন ওর প্রাণভিক্ষা দিই আমি,' ছটফট করতে থাকা রুথকে নিজের আরও কাছে টেনে আনল ও। 'কিন্তু কেন দেব? আমার ভালবাসার কোনও মূল্য দিয়েছ তুমি? রুথ, একবার শুধু আমার কথায় রাজি হও, সঙ্গে

BanglaBook.org

সঙ্গে রিচার্ডের কাছে ক্ষমা চাইব আমি। একবার আমার ভালবাসার প্রতিদান দিয়ে দেখো, আমি মেনে নেব যে গত রাতে ভুল আমারই ছিল, রিচার্ড যা করেছে ঠিকই করেছে। আমার স্ত্রী হও, রুথ...'

'মরে গেলেও তোমাকে বিয়ে করব না আমি!' কোনোমতে একটা হাত মুক্ত করে ঠাস করে অ্যান্থনির গালে চড় মারল রুথ।

জবাব পেয়ে গেল অ্যান্থনি। রুথকে ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে এল ও, চোখদুটোয় একটু আগের সেই উত্তাপ আর নেই। এখন ওগুলো পাথরের মত ঠাণ্ডা, নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে।

'তবে তাই হোক,' বলল ও। 'আর অপমান সহ্য করতে পারব না আমি,' তারপর ওয়াল্টারকে ডাকার জন্য ঘণ্টার ফিতে ধরে টান দিল। হলঘরে টুং করে শব্দ হলো একটা।

'দাঁড়াও!' বলে উঠল রুথ। আবার আশার আলো জ্বলে উঠল অ্যান্থনির মনে।

'আমি যদি রাজি হই তবে কবে...' কথাটা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেল রুথ।

বুঝতে পারল অ্যান্থনি। 'আজ থেকে সাত দিনের মাঝে যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হও তবে কথা দিচ্ছি, আমার তরফ থেকে রিচার্ডের প্রাণ বা সম্মান—কোনোটারই কোনও ক্ষতি হবে না।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল রুথ। 'তুমি যদি রিচার্ডের জীবন এবং সম্মানের কোনও ক্ষতি না করো, তা হলে আগামী রবিবারে...' গলাটা কেঁপে উঠে কথা থেমে গেল ওর।

হঠাৎ বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল অ্যান্থনির। ইচ্ছে হলো রুথকে বলে, ওর কোনও ভয় নেই। রিচার্ডের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে ও, বদলে কোনও রকম প্রতিশ্রুতি দিতে হবে না রুথকে। 'রুথ...' বলার চেষ্টা করল ও, কিন্তু রুথ হাত নেড়ে থামিয়ে দিল

BanglaBook.org

ওকে। লাইব্রেরির দরজা খুলে গেল, ভেতরে প্রবেশ করল ওয়াল্টার।

'মিস ওয়েস্টমাকট চলে যাচ্ছেন,' ওয়াল্টারকে বলল অ্যান্থনি। কোনও কথা না বলে বাটলারের পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল রুথ। তার পর পরই ভেতরে ঢুকল নিক ট্রেঞ্চার্ড।

বাম চোখের উপর নামানো একটা হ্যাট পরেছে নিক, এক হাত পকেটে ঢোকানো, আরেক হাতে ধূমায়িত পাইপ। এক মুহূর্তের জন্যেও পাইপটা হাতছাড়া করে না সে।

দুষ্টুমি ভরা নীল চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল ট্রেঞ্চার্ড। তারপর বলল, 'বয়স হয়ে যাচ্ছে তো, চোখে ভাল দেখি না। এইমাত্র যে লেডি বেরিয়ে গেলেন, তাঁকে যেন চেনা চেনা মনে হলো?'

'আজ থেকে এক সপ্তাহ পর মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং হতে চলেছে ও,' বলল অ্যান্থনি।

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বিশাল এক ধোঁয়ার মেঘ ছাড়ল ট্রেঞ্চার্ড, সরু চোখে তাকিয়ে আছে অ্যান্থনির দিকে। 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার, অ্যান্থনি?' প্রশ্ন করল সে। 'বিয়ে করার আর সময় পেলে না? ডিউক অভ মনমাথ ফিরে আসছেন খুব তাড়াতাড়ি, জানো না তুমি?'

অধৈর্য একটা ভাব ফুটল অ্যান্থনির চেহারায়। 'ওসব গুজবে কান দিয়ো না, আগেও বলেছি তোমাকে,' একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল ও।

এগিয়ে এসে টেবিলের কিনারে বসল নিক, পা দোলাচ্ছে। 'তা হলে লণ্ডন থেকে আসা যে-চিঠিটা ছিনতাই হয়েছে সেটা কী?'

'এখনও বলতে পারছি না। তবে এটুকু বলতে পারি যে এত তাড়াহুড়ো করে কিছু করবেন না ডিউক। ব্যাটিসকম্ব হল্যাণ্ডে ফেরার আগ পর্যন্ত ওখান থেকে নড়বেন না তিনি। আর

BanglaBook.org

ব্যাটিসকম্ব এখনও চেশায়ারে।'

'তবুও, তোমার জায়গায় আমি হলে এই মুহূর্তে বিয়ের কথা চিন্তা করতাম না।'

হাসল অ্যান্থনি। 'আমার জায়গায় হলে কখনও বিয়েই করতে না তুমি।'

'তা যা বলেছ!' হেসে উঠল ট্রেঞ্চার্ডও।

পাঁচ

যেন স্বপ্নের মাঝে বাড়ি ফিরে এল রুথ। মাথার ভিতর চলছে অজস্র চিন্তা, কিন্তু কোনোটাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে না। নিজের চিন্তায় এতটাই মগ্ন হয়ে ছিল যে ডায়ানার কথা একবারও মনে পড়ল না তার। বাড়িতে ফিরে দেখতে পেল আগেই চলে এসেছে ডায়ানা, কাঁদছে সে। রুথকে ছাড়াই চলে আসায় ইচ্ছেমত ধমকাচ্ছেন তাকে তার মা, লেডি হরটন।

রুথের আধ ঘণ্টা আগেই বাড়ি ফিরেছে ডায়ানা। রুথকে তার সঙ্গে না দেখে ডায়ানাকে জেরা করতে শুরু করেছেন লেডি হরটন, অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের বাড়িতে যাওয়ার কথা জেনে নিয়েছেন। রুথ একাই সেখানে গিয়েছে শুনে প্রচণ্ড খেপে গেছেন তিনি, ডায়ানাকে হুমকি দিয়েছেন যে, টন্টনে নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাকে। রুথ বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর ঝাল ঝাড়তে শুরু করলেন মহিলা।

BanglaBook.org

'এসব কী শুনছি, রুথ!' ধমক দিলেন লেডি হরটন। 'ডায়ানাকে তোমার ভব্যতার উদাহরণ দিই আমি, আর সেই তুমি কিনা এমন একটা কাজ করলে? একা একা চলে গেলে মি. ওয়াইল্ডিঙের বাড়িতে?'

'রিচার্ডের প্রাণ বাঁচাতে হলে এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না আমার,' ক্লান্ত গলায় জবাব দিল রুথ।

'তুমি কি জানো এর অর্থ? নিজেকে, সেই সঙ্গে নিজের পরিবারকে অপমানিত করেছ তুমি। এখন যদি মি. ওয়াইল্ডিং তোমাকে বিয়ে না করেন তা হলে এই অপমানের হাত থেকে বাঁচার কোনও উপায় নেই।' চেষ্টা করেও বিদ্রূপের সুরটা লুকোতে পারলেন না লেডি হরটন।

'অ্যান্থনি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে আমাকে,' তিক্ত গলায় জবাব দিল রুথ। 'সাত দিন পরেই বিয়ে হচ্ছে আমাদের।'

হাঁ হয়ে গেল বাকিদের মুখ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ডায়ানা, প্রচণ্ড অনুশোচনা বোধ করছে। তার জন্যেই আজ রুথকে এই পরিণতি বরণ করতে হচ্ছে। পরিস্থিতি যে এত দূর গড়াবে তা বোঝেনি সে। এগিয়ে এসে রুথের কাঁধে হাত রাখল ডায়ানা। 'ওহ, রুথ! কেন আমি গেলাম না তোমার সঙ্গে?'

'তুমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে,' আগের মতই ক্লান্ত গলায় জবাব দিল রুথ। তারপর যেন ডায়ানার অবস্থার কথা মনে পড়ল ওর। উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'এখন কেমন আছ তুমি?'

'সুস্থ হয়ে গেছি। কিন্তু...'

'তুমি আমার সঙ্গে থাকলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হতো না,' তাকে থামিয়ে দিল রুথ। 'রিচার্ডের জীবন এবং সম্মানের বদলে অ্যান্থনির প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না আমার।' একটা ঢোক গিলল ও। 'রিচার্ড কোথায়?'

BanglaBook.org

এবার লেডি হরটন জবাব দিলেন। 'আধঘণ্টা আগে মি. ভ্যালেন্সি আর স্যর রোল্যাণ্ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে ও।'

'স্যর রোল্যাণ্ড তা হলে ফিরে এসেছিলেন? লর্ড জারভেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ডায়ানা। 'কিন্তু লাভ হয়নি কোনও। সাহায্য করতে রাজি হননি লর্ড জারভেস। রিচার্ডের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। লর্ড জারভেসের কথায় খুবই মর্মাহত হয়েছেন স্যর রোল্যাণ্ড।'

'যাক, এবার তা হলে তার কষ্টটা কমবে,' একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল রুথ, মুখে তিক্ত হাসি ফুটেছে। মায়ের মমতা নিয়ে তার কাছে এগিয়ে এলেন লেডি হরটন। সব কথা শোনার পর রুথের প্রতি রাগ উধাও হয়ে গেছে তাঁর।

সেদিন সকালবেলায় লাইব্রেরিতে বসে রিচার্ডের জন্য অপেক্ষা করছিল ভ্যালেন্সি। রিচার্ড এসে ঢুকতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'সুখবর আছে, রিচার্ড!' উচ্ছ্বসিত গলায় বলল ভ্যালেন্সি। 'আজ সকালে টণ্টনে গেছে ওয়াইল্ডিং, দুপুরের আগেই ফিরবে। ঘোড়ায় চড়ে বিশ মাইল পথ যাওয়া-আসা সহজ কথা নয়, বুঝলে, ভায়া? দেখবে, ডুয়েলে তোমার সামনে দাঁড়াতেই পারবে না ও...' রিচার্ডের ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল ভ্যালেন্সি। এগিয়ে এসে রিচার্ডের হাত ধরল, সঙ্গে সঙ্গে টের পেল থর থর করে কাঁপছে সে।

'আরে, রিচার্ড! কী হয়েছে তোমার, ভায়া?'

মাথা নাড়ল রিচার্ড। 'অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমি। গতকাল রাতে একটু বেশিই টানা হয়ে গিয়েছিল।'

সরু চোখে তাকাল ভ্যালেন্সি। 'যাই হোক,' বলল সে।

BanglaBook.org

'আমি জানি এখন কী দরকার তোমার।' ঘণ্টা বাজিয়ে বাটলারকে ডাকল সে, দুই বোতল ক্যানারি মদ আর এক বোতল ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আসতে বলল। খুব ভাল করেই জানে, মদ ছাড়া আর কিছুই এখন রিচার্ডের মনে সাহস জোগাতে পারবে না। মদের প্রতি রিচার্ডের কোনোকালেই অরুচি ছিল না, এবারও হলো না। টেবিলে বসে পান করতে শুরু করল দু'জনে। ক্যানারির প্রথম বোতলটা যখন শেষ হলো তখন পুরো অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে রিচার্ড।

লাইব্রেরির দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ। স্যর রোল্যাণ্ড প্রবেশ করল ভেতরে। লর্ড জারভেস স্কোর্সবির কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে সে। মাতালের উচ্ছ্বাস নিয়ে তাকে স্বাগত জানাল রিচার্ড। প্রথমে তাদের সঙ্গে বসে পান করার আমন্ত্রণ জানাল, তারপর অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের উদ্দেশে গালাগালির তুবড়ি ছোটাল কিছুক্ষণ। শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ব্লেকের।

'ফর গড'স সেক!' গুঙিয়ে উঠল সে। 'এই অবস্থায় তুমি যাবে ডুয়েল লড়তে? তা হলে বরং এক কাজ করো, গতকাল প্রিমেরোতে যে আট গিনি জিতেছিলাম তোমার কাছে, ওটা এখনই দিয়ে দাও আমাকে।'

টেবিলের কিনার খামচে ধরে কোনোমতে উঠে দাঁড়াল রিচার্ড। 'সে কী কথা, ভায়া?' জড়ানো কণ্ঠে বলল সে। 'আমার উপর বিশ্বাস নেই তোমার? ঠি-ই-ক আছে, ডুয়েল থেকে ফিরেই তোমার গিনি দিয়ে দেব, কথা দিচ্ছি।'

মুখ বাঁকাল ব্লেক। এই আকালের দিনে আট গিনির মূল্যও নেহাত কম নয়। 'আর তুমি যদি না ফেরো?'

কথাটা মদের ঘোর ভেদ করেও ভয় জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হলো রিচার্ডের মনে। তার ভয়ার্ত চেহারা দেখে ধমকে উঠল

BanglaBook.org

ভ্যালেন্সি।

'ব্লেক! কোথায় কীভাবে কথা বলতে হয় এখনও শিখলে না!' তারপর রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলল, 'ওর কথায় কান দিয়ো না, ভায়া! ডুয়েল থেকে ফিরে এসে ওর গিনি ওকে দিয়ে দিয়ো।'

'হ্যাঁ,' হিক্কা তুলল রিচার্ড। তারপর হঠাৎ একটা চিন্তা এল তার মাথায়। মুখটা গম্ভীর করে তুলে ভ্যালেন্সির দিকে তাকাল সে। 'খুব খারাপ কাজ করেছি আমি। ডিউকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, বুঝলে? বিশ্বাসঘাতকতা!' দড়াম করে একটা ঘুষি মারল টেবিলের উপর, লাফিয়ে উঠল বোতল আর গেলাসগুলো।

কান খাড়া করে সামনে ঝুঁকে এল ব্লেক। 'কী বললে?'

তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল ভ্যালেন্সি। 'কিছু না, মদ পেটে পড়েছে তো, তাই উল্টোপাল্টা বকছে,' বলল সে। তারপর অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এল, ফলে রিচার্ডের মাথা থেকে হারিয়ে গেল চিন্তাটা। ব্লেকও বেশি চাপাচাপি করতে সাহস পেল না।

কিন্তু কথাটা ভুলে গেল না সে। বাতাসে যেসব গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে সেসব ব্লেকের কানেও এসেছে কিছু কিছু। কোন্ ডিউকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলছে রিচার্ড? ডিউক অভ মনমাথ? গত কয়েক দিনে রিচার্ড আর ভ্যালেন্সির মাঝে কিছু আপাত অর্থহীন, কিন্তু রহস্যময় কথোপকথনের কথা মনে পড়ল তার। ওরা কি তা হলে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত?

চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল ব্লেক। ভ্যালেন্সি যেমন তাড়াহুড়ো করে রিচার্ডের কথাটা চাপা দিল, মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনও একটা সমস্যা আছে। বলা যায় না, তেমন কোনও তথ্য জানতে পারলে সেটা বেচে বেশ কিছু টাকা কামাই

BanglaBook.org

করা যাবে। তবে আর কিছু জানতে পারল না সে। একটু পরেই তড়িঘড়ি করে তাদের নিয়ে বেরিয়ে এল ভ্যালেন্সি। ঘোড়া সাজিয়ে তিনজন উঠে পড়ল তাতে, তারপর রওনা দিল ডুয়েলের ময়দানে। সেজমুর জঙ্গলের পাশে একটা খোলা জায়গায় ডুয়েল হবে বলে ঠিক হয়েছে।

ওরা যখন এসে পৌঁছাল তখনও আর কেউ এসে পৌঁছায়নি। তবে কিছুক্ষণ পরেই ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলো অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং আর নিক ট্রেঞ্চার্ড, সঙ্গে এক ছোকরা চাকর। তাদের দেখে যেন একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল রিচার্ড ওয়েস্টমাকট। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ভ্যালেন্সি। আসার পথে রিচার্ডের মাতলামি দেখে বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল সে।

সবার ঘোড়া নিয়ে এক জায়গায় বেঁধে রাখল চাকরটা। বাড়তি বোঝা আর কাপড় খুলে রাখছে রিচার্ড। ট্রেঞ্চার্ড আর ভ্যালেন্সি জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, ডুয়েল ঠিক কোথায় হবে সেটা ঠিক করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সামনে এগিয়ে এল অ্যান্থনি।

'মি. ভ্যালেন্সি,' ডাক দিল সে। 'রিচার্ডকে একবার এদিকে আসতে বলুন তো?'

'কেন?' চোখে সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল ভ্যালেন্সি।

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই ডুয়েল লড়ব না,' শান্ত গলায় বলল অ্যান্থনি।

'অ্যান্থনি!' চমকে উঠল ট্রেঞ্চার্ড।

ওয়াইল্ডিঙের মতলবটা বুঝতে পারল না ভ্যালেন্সি। 'আপনার কথা বুঝতে পারছি না আমি, মি. ওয়াইল্ডিং,' বলল সে।

'রিচার্ডকে ডেকে আনুন, তা হলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল ভ্যালেন্সি।

BanglaBook.org

'অ্যান্থনি, তুমি কি বলতে চাইছ যে এত বড় অপমানের পরেও রিচার্ডকে ছেড়ে দেবে?' এবার প্রশ্ন করল ট্রেঞ্চার্ড।

'মনে কর এটা আমার একটা খেয়াল,' ট্রেঞ্চার্ডের কাঁধে একটা হাত রাখল অ্যান্থনি। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না যে ভয় পেয়েছি আমি?'

'অবশ্যই না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ট্রেঞ্চার্ড। 'কিন্তু...' গত রাতের পর থেকেই একটা কথা ভাবছে সে। ডিউক অভ মনমাথের জন্য যে-কোনও সময় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে রিচার্ড। এখনই উৎকৃষ্ট সময় তাকে চুপ করিয়ে দেয়ার। কথাটা অ্যান্থনিকে বলল সে।

'তেমন কিছুই হবে না,' মাথা নাড়ল অ্যান্থনি, 'রিচার্ডকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।'

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকাল ট্রেঞ্চার্ড। 'কিন্তু একটা কথা বলে রাখি। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। কথাটা মনে রেখো, অ্যান্থনি।'

ভ্যালেন্সি, স্যর রোল্যাণ্ড আর রিচার্ডকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল এই সময়, ফলে আর কোনও কথা হলো না ওদের মধ্যে।

লড়াইয়ের সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রিচার্ডের সাহসও কমে আসছিল। কিন্তু এখন বুক চিতিয়ে হাঁটছে সে। ভয়ের লেশমাত্র নেই চেহারায়। ভ্যালেন্সির কাছ থেকে এই মাত্র ওয়াইল্ডিঙের মনোভাব জানতে পেরেছে সে, ধরে নিয়েছে যে গত রাতের ধারণাই ঠিক ছিল। রুথের কারণে তার কোনও ক্ষতি করতে সাহস পাবে না অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। চিন্তাটা আরও আগে কেন মাথায় এল না, এই ভেবে রাগ হচ্ছে তার।

রিচার্ড সামনে এসে দাঁড়াতে তার চোখে চোখ রাখল অ্যান্থনি। 'আমি এখানে ডুয়েল লড়তে আসিনি, রিচার্ড,' বলল সে। 'ভুল স্বীকার করতে এসেছি।'

বিদ্রূপের হাসি ফুটল রিচার্ডের মুখে। খুব দ্রুত সাহস ফিরে

BanglaBook.org

পাচ্ছে সে। 'ভয় পেয়েছেন নাকি?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল সে। চমকে উঠল সবাই, রিচার্ডের এত সাহস কীভাবে হলো ভাবছে।

'মনে করো তা-ই। গত রাতে মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম আমি,' মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বলে চলেছে অ্যান্থনি, 'নেশার ঘোরে কী বলে ফেলেছি ঠিক নেই। তার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।'

অবিশ্বাস ফুটে উঠল ট্রেঞ্চার্ডের চেহারায়। চোখ বড় বড় করে অ্যান্থনির দিকে তাকিয়ে আছে, বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। গালি দিচ্ছে খুব সম্ভব।

'ক্ষমা যখন চেয়েই ফেলেছেন তখন আর কী করার আছে,' হাসিটা আরও চওড়া হলো রিচার্ডের মুখে। তাই দেখে আর নিজেকে ঠাণ্ডা রাখতে পারল না ট্রেঞ্চার্ড, লাফ দিয়ে আগে বাড়ল।

'কিছু করতে চাইলে এসো না, ছোকরা,' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল সে। 'কত সাহস আছে তোমার পরীক্ষা হয়ে যাক!'

ট্রেঞ্চার্ডের কাঁধে একটা হাত রেখে তাকে থামাল ওয়াইল্ডিং। ওদিকে ট্রেঞ্চার্ডের মারমুখী ভঙ্গি দেখে হাসি মুছে গেছে রিচার্ডের মুখ থেকে।

'দেখুন, মি. ট্রেঞ্চার্ড,' বলল সে, 'আপনার সঙ্গে কোনও বিবাদ নেই আমার।'

পরিস্থিতি সামলাল ভ্যালেন্সি। 'মি. ওয়াইল্ডিং,' বলল সে, 'সত্যিই আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে হয়। রক্তপাত কখনওই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

'আমাকে লজ্জা দেবেন না, মি. ভ্যালেন্সি। আপনার ভদ্রতা আর বুদ্ধিমত্তার কাছে আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু মাত্র,' জবাব এল অ্যান্থনির কাছ থেকে। ভ্যালেন্সির কেন যেন মনে হলো, ঠাট্টা করা হচ্ছে তাকে নিয়ে।

BanglaBook.org

আর কোনও কথা হলো না দুই পক্ষের মধ্যে। রাগে ফুঁসতে থাকা ট্রেঞ্চার্ডকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল অ্যান্থনি।

'আশা করি আজকের এই বোকামির মূল্য দিতে হবে না তোমাকে,' ফেরার পথে অ্যান্থনিকে বলল ট্রেঞ্চার্ড। 'শত্রুর শেষ রাখতে নেই।'

'ট্রেঞ্চার্ড, ট্রেঞ্চার্ড,' একটু অধৈর্য গলায় জবাব দিল অ্যান্থনি। 'রিচার্ডকে খুন করে কীভাবে ওর বোনকে বিয়ে করতাম আমি?'

এবার পুরো ব্যাপারটা ঢুকল ট্রেঞ্চার্ডের মাথায়। শান্ত হলো সে, কিন্তু রিচার্ডের উপর থেকে রাগ পড়ল না কিছুতেই।

ছয়

ডুয়েলের মাঠ থেকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে ফিরে এল রিচার্ড ওয়েস্টমাকট। সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল, সময় থাকতে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং, নইলে রিচার্ডের হাতে ওর মরণ কেউ আটকাতে পারত না। ডুয়েল লাগলে কীভাবে অ্যান্থনিকে নাস্তানাবুদ করত, সে-কথা বলতেও ছাড়ল না। তার ভাবসাব দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল স্যর রোল্যাণ্ড। কিন্তু ভ্যালেন্সি তো আসল ঘটনা জানে। রিচার্ডের একটু আগের ভয়ার্ত চেহারা নিজের চোখেই দেখেছে সে, ফলে তার বড়াই দেখে এখন প্রচণ্ড বিরক্ত হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই রিচার্ড আর ব্লেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

BanglaBook.org

ভ্যালেন্সি চলে যেতেই রিচার্ডের পেট থেকে কথা বের করার চেষ্টা চালাতে শুরু করল ব্লেক। কিন্তু নিজের সাফল্যে রিচার্ড এতই আত্মহারা হয়ে আছে যে অন্য কোনও কথাই তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না। লুপটন হাউসে পৌঁছেই লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সে। ডায়ানা আর রুথ বসে ছিল সেখানে। তাদের সামনে এসেই উঁচু গলায় নিজের বিজয়ের কাহিনি বর্ণনা করতে শুরু করল রিচার্ড, খেয়াল করল না যে তার বোনের মুখে একটা বিষণ্ন হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

ওদিকে রিচার্ডের বড়াই ঠিকই ধরে ফেলেছে ডায়ানা। রুথের মত ঠাণ্ডা মাথা নয় তার, রিচার্ডের কথায় দারুণ খেপে গেল সে।

'মি. ওয়াইল্ডিং ভয় পেয়েছেন?' অবিশ্বাসে বলে উঠল ডায়ানা, 'কাউকে কখনও ভয় পান না তিনি!'

লাল হয়ে উঠল রিচার্ডের মুখ। 'তা হলে আগেই হার মেনে নিল কেন সে?'

'অন্য কোনও কারণ নিশ্চয়ই আছে,' বিরস মুখে জবাব দিল ডায়ানা।

ডায়ানার কথায় সরু হয়ে উঠল স্যর রোল্যাণ্ডের চোখ। 'মিস ডায়ানা, এমনভাবে কথা বলছেন যেন কারণটা আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, কী বলতে চাও তুমি, ডায়ানা?' রিচার্ডও জানতে চাইল।

কাঁধ ঝাঁকাল ডায়ানা। 'সেটা রুথকে জিজ্ঞেস করলেই সবচেয়ে ভাল হয়।'

রিচার্ড আর ব্লেক দু'জনেই এবার রুথের দিকে তাকাল। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটা বিষণ্ন হাসি ফুটল রুথের মুখে।

'অ্যান্থনিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমি,' বলল ও।

চমকে উঠল স্যর রোল্যাণ্ড। এমনভাবে রুথের দিকে তাকাল রিচার্ড যেন চোখের সামনে ভূত দেখছে। তারপর অবিশ্বাসের

BanglaBook.org

হাসি হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ তুমি?'

'না। এটাই সত্যি,' শান্ত গলায় জবাব দিল রুথ।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রিচার্ডের। 'সব খুলে বলো আমাকে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে।

'তোমার জীবন আর সম্মান রক্ষার বদলে অ্যান্থনিকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি আমি,' বলল রুথ। 'আজ থেকে সাত দিন পর বিয়ে হচ্ছে আমাদের।' তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল রিচার্ড, যেন রুথের কথাগুলো কিছুই বুঝতে পারেনি।

'এখন বুঝলে তো, কেন হার মেনে নিয়েছেন মি. ওয়াইল্ডিং?' বলল ডায়ানা।

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল রিচার্ড। বোনের ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড খারাপ লাগল তার। জীবনে খুব সম্ভব প্রথমবারের মত অন্য কোনও মানুষের জন্য সহানুভূতি জাগল তার মনে। ওদিকে লেডি হরটনও কখন যেন এসে বসেছেন বাগানে, শুনেছেন সব কথা। চুপ করে বসে রইলেন তিনিও, কী বলবেন বুঝতে পারছেন না।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রিচার্ড। 'এ কিছুতেই হতে পারে না!' পরক্ষণেই খাদে নেমে গেল তার গলা। এগিয়ে এসে রুথের কাঁধে হাত রাখল সে। 'রুথ, আমার জন্য নিজের এত বড় সর্বনাশ ডেকে আনতে পারো না তুমি।'

'ঠিক বলেছ, রিচার্ড,' রুথ কিছু বলার আগেই বলে উঠল ব্লেক। 'রুথকে কিছুতেই বলির পাঠা হতে দিতে পারি না আমরা।'

অসহায় হাসি ফুটল রুথের মুখে। 'আর কী উপায় ছিল আমার হাতে?'

এক মুহূর্তের জন্য যেন বদলে গেল রিচার্ড। 'ডুয়েলটা আবার শুরু করতে পারি আমি,' বলল সে।

BanglaBook.org

তার দিকে তাকিয়ে গর্বে ভরে উঠল রুথের বুক। দেখা যাচ্ছে যতটা কাপুরুষ ভাবা হত রিচার্ডকে ততটা নয় সে! এখন হয়তো বয়স কম, তাই মাথা গরম। ভুল মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছে না ও, বুঝতে পেরে কষ্টের মাঝেও এক চিলতে খুশির ছোঁয়া লাগল রুথের মনে।

'কোনও লাভ হবে না তাতে,' বলল রুথ। 'অ্যান্থনি কিছুতেই রাজি হবে না।'

'তা হলে ওকে রাজি করাব আমরা,' গম্ভীর গলায় বলল ব্লেক। রুথের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সে। 'মিস ওয়েস্টমাকট, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে ওয়াইল্ডিঙের সঙ্গে ডুয়েলে নামতে চাই আমি।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডায়ানার চেহারা। ব্লেকের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসি ফুটল রুথের মুখে, কিন্তু মাথা নাড়ল ও।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, স্যর রোল্যাণ্ড,' বলল ও। 'কিন্তু এটা একান্তই আমাদের পারিবারিক ব্যাপার।'

ওর কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যাতে ব্লেক বুঝতে পারল তর্ক করে লাভ হবে না। উঠে দাঁড়াল সে, তারপর বিদায় নিল সবার কাছ থেকে। যেতে যেতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—ওয়াইল্ডিংকে এর শাস্তি পেতেই হবে। তার আর রুথের মাঝে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

উঠে দাঁড়িয়ে লেডি হরটনের দিকে তাকাল ডায়ানা। 'এসো, মা,' বলল সে। 'রুথ আর রিচার্ডকে একটু একা থাকতে দেয়া উচিত এখন।'

তারা চলে যেতেই ধপ করে রুথের পাশে বসে পড়ল রিচার্ড। তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'রুথ! এ কী করলে তুমি?'

'আর কোনও উপায় ছিল না আমার, রিচার্ড,' কাঁপা গলায়

BanglaBook.org

জবাব দিল রুথ। 'তুমি মন খারাপ কোরো না। একদিন তো বিয়ে করতেই হত আমাকে, আর স্বামী হিসেবে অ্যান্থনি খুব একটা খারাপ হবে বলে মনে হয় না। আমাকে ভালবাসে ও।'

'এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না! আমি এখনই যাব ওয়াইল্ডিঙের কাছে। গিয়ে বলব তোমার উপর থেকে এই অন্যায় দাবি যেন উঠিয়ে নেয় সে, ডুয়েলে নামে আমার সঙ্গে।'

'বোকামি কোরো না, ভাই আমার,' তাকে বাধা দিল রুথ। 'একবার ভেবে দেখেছ, তুমি যদি ডুয়েলে মারা যাও, তা হলে কী হবে?'

মৃত্যুর কথা মনে পড়তেই থমকে গেল রিচার্ড। একটু আগে যে-রাগ দেখিয়েছিল, কর্পূরের মত উবে গেল তা। মুখে ফুটে উঠল ভয়ের রেখা। একটা ঢোক গিলল সে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী হবে তা হলে?'

ধীরে ধীরে তাকে বুঝিয়ে বলতে শুরু করল রুথ। ওয়েস্টমাকট বংশের শেষ পুরুষ রিচার্ড, সে অকালে মারা গেলে বংশের বাতি দেয়ার কেউ থাকবে না। রুথ সামান্য একটা মেয়ে। একসময় তো বিয়ে করতেই হতো তাকে, তা হলে অ্যান্থনিকেই কেন নয়? টাকাপয়সা বা মান-সম্মান কোনোটারই কমতি নেই অ্যান্থনির, সমারসেটের অর্ধেক কুমারী মেয়ে তাকে স্বামী হিসেবে পেলে কৃতার্থ হবে। ঝোঁকের মাথায় কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হবে না রিচার্ডের।

রুথের কথায় ধীরে ধীরে রিচার্ডের ভেতর লুকিয়ে থাকা কাপুরুষতা ফিরে এল আবার। নিজের ভুল বুঝতে পারল সে। তবে সেটা মুখে স্বীকার করল না, রুথকে কেবল বলল যে তার কথাগুলো ভেবে দেখবে। এখনও এক সপ্তাহ সময় আছে, এর মাঝে কোনও একটা উপায় নিশ্চয়ই বের হয়ে যাবে।

ওদিকে স্যর রোল্যাণ্ডকে লুপটন হাউসের গেট পর্যন্ত এগিয়ে

BanglaBook.org

দিতে এসেছিল ডায়ানা। বিদায়ের আগে ব্লেককে সে বলল, 'স্যর রোল্যাণ্ড, আপনার কি মনে হয় না যে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের প্রস্তাবে রুথের রাজি হওয়ার পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে?'

সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল ব্লেক। এক মাস আগেও এই মেয়েটার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। মেয়েটা কি এখনও ভালবাসে তাকে? কে জানে! 'কী বলতে চান আপনি?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা নিচু করে ফেলল ডায়ানা। 'আমি বলতে পারব না। এর সঙ্গে রুথের সম্মান জড়িত।'

ব্লেকের সন্দেহ গাঢ় হয়ে উঠল। 'দয়া করে লুকোবেন না আমার কাছে,' বলল সে। 'আমি জানতে চাই।'

ধীরে ধীরে তার দিকে চোখ তুলে চাইল ডায়ানা। 'আর কাউকে বলবেন না, কথা দিন?' অনুনয় ফুটে উঠল তার গলায়।

মেয়েটার প্রতিরোধ ভাঙতে পেরেছে বলে মনে মনে গর্ববোধ করল ব্লেক। জানে না, মেয়েটা ইচ্ছে করেই বলতে সময় নিচ্ছে, যাতে তার কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে সে।

'স্যর রোল্যাণ্ড, আমি চাই না আপনি কোনোভাবে কষ্ট পান। কিন্তু ব্যাপারটা আপনার জানা জরুরি। আজ অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের বাড়িতে গিয়েছিল রুথ। প্রায় এক ঘণ্টা সময় তার সঙ্গে একাকী কাটিয়েছে ও।'

অবিশ্বাস ফুটে উঠল ব্লেকের চেহারায়। 'অসম্ভব!' বলে উঠল সে।

'এটাই সত্যি, স্যর ব্লেক। অ্যান্থনিকে ভালবাসে রুথ।'

'মোটেই না! রিচার্ডের জন্যই আজ ওখানে গিয়েছিল রুথ।'

বিষণ্ন চোখে তার দিকে তাকাল ডায়ানা। 'স্যর রোল্যাণ্ড, আপনি কি এতই বোকা? কোনও কুমারী মেয়ে কি পরপুরুষের

BanglaBook.org

সঙ্গে এতক্ষণ সময় নির্জনে কাটাবে, যদি তাদের মাঝে কোনও সম্পর্ক না থাকে? রিচার্ড ওদের বিয়ের বিপক্ষে ছিল। কিন্তু রুথ এমনভাবে কাজটা করেছে যে, এখন সে-ও কিছু বলতে পারবে না।'

ধীরে ধীরে অবিশ্বাস কেটে গিয়ে তিক্ত উপলব্ধির ছায়া ফুটল ব্লেকের চেহারায়। আনমনে একবার মাথা নাড়ল সে। তারপর বলল, 'কিন্তু আমাকে এসব কথা কেন বললেন আপনি?'

'কারণটা তো আগেই বলেছি। আপনি কোনও কারণে কষ্ট পান সেটা আমি চাই না। রুথকে বিয়ে করে কখনও সুখী হতে পারবেন না আপনি।'

এবার তিক্ত একটা হাসি ফুটল স্যর রোল্যাণ্ডের মুখে। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস হরটন,' বলল সে। 'এই অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের শেষ না দেখে ছাড়ব না আমি!' বলে আর দাঁড়াল না সে, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল লুপটন হাউস থেকে। ওদিকে নিজের কৃতকর্মে হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠল ডায়ানা। নিজের পথ পরিষ্কার করতে গিয়ে অ্যান্থনিকেই বিপদে ফেলে দিয়েছে সে।

সে-রাতেই অ্যান্থনির খোঁজে বের হলো ব্লেক। কিন্তু অ্যান্থনির বাড়িতে পাওয়া গেল না তাকে। বাইরে শান্ত মনে হলেও ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটছে ব্রিজওয়াটার ও তার আশপাশের এলাকা। ডিউক অভ মনমাথের ফিরে আসার গুজবটা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন টণ্টনের ডেপুটি-লেফটেন্যাণ্ট আলবেমার্ল, চার কোম্পানি পদাতিক সৈন্য আর এক কোম্পানি অশ্বারোহী চেয়ে চিঠি লিখেছেন রাজার কাছে। সঠিক খবর জানতে ট্রেঞ্চার্ডকে নিয়ে হোয়াইট ল্যাকিংটন চলে গেছে অ্যান্থনি।

তবে হাল ছাড়ল না ব্লেক। পরদিন সকালে আবার

BanglaBook.org

ওয়াইল্ডিঙের বাড়িতে এল সে। এবার বাড়িতেই পাওয়া গেল তাকে। ট্রেঞ্চার্ডকে নিয়ে তখন নাস্তা করছে অ্যান্থনি। দুপদাপ করে সেখানে ঢুকেই মাথা থেকে কালো রঙের ক্যাস্টর হ্যাটটা খুলে খাওয়ার টেবিলে ছুঁড়ে মারল ব্লেক।

'মি. ওয়াইল্ডিং,' বলল সে, 'বলুন তো, এই হ্যাটটা কী রঙের?' গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে ব্লেক অ্যান্থনির সঙ্গে।

দারুণ অবাক হয়ে প্রথমে তার দিকে, তারপর ট্রেঞ্চার্ডের দিকে তাকাল অ্যান্থনি। কিন্তু নিকও একই রকম অবাক হয়েছে ব্লেকের কাণ্ডে।

'বোঝা যাচ্ছে প্রশ্নটার উত্তর আপনার জন্য খুবই দরকারি,' মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বলল অ্যান্থনি। 'বেশ। আমার মনে হয় শীতের প্রথম তুষারের মতই সাদা আপনার হ্যাটের রঙ।'

অ্যান্থনি যে ঠাট্টা করছে সেটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল ব্লেকের। তবে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে থমথমে হয়ে উঠল তার মুখ। 'ভুল করছেন আপনি, মি. ওয়াইল্ডিং। আমার হ্যাটের রঙ কালো।'

এবার বেশ মনোযোগের সঙ্গে হ্যাটের দিকে তাকাল অ্যান্থনি। ব্লেকের কাণ্ডে বেশ মজা পাচ্ছে ও, ঠিক করল আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে যাবে তামাশা। 'তাই তো,' বলল ও, 'এটা তো আসলেই কালো রঙের!'

অ্যান্থনিকে খেপানো যাচ্ছে না দেখে নিজেই খেপে উঠল ব্লেক। 'আবার ভুল!' গর্জে উঠল সে। 'ওটা আসলে সবুজ!'

'তাই নাকি?' যেন দারুণ অবাক হয়েছে এমন গলায় বলল অ্যান্থনি, তারপর ট্রেঞ্চার্ডের দিকে তাকাল। 'তুমি কী বলো, নিক?'

'আমি বলব, ওটা যে রঙেরই হোক না কেন, কোনও ভদ্রলোকের নাস্তার টেবিলে থাকার যোগ্য নয়,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব

BanglaBook.org

দিল ট্রেঞ্চার্ড, এবং হ্যাটটা তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল স্যর রোল্যাণ্ড। এখানে সে এসেছিল অ্যান্থনিকে খেপিয়ে ডুয়েলে নামাতে। কিন্তু ট্রেঞ্চার্ড যে কাজ করেছে তার সমুচিত জবাব না দিলেও তো হচ্ছে না! পরিস্থিতি যে একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। দারুণ রাগ হলো তার।

'ট্রেঞ্চার্ড!' ধমকে উঠল সে। 'কোন্ সাহসে এই কাজ করলে তুমি?'

'কারণটা তো আগেই বলেছি, কোনও ভদ্রলোকের নাস্তার টেবিলে ওই জিনিস শোভা পায় না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল ট্রেঞ্চার্ড, রুটিতে মাখন লাগাতে ব্যস্ত।

'আহা, নিক,' তাকে কপট ধমক লাগাল অ্যান্থনি। 'স্যর রোল্যাণ্ড আমাদের অতিথি। তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করা উচিত হচ্ছে না। তা, স্যর রোল্যাণ্ড... কী যেন বলেছিলেন আপনার হ্যাটের রঙটা?'

'সবুজ,' শক্ত গলায় জবাব দিল ট্রেঞ্চার্ড।

'কী জানি, আমার তো মনে হয় ভুল হচ্ছে আপনার। যাই হোক, হ্যাটটার মালিক তো আপনি। ওটা কী রঙের ছিল সেটা আপনিই ভাল বুঝবেন। তবে আমার মনে হয় হ্যাটটা কালো রঙেরই ছিল।'

'তাই নাকি? আর আমি যদি বলি যে ওটা সাদা রঙের?' চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করল ব্লেক।

'তা হলে তো আমার প্রথম কথাটাকেই সমর্থন করবেন আপনি,' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'আর তা হলে কোনও ঝামেলাই থাকছে না। আপনি, আমি-দু'জনেই যখন হ্যাটের রঙ নিয়ে একমত হতে পেরেছি, তখন আর এ নিয়ে ঝগড়া না করাই

BanglaBook.org

ভাল। এখন আসুন, আমাদের সঙ্গে নাস্তা করুন। চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে সকাল থেকে এখনও কিছু খাওয়া হয়নি আপনার।'

'ছোটলোকদের সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়ার আগে যেন মরণ হয় আমার!' হিসহিসে গলায় জবাব দিল ব্লেক।

'স্যর রোল্যাণ্ড, এবার কিন্তু আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনার হ্যাটের মত আপনাকেও ওই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হোক—এটাই কি চান আপনি?' গম্ভীর হয়ে উঠল অ্যান্থনির গলা।

'ডুয়েলের মাঠে এই অপমানের ফয়সালা করতে চাই আমি,' জবাব দিল ব্লেক।

'বেশ তো। কাল সকালেই আপনার সঙ্গে ডুয়েল লড়বে নিক,' মৃদু হেসে জবাব দিল অ্যান্থনি। তারপর বাটলারকে ডাক দিল গলা চড়িয়ে। 'ওয়াল্টারস, স্যর রোল্যাণ্ডকে এগিয়ে দিয়ে এসো!'

ব্লেক চলে যাওয়ার পর বেশ এক পেট হেসে নিল অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ড। সিদ্ধান্ত নিল, যথেষ্ট বোকা বানানো হয়েছে ব্লেককে।

ভেজা বেড়ালের মত অপমানিত হয়ে ফিরে গেল স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেক। পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করার পরেও যদি কেউ পাত্তা না দেয়, তা হলে তার চেয়ে বড় অপমান আর কী আছে? তবে পরদিন সকালে ঠিকই অ্যান্থনির সঙ্গে মোলাকাত হলো ব্লেকের। আর দুপুরের আগেই পুরো ব্রিজওয়াটারে ছড়িয়ে পড়ল খবর—অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের হাতে দুই বার পরাজিত হওয়ার পরেও শিক্ষা হয়নি স্যর রোল্যাণ্ডের। তাকে প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল অ্যান্থনি। কিন্তু তারপরেও ব্লেক নাছোড়বান্দার মত লড়াই করতে চাওয়ায়

BanglaBook.org

তলোয়ারের বাঁটের এক ঘায়ে তখনকার মত তার লড়াইয়ের সাধ ঘুচিয়ে দিয়েছে।

সবই শুনল রিচার্ড। রাগে চিড়বিড় করে জ্বলে উঠল সে, কিন্তু কিছু করার সাহস পেল না। রুথের কানেও পৌঁছে গেল খবর। শুনে এত কষ্টের মাঝেও অ্যান্থনির ধৈর্য আর বুদ্ধির জন্য মনে মনে তার প্রশংসা না করে থাকতে পারল না রুথ।

কিন্তু ব্লেক হাল ছাড়ার পাত্র নয়। কয়েকটা দিন কেটে গেল, এর ভিতর নতুন এক অপকর্মের ছক কাটতে শুরু করল সে। সেদিন মাতাল রিচার্ডের মুখে শোনা কথাগুলো ঠিকই মনে আছে তার। সেই সঙ্গে শহরে ভেসে বেড়ানো নানা ধরনের গুজবও আসে তার কানে। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিল ব্লেক; বুঝতে পারল, এখন রিচার্ডকে কাজে লাগাতে হবে। সিদ্ধান্ত নিল, রিচার্ডের সাহায্যেই অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিংকে নিকেশ করবে।

একদিন রাতে রিচার্ডের বাড়িতে বসে মদ খেতে খেতে তার পেট থেকে সব কথা কৌশলে বের করে নিল ব্লেক। ডিউক অভ মনমাথের প্রত্যাবর্তন, আসন্ন বিদ্রোহ, বিদ্রোহে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং আর রিচার্ড ওয়েস্টমাকটের ভূমিকা... সব। সেই সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর জানতে পারল সে। মতলব সাজিয়ে ফেলতে দেরি হলো না। এবার নিজের প্রস্তাবটা রিচার্ডকে জানাল ব্লেক। সহজেই রাজি হয়ে গেল রিচার্ড।

BanglaBook.org

সাত

খুবই সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা সাজাচ্ছে ব্লেক। জানে, একটু এদিক-ওদিক হলে সে নিজেও বিপদে পড়ে যাবে। এমনকী রিচার্ডও বিপদের বাইরে থাকবে না। আর এই সময় যদি রিচার্ডের উপর কোনও বিপদ নেমে আসে, তা হলে রুথের বিশ্বাসটা হারাতে হবে তাকে। সেটা কিছুতেই হতে দিতে পারে না ব্লেক।

ফলে পরবর্তী কয়েকটা দিন চুপচাপ বসে থাকতে হলো ব্লেককে। তবে চোখ আর কান খোলা আছে ঠিকই, পরিকল্পনাটা কাজে লাগানোর সুযোগ খুঁজছে। সুযোগটা চলেও এল বেশ দ্রুত।

ওদিকে রুথের সঙ্গে অ্যান্থনির দেখা হওয়ার ঘটনার পর থেকে প্রতিদিন লুপটন হাউসের ঠিকানায় আসছে রাশি রাশি ফুলের তোড়া, অ্যান্থনির ভালবাসার চিহ্ন। তার সঙ্গে নানা রকম দামি দামি উপহার। কখনও হয়তো বহুমূল্য মুক্তার মালা, কখনও অ্যান্থনির মায়ের একটা অমূল্য আংটি। কখনও আবার নানা রকম ফুল দিয়ে সাজানো তোড়া। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেগুলো গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে রুথ। আসন্ন বিয়ে উপলক্ষে কোনও রকম চাঞ্চল্য নেই তার মাঝে।

অ্যান্থনি না জানলেও ডায়ানা আর লেডি হরটন দু'জনেই

BanglaBook.org

বেশ পছন্দ করে তাকে। রুথের মন গলানোর সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা। ধীরে ধীরে অ্যান্থনির জন্য কিছুটা ভালবাসা ফিরে আসছে রুথের মনে, কিন্তু সেটা হয়তো ও নিজে এখনও স্বীকার করবে না। এখন আর বিয়ের কথাবার্তা উঠলে পাশ কাটিয়ে যায় না, তবে কোনও রকম উচ্ছ্বাসও দেখায় না। রিচার্ডকে যে কথাগুলো বলেছিল ও, অর্থাৎ একদিন তো বিয়ে করতেই হতো, তবে অ্যান্থনিকে বিয়ে করলে সমস্যা কী—এ-ধরনের কথা বলেই সান্ত্বনা দেয় নিজেকে।

রিচার্ড রুথের সঙ্গে কথা বলা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে। রুথকে কথা দিয়েছিল সে, বিয়েটা বন্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। কিন্তু তেমন কিছুই করার সুযোগ পায়নি এখনও। রুথকে দেখলেই সেই লজ্জাটা ঘিরে ধরে তাকে। অবশ্য বাতাসে ভাসছে যুদ্ধের গুজব, এ-সময় এমনিতেও ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে সে। কার্যত এখনও সে ডিউক অভ মনমাথের সমর্থক। ডিউক যদি ফিরে আসেন, তা হলে তার পক্ষেই যুদ্ধ করতে হবে তাকে।

যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য হোয়াইট ল্যাকিংটনে মিলিত হলো ডিউকের প্রধান সমর্থকরা। সেখানে অ্যান্থনির সঙ্গে রিচার্ডের দেখা হলো।

রিচার্ডের সঙ্গে যে তার কোনও শত্রুতা আছে, সে-কথা যেন ভুলেই গেছে অ্যান্থনি। এক সপ্তাহের মাঝে তিন দিন জয়ল্যাণ্ড চেজ থেকে লুপটন হাউসে এল ও, দেখা করল রুথের সঙ্গে। আপত্তি করল না রুথ। তাতে কী লাভ?

রুথের সামনে যেন আদর্শ পুরুষের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠল অ্যান্থনি। মৃদু হাসি মুখে লেগেই থাকে, মিষ্টি সুরে কথা বলে হবু স্ত্রীর সঙ্গে। অ্যান্থনির প্রতি কোনও বিরাগ না থাকলে হয়তো দারুণ মুগ্ধ হতো রুথ। কিন্তু সেই সময়টা আসতে এখনও

BanglaBook.org

অনেক দেরি। প্রয়োজনের চাইতে বেশি কোনও রকম খাতির করে না ও অ্যান্থনিকে।

এসব কাজে ব্যস্ত থাকায় সে-সপ্তাহে ডিউকের কাজে খুব একটা সময় দিতে পারল না অ্যান্থনি। ওর হয়ে বেশিরভাগ জায়গায় দায়িত্ব পালন করল নিক ট্রেঞ্চার্ড। যতই গুজব উঠুক না কেন, ডিউকের সিংহভাগ সমর্থকদের মত অ্যান্থনিরও ধারণা, এত দ্রুত ফিরে আসার মত বোকামি করবেন না তিনি। তা-ই যদি হতো, তা হলে নিজের অনুগত সমর্থকদের নিশ্চয়ই খবর দিতেন ডিউক। ট্রেঞ্চার্ড অবশ্য এতটা নিশ্চিত হতে পারছে না, কিন্তু সে কিছু বললেই হেসে উড়িয়ে দেয় অ্যান্থনি। বিয়ের প্রস্তুতির জন্য পুরোদমে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে, এখন অন্য কোনও দিকে তাকানোর সময় নেই ওর।

বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় শেষবারের মত হবু স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এল অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। রুথ তখন বসে আছে বাগানে। তার সামনে এসে দাঁড়াতে অ্যান্থনি দেখতে পেল, বিষণ্ন হয়ে আছে রুথের মুখ, ফ্যাকাসে চেহারায় দুঃখের ছায়া। বুকটা কেঁপে উঠল অ্যান্থনির। কী হয়েছে ওর?

মুখ তুলে তাকাল রুথ। তার বড় বড়, ম্লান চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কী হলো অ্যান্থনির, রুথের উপর ঝুঁকে এল ও। অন্য কোনোদিন এমন করলে হয়তো তাড়াতাড়ি সরে যেত রুথ, কিন্তু আজ তেমন কিছু করল না। যেমন তাকিয়ে ছিল, তেমনই তাকিয়ে রইল অ্যান্থনির দিকে।

'রুথ,' মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল অ্যান্থনি, 'তুমি কি আমাকে ভয় পাও?'

কথাটা সত্যি। আসলেও অ্যান্থনিকে ভয় পায় রুথ। তার প্রচণ্ড শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, শান্ত চেহারার আড়ালে লুকিয়ে থাকা শক্তি—এসবই ওর ভয়ের কারণ। ওর মনে হয়, অ্যান্থনির এই

BanglaBook.org

প্রবল পৌরুষের সামনে হয়তো নিজেকে হারিয়ে ফেলবে ও। কিন্তু এখন স্বীকার করল না সে-কথা।

'তোমাকে কেন ভয় পাব আমি?' উল্টো প্রশ্ন করল রুথ।

'তা হলে? ঘৃণা করো?' সোজা হয়ে দাঁড়াল অ্যান্থনি। মুখ ঘুরিয়ে নিল রুথ, তাকিয়ে রইল নদীর দিকে।

'হয়তো,' কয়েক মুহূর্ত পর জবাব দিল ও।

'কেন? তোমার দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়েছি বলে?' প্রশ্ন করল অ্যান্থনি।

'হয়তো।' আবার একই জবাব দিল রুথ।

'তা না হলে যে তোমাকে পেতাম না,' আহত সুর ফুটল অ্যান্থনির কণ্ঠে। 'এখন হয়তো আমাকে তুমি ভালবাসো না, কিন্তু একদিন ঠিক বাসবে। কোনও পুরুষের ভালবাসা যদি সত্যি হয় তবে একদিন না একদিন তা নারীর মনে ঠিকই ভালবাসা জাগিয়ে তোলে,' আবেগঘন কণ্ঠে বলে চলল অ্যান্থনি। 'যে-কোনও মূল্যে চাই আমি তোমাকে, তার আগ পর্যন্ত কিছুতেই ক্ষান্ত হব না।'

'তুমি নিশ্চিত যে আমি একদিন তোমাকে ভালবাসবই?' জিজ্ঞেস করল রুথ। 'তা হলে এভাবে জোর করে আমাকে বিয়ে করছ কেন?'

'তুমি যদি স্বেচ্ছায় রাজি হতে তবে আমার চাইতে খুশি কেউ হতো না,' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'কিন্তু আর কোনও উপায় ছিল না আমার। আমার নামে গুজব শুনে শুনে ক্রমেই বিষিয়ে উঠছিল তোমার মন, অথচ কিছুই করতে পারছিলাম না। তোমাকে পাওয়ার জন্য যে-কোনও কিছু করতে রাজি আছি আমি, রুথ।'

'তুমি কি বলতে চাও ওই গুজবগুলো সব মিথ্যে?' হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল রুথের গলা।

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল অ্যান্থনি। 'আমি যা-ই করি না কেন, সব কিছুর উপরে একজন ভদ্রলোক, যার কথার কোনও নড়চড় হয় না। অস্বীকার করব না, ওসব গুজবের ভেতর কিছুটা হলেও সত্যি লুকিয়ে আছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর জীবন কাটিয়ে এসেছে এমন কাউকে নিশ্চয়ই স্বামী হিসেবে চাইবে না তুমি? তা হলে তো ব্লেকের প্রস্তাবে কখনও রাজি হতে না। লণ্ডনে সে কী করে বেড়াত তার সবই জানি, তুমিও যে কিছুটা শোনোনি এমন নয়। তোমাকে ওর শিকারে পরিণত হতে দিতে পারি না আমি।'

'তাই নিজেই শিকার করেছ আমাকে, তাই না?' পরিহাস করল রুথ।

'রুথ,' বিষণ্ন হয়ে উঠল অ্যান্থনির গলা। রুথের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ও, তারপর বলল, 'এমন কথা কখনও মুখেও এনো না। আমার স্ত্রী হিসেবে রানীর সম্মান পাবে তুমি। তোমাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া আমার সৌভাগ্যের ব্যাপার, কখনও তোমার অপমান হবে না আমার দ্বারা।'

উঠে দাঁড়াল অ্যান্থনি, তারপর বলল, 'আগামীকাল দেখা হবে।' আর কোনও কথা হলো না দু'জনের মধ্যে, চলে গেল ও।

পরদিন এল সেই বিয়ের দিন। ডায়ানা আর লেডি হরটনের সাহায্যে বিয়ের প্রস্তুতি নিল রুথ। পাথরের মত নিষ্কম্প রইল তার চেহারা, ভেতরে কী চলছে বোঝার উপায় নেই। এই মুহূর্তে রিচার্ড পাশে থাকলে হয়তো ভাল লাগত ওর। কিন্তু বাড়িতে নেই রিচার্ড, গতকাল থেকে বাইরে রয়েছে সে। কেউ জানে না কোথায়।

দুপুরবেলা সেইন্ট মেরি'স চার্চে পৌঁছাল রুথ, সঙ্গে লেডি হরটন এবং ডায়ানা। অ্যান্থনি সেখানেই অপেক্ষা করছিল তার জন্য। আকাশি নীল রঙের সিল্কের স্যুট পরেছে ও, দারুণ সুদর্শন

BanglaBook.org

লাগছে দেখতে। সঙ্গে রয়েছেন লর্ড জারভেস স্কোর্সবি। নিক ট্রেঞ্চার্ডকে না দেখে বেশ অবাক হলো রুথ। তবে ও জানে না, বিয়ের অনুষ্ঠানে থাকার ব্যাপারে অনেক আগে থেকেই আপত্তি আছে ট্রেঞ্চার্ডের, তা সে যার বিয়েই হোক না কেন।

বিয়েতে অবশ্য অতিথি খুবই কম। শহরের কয়েকজন বাসিন্দা কেবল উপস্থিত রইল বিয়ের অনুষ্ঠানে। কোনও বাজনা বাজল না, অল্প সময়ের ভিতরেই শেষ করে ফেলা হলো আনুষ্ঠানিকতা। গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পড়ে গেলেন পাদ্রী। অ্যান্থনির হাতে রুথের হাতটা তুলে দিলেন লর্ড জারভেস স্কোর্সবি। এক সময় শেষ হলো বিয়ের অনুষ্ঠান, অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো রুথ ওয়েস্টমাকট।

ভার হয়ে আছে রুথের মন। তবে অ্যান্থনির ঠোঁটের কোণে ঝুলছে এক টুকরো মৃদু হাসি। অবশেষে ভালবাসার মানুষটাকে নিজের করে পেয়েছে ও।

বিয়ে শেষে ধীরে ধীরে গির্জার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে ওরা, এই সময় হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল নিক ট্রেঞ্চার্ড। সারা শরীরে ধুলোয় ঢাকা, হাঁপাচ্ছে। 'জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে, অ্যান্থনি!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। এইমাত্র শহরে ঢুকেছে সে, তারপরেই ছুটে এসেছে অ্যান্থনিকে খুঁজতে।

'কী ব্যাপারে?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল অ্যান্থনি, রুথের হাত ছাড়েনি এখনও।

'কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের সঙ্গে!' খাদে নেমে এল ট্রেঞ্চার্ডের গলা।

রুথকে নিয়ে সামনে এগোনোর জন্য লর্ড জারভেসকে অনুরোধ করল অ্যান্থনি। তারপর রুথকে বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তবে এখনই চলে আসব।'

অ্যান্থনির অনুরোধে একটু অবাক হলেন লর্ড জারভেস, তবে

BanglaBook.org

কোনও কথা না বলে কনেকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। তাদের সঙ্গে গেল ডায়ানা আর লেডি হরটন। গাড়িটা চলতে শুরু করতেই কথা বলতে শুরু করল ট্রেঞ্চার্ড।

'ডিউকের কাছ থেকে তোমার জন্য জরুরি একটা চিঠি নিয়ে আসছিল শেঙ্ক নামের এক বার্তাবাহক,' বলল সে। 'গত রাতে চিঠিটা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে তার কাছ থেকে।'

'বলো কী! কীভাবে?' চমকে উঠে জানতে চাইল অ্যান্থনি।

'খুব সম্ভব রাজার গুপ্তচরদের কাজ। দু'জন ছিল ওরা। শেঙ্কের মুখ থেকে সব শুনেছি আমি, শুনেই ছুটে এসেছি তোমাকে জানাতে। গত রাতে টন্টনের হেয়ার অ্যাণ্ড হাউণ্ডস সরাইখানায় রাতের খাবার খায় শেঙ্ক, সেখানেই দেখা হয় ওদের। শেঙ্ককে গোপন সঙ্কেত জানায় ওরা। নিজেদের লোক বলে ধরে নেয় ওদের শেঙ্ক, কিন্তু পরে ওদের হাবভাব দেখে সন্দেহ করে। খাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়ে ও, পিছু নেয় লোক দুটো। কিছুদূর যাবার পর ওর উপর হামলা করে, সঙ্গে যা কিছু ছিল ছিনিয়ে নেয়। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মাথা ফেটে গিয়েছিল শেঙ্কের, ওকে ওই অবস্থায় রেখেই চলে যায় লোকগুলো।'

'রাজার গুপ্তচর, তাই না?' চিন্তিত গলায় প্রশ্ন করল অ্যান্থনি। মাথার ভেতর চিন্তার ঝড় চলছে। বুঝতে পারছে, দারুণ বিপদ অপেক্ষা করছে সামনে। হঠাৎ রুথের কথা মনে পড়ল ওর। অ্যান্থনি কোনও বিপদে পড়লে এখন বোধহয় রুথই সবচেয়ে বেশি খুশি হবে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ওর। সিদ্ধান্ত নিল, রুথের মনে ওর জন্য ভালবাসা তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত মরবে না ও। প্রশ্ন করল, 'ওরা গোপন সঙ্কেতটা জানল কীভাবে?'

'সে কথাই তো বলছি,' গম্ভীর হয়ে গেল ট্রেঞ্চার্ডের মুখ।

BanglaBook.org

'আমাদের মাঝে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমার বিশ্বাস, কাজটা রিচার্ড ওয়েস্টমাকটের।'

চিন্তিত চোখে ওর দিকে তাকাল অ্যান্থনি। 'আগে নিশ্চিত হতে হবে আমাদের,' বলল ও।

এদিকে বিয়ের পর কনে চলে গেছে, কিন্তু বর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক লোকের সঙ্গে ফিসফাস করছে—ব্যাপারটা বেশ দৃষ্টিকটু লাগছে। বিয়েতে যারা এসেছিল তাদের অনেকেই আড়চোখে তাকাতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা ট্রেঞ্চার্ডও খেয়াল করল।

'এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত আমাদের, অ্যান্থনি,' বলল সে। 'সত্যি কথা বলতে... ঝামেলা শুরু হওয়ার আগেই ইংল্যাণ্ড থেকে বের হয়ে যাওয়া দরকার।'

হঠাৎ ট্রেঞ্চার্ডের কাঁধে চেপে বসল অ্যান্থনির হাত। 'সেই সংবাদবাহক, শেঙ্ক এখন কোথায়?'

'বেল সরাইখানায় আছে ও। জয়ল্যাণ্ড চেজে খবর পাঠিয়েছিল, ঝামেলার গন্ধ পেয়ে আমি নিজেই চলে এসেছি। আর শোনো, আরেকটা খবর আছে। শুনলাম আলবেমার্ল নাকি এক্সিটারে চলে গেছে, ওদিকে স্যর এডওয়ার্ড ফিলিপস আর কর্নেল লাটরেলকে টণ্টনে ডেকে পাঠিয়েছেন রাজা।'

'তার মানে রাজা জেমসও অবশেষে ভয় পেতে শুরু করেছেন! তবে আমার মনে হয় ভয়টা অমূলক। ডিউক অভ মনমাথ যদি চলেই আসেন, সবার আগে আমরাই জানতে পারব।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল অ্যান্থনি। তারপর বলল, 'যাই হোক। কিন্তু শেঙ্কের উপর হামলা করেছিল যারা তাদের পরিচয় জানতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল ট্রেঞ্চার্ড। 'তাড়াহুড়োয় জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি আমি।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে। আগে শেঙ্কের সঙ্গে দেখা করব আমরা, জেনে নেব কারা ওর উপর হামলা করেছিল। তারপর বাকি সিদ্ধান্ত।'

ট্রেঞ্চার্ডকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত পায়ে গির্জার প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এল অ্যান্থনি।

আট

অ্যান্থনি যখন ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে বেল সরাইখানার দিকে রওনা দিয়েছে, তখন রুথ ওয়েস্টমাকট যাচ্ছে জয়ল্যাণ্ড চেজের দিকে। এখন সে জয়ল্যাণ্ড চেজের মিস্ট্রেস, মানে গৃহকর্ত্রী।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি জয়ল্যাণ্ড চেজের চৌকাঠ পার হওয়া বুঝি লেখা নেই ওর কপালে। নদী পার হওয়ার আগেই হঠাৎ এক অশ্বারোহী এসে দাঁড়াল ওদের গাড়ির সামনে। ডাকাতের হামলা হতে যাচ্ছে ভেবে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন লর্ড জারভেস। জড়োসড়ো হয়ে গেলেন লেডি হরটন। কিন্তু না, ঘোড়ার পিঠে বসে আছে রিচার্ড ওয়েস্টমাকট।

'লর্ড জারভেস,' গলা চড়িয়ে ডাক দিল রিচার্ড, 'গাড়ি ঘুরিয়ে লুপটন হাউসে ফিরে চলুন।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন লর্ড জারভেস। যত সময় যাচ্ছে, ততই তার কাছে অদ্ভুত লাগছে এই বিয়েটা। 'সে সিদ্ধান্তের ভার আমার উপর নয়,' বললেন তিনি। 'মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং যদি বলেন তবেই গাড়ি ওদিকে ঘোরানোর নির্দেশ

BanglaBook.org

দেব আমি।' রুথের দিকে তাকালেন তিনি, কিন্তু রুথও বেশ অবাক হয়ে গেছে রিচার্ডের কথায়। কী বলবে ভেবে পেল না।

'বাড়ি ফিরে চলো, রুথ,' এবার বোনকে উদ্দেশ্য করে বলল রিচার্ড। 'কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে তোমার সঙ্গে। সেগুলো শোনার পরে সিদ্ধান্ত নিয়ো জয়ল্যাণ্ড চেজে যাবে কি না।'

'কী বলতে চাও তুমি?' ভাইকে প্রশ্ন করল রুথ।

'এখন শুধু এটুকুই শুনে রাখো যে তোমার মুক্তির একটা পথ পাওয়া গেছে। বাকিটা বাড়িতে গিয়েই বলব।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করার চেষ্টা করল রুথ। সঙ্গীদের দিকে তাকাল একবার, কিন্তু কারও কাছ থেকেই কোনও পরামর্শ পাওয়া গেল না। এমনকী ডায়ানাও বিমূঢ় হয়ে বসে আছে।

নিক ট্রেঞ্চার্ডের হঠাৎ হাজির হওয়ার কথা মনে পড়ল রুথের। ধুলোমাখা চেহারা, জরুরি খবর শোনানোর জন্য অ্যান্থনিকে এক প্যাশে নিয়ে গিয়েছিল। এখন আবার রিচার্ড এসে বলছে মুক্তির একটা পথ পাওয়া গেছে। কিন্তু তার জন্য একটু বেশিই দেরি হয়ে গেল না?

ওদিকে রুথকে চুপ থাকতে দেখে আবার ডাক দিল রিচার্ড। অধীর হয়ে উঠছে সে। শেষ পর্যন্ত ভাইয়ের কথা শোনারই সিদ্ধান্ত নিল ও। কিছু একটা রহস্য জমে উঠছে ওর চারপাশে। সেটার সমাধান করতে হলে আপাতত রিচার্ডের কথাই শুনতে হবে ওকে। লর্ড জারভেসের দিকে তাকাল ও।

'লর্ড জারভেস, গাড়ি ঘোরাতে বলুন,' বলল রুথ।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন লর্ড জারভেস, এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তবে কোনও মন্তব্য করলেন না। মুখ ঘুরিয়ে লুপটন হাউসের দিকে চলতে শুরু করল গাড়ি। ঘোড়া নিয়ে পেছনে অনুসরণ করল রিচার্ড।

লুপটন হাউসে পৌঁছেই বিদায় নিলেন লর্ড জারভেস। যা

BanglaBook.org

ঘটেছে সেটা অ্যান্থনিকে জানানো কর্তব্য মনে করছেন তিনি। লর্ড জারভেস চলে যেতে বোনকে নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকল রিচার্ড। দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে সে, কাঁপছে অল্প অল্প।

'রুথ, তুমি কি ভেবেছিলে ওয়াইল্ডিঙের সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি মেনে নিয়েছি?' বলতে শুরু করল রিচার্ড। 'না। গত কয়েকদিন ধরেই তোমাকে ওর হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি আর স্যর ব্লেক।'

'আমার বিয়ে হয়ে গেছে, রিচার্ড,' বলল রুথ। 'খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে এখন, আর কোনও পথ খোলা নেই।'

'হ্যাঁ, বিয়েটা আটকাতে পারিনি, তা ঠিক। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে নেই।'

'অসুবিধে আছে,' বলল রুথ। 'তোমার হাতে যদি আমার মুক্তির উপায় থাকতই, রিচার্ড, তবে আরেকটু আগে এলে না কেন?'

'একটুও দেরি করিনি আমি,' বলল রিচার্ড। 'যে-জিনিসটা দরকার ছিল, সেটা হাতে পেয়েই ছুটে এসেছি।' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে টেবিলে রাখল সে। 'এই যে, এই কাগজটাই তোমার স্বামীকে ফাঁসিতে লটকানোর জন্য যথেষ্ট।'

চমকে উঠল রুথ। 'ফাঁসি?' প্রশ্ন করল ও। যতই ঘৃণা করুক, অ্যান্থনিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কথা কোনোদিনই আসেনি ওর মাথায়।

'হ্যাঁ, ফাঁসি,' জবাব দিল রিচার্ড। গর্বে ফুলে উঠেছে তার বুক। 'এই নাও, পড়ে দেখো।'

যন্ত্রের মত হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল রুথ, তারপর চিঠির তলার সইটা দেখল। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'ডিউক অভ মনমাথ!'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' বিজয়ের হাসি ফুটল রিচার্ডের মুখে। 'পড়ো।'

তবে বলার কোনও দরকার ছিল না, কারণ ইতোমধ্যেই চিঠিটা পড়তে শুরু করেছে রুথ। নানা রকম ভুল বানান আর পেঁচানো হস্তাক্ষরের জাল এড়িয়ে মূল অর্থ উদ্ধার করা বেশ কঠিন। সবাই জানে, ডিউক অভ মনমাথের পড়ালেখার দৌড় তেমন একটা বেশি নয়।

চিঠির শুরুটা হয়েছে এভাবে: "প্রিয় বন্ধু ডব্লিউ-এর কাছে।" তারপর বলা হয়েছে যে, খুব শীঘ্রি ডিউক অভ মনমাথ এসে পৌঁছাবেন ইংল্যাণ্ডে। চিঠির প্রাপক যেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য, অস্ত্র এবং তহবিল সংগ্রহের কাজে নেমে পড়ে। বিনিময়ে নিজের চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব এবং সুনজরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ডিউক।

পরপর দু'বার চিঠিটা পড়ল রুথ। তারপর অনুধাবন করল ওটার গুরুত্ব। চিন্তিত মুখে ভাইকে জিজ্ঞেস করল, 'এ-চিঠি কোথায় পেলে তুমি?'

'চিঠিটা আসার খবর আগেই পেয়েছিলাম আমি আর ব্লেক,' জবাব দিল রিচার্ড। কীভাবে খবর পেয়েছিল সেটা অবশ্য এড়িয়ে গেল। 'পথে লুকিয়ে ছিলাম আমরা, যে-লোক চিঠি নিয়ে আসছিল, তাকে আক্রমণ করে ছিনিয়ে নিয়েছি। কিন্তু লোকটা সম্ভবত কিছু একটা সন্দেহ করেছিল, কারণ চিঠির সঙ্গে কোনও খাম পাইনি আমরা। ওটার উপর নিশ্চয়ই ওয়াইল্ডিঙের পুরো নাম আর ঠিকানা লেখা ছিল। তাতে অবশ্য অসুবিধে নেই, কারণ আমি নিজে সাক্ষ্য দেব চিঠিটার পক্ষে। এর জন্যই দেরি হয়ে গেছে আমার। তোমার বিয়ে আটকাতে পারিনি তো কী হয়েছে... খুব শীঘ্রি যেন তুমি বিধবা হতে পারো সে-ব্যবস্থাই করব এখন।'

'তা হলে এ-ই তোমার ইচ্ছা?' ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল রুথ।

BanglaBook.org

'এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

অবিশ্বাসে হেসে উঠল রিচার্ড। 'তার মানে?' প্রশ্ন করল সে। 'ওয়াইল্ডিংকে ভালবেসে ফেলেছ নাকি?'

'না। কিন্তু তোমরা যা করতে যাচ্ছ, সেটা পরিষ্কার খুন। কোনও খুনখারাবির ভেতর নেই আমি,' জবাব দিল রুথ। তারপর হঠাৎ করেই প্রশ্ন করল, 'তুমি কীভাবে জানো যে চিঠিটা অ্যান্থনির কাছেই যাচ্ছিল?' একটা সন্দেহ ঢুকেছে ওর মনে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল রিচার্ডের মুখ। রুথ বুঝতে পারল, যা ভেবেছিল তা-ই। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রিচার্ডের অদ্ভুত আচরণ, এই চিঠিটার হুট করে উদয় হওয়া... সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে। 'তুমি চিঠিটার কথা জানতে, কারণ তুমি নিজেও ওদের দলে, তাই না?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল ও।

'আগে হয়তো ছিলাম, কিন্তু এখন আর নেই,' কোনোমতে জবাব দিল রিচার্ড।

কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা বলতে পারল না রুথ। রিচার্ডের স্বীকারোক্তি প্রচণ্ড আঘাত করেছে ওকে। তারপর নিজেকে কিছুটা শক্ত করে বলল, 'সেক্ষেত্রে আমি বলব, বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তুমি। এটা কোনও পুরুষের শোভা পায় না। যা হোক, চিঠিটা আমার কাছে থাক।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো...' বলতে শুরু করল রিচার্ড, কিন্তু রুথ থামিয়ে দিল তাকে।

'হ্যাঁ, এটা আমার কাছেই থাকবে,' বলল ও। 'আমার কাজে আসবে চিঠিটা।'

'তা তো অবশ্যই,' একটা কুৎসিত হাসি ফুটল রিচার্ডের মুখে। 'রাজার লোকের হাতে চিঠিটা তুলে দিলেই মুক্তি পেয়ে যাবে তুমি।'

BanglaBook.org

'না,' বলল রুথ। 'আক্রমণ নয়, আত্মরক্ষার কাজে চিঠিটা ব্যবহার করব আমি। অ্যান্থনি আর আমার মাঝে ঢাল হিসেবে থাকবে এই চিঠি।'

লাল হয়ে উঠল রিচার্ডের মুখ। 'অসম্ভব!' হিসিয়ে উঠল সে, 'ব্লেককে কথা দিয়েছি আমি, চিঠিটা আলবেমার্লের হাতে তুলে দেব।'

'স্যর ব্লেক আমার ইচ্ছার বাইরে কথা বলবেন না, সে-বিশ্বাস আমার আছে,' জবাব দিল রুথ।

'এই চিঠি আলবেমার্লের হাতে তুলে না দিলে রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। ব্লেক মোটেও রাজি হবে না তোমার প্রস্তাবে,' থমথমে গলায় বলল রিচার্ড। এক পা এগিয়ে এল সে।

'চিঠিটা দাও!' প্রায় গর্জে উঠল রিচার্ড। 'তোমাকে ওটার কথা বলাই আমার ভুল হয়েছে।'

'না।' আগের মতই শান্ত গলায় জবাব দিল রুথ।

প্রচণ্ড রেগে উঠল রিচার্ড। হিতাহিত জ্ঞান সব লোপ পেয়েছে তার। দুই পা এগিয়ে এল সে, খপ্ করে চেপে ধরল বোনের কব্জি। উদ্দেশ্য, চিঠিটা ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু ঠিক এই সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডায়ানা হরটন। তাকে দেখেই রুথের হাত ছেড়ে দিল রিচার্ড।

'মি. ওয়াইল্ডিং আসছেন, রুথ,' ঘোষণা করল ডায়ানা।

চমকে উঠল রিচার্ড। সে ভেবেছিল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই পালিয়ে বহু দূরে চলে গেছে অ্যান্থনি। লোকটার কি ভয়-ডর বলে কিছু নেই?

'এখনও সময় আছে, চিঠিটা দাও,' ফিসফিস করে রুথকে বলল সে।

'চুপ! অ্যান্থনি শুনে ফেলবে তোমার কথা।' ধমক দিল রুথ।

লাইব্রেরির বাইরে করিডোরে কারও পায়ের শব্দ পাওয়া

BanglaBook.org

গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা জামার ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল রুথ। কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজায় এসে দাঁড়াল অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। এখনও বিয়ের পোশাকই পরে আছে, শান্ত চেহারা। লর্ড জারভেসের কাছ থেকে রুথের অদ্ভুত আচরণের কথা শুনেছে সে, কিন্তু তাতে ওর চেহারায় কোনও ছাপ পড়েনি। ঘরের ভেতরের পরিস্থিতি যাচাই করে নিল এক নজরেই, তারপর এগিয়ে এল।

আড় চোখে একবার রিচার্ডের ধুলোমাখা শরীরের দিকে তাকাল অ্যান্থনি, তারপর বলল, 'অনেক দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছ বোধহয়, রিচার্ড?'

সম্পূর্ণ শান্ত ওর গলা, কিন্তু লাল হয়ে উঠল রিচার্ডের মুখ। কোনও জবাব দিল না সে।

'স্যর ব্লেক বাগানে বসে আছে, রিচার্ড,' এবার ঠাণ্ডা গলায় বলল অ্যান্থনি। 'খুব সম্ভব তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

একেবারে বোকা নয় রিচার্ড, তাকে যে বেরিয়ে যেতে বলা হচ্ছে—সেটা ভালই বুঝতে পারল। কিন্তু গাড়লের মত জিদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'মিস হরটন, দয়া করে একটু বাইরে যাবেন? রুথের সঙ্গে একা কথা বলতে চাচ্ছি আমি,' ডায়ানাকে উদ্দেশ্য করে বলল অ্যান্থনি। মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ডায়ানা। এবার রিচার্ডের দিকে ফিরল অ্যান্থনির ঠাণ্ডা চোখদুটো। আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না রিচার্ডের, ডায়ানার পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিল অ্যান্থনি।

এবার রুথের দিকে তাকাল ও। বলল, 'এভাবে মাঝপথ থেকে লুপটন হাউসে ফিরে আসা ঠিক হয়নি তোমার, রুথ।'

'আমি তোমার বাড়িতে যেতে চাই না,' নিষ্কম্প গলায় জবাব দিল রুথ।

অ্যান্থনির ভ্রূদুটো একটু উঁচু হলো। 'আচ্ছা?' বলল ও,

BanglaBook.org

'আমি ভেবেছিলাম রিচার্ড জোর করে ফিরিয়ে এনেছে তোমাকে।'

'না,' বলল রুথ। 'আমি স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছি লুপটন হাউসে।'

'কেন?' প্রশ্ন করল অ্যান্থনি। 'এখন তো জয়ল্যাণ্ড চেজই তোমার বাড়ি।'

'কখনও জয়ল্যাণ্ড চেজে যাব না আমি।'

'কেন? মানছি যে লুপটন হাউসের চাইতে আমার বাড়িটা অনেক ছোট, এত আরাম আয়েশের ব্যবস্থাও নেই। কিন্তু বিয়ের পরেও নববধূ স্বামীর বাড়িতে না গিয়ে নিজের বাড়িতে থেকে যায়, এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে?' মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে অ্যান্থনির মুখে। সেটা দেখে রেগে উঠল রুথ।

'তোমার সঙ্গে আমার কী চুক্তি হয়েছে সেটা ভুলে গেছ?' প্রশ্ন করল ও। 'আমার ভাইয়ের জীবন আর সম্মান রক্ষা করবে তুমি, বদলে তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে আমার। সেটা তো হয়েই গেছে। তা হলে এখন কেন আমাকে বিরক্ত করছ?'

'আমি তোমার স্বামী। আইন অনুযায়ী বিয়ের পর আমার বাড়িতেই থাকতে হবে তোমাকে।' রুথের দিকে এক পা এগিয়ে এল অ্যান্থনি। ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। বাধা দিতে চাইল রুথ, তবে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিল।

'আইনের কথা শোনাতে এসো না আমাকে। জানো, চাইলে আইনের আশ্রয় নিয়ে তোমাকে ফাঁসিতেও ঝোলাতে পারি আমি?' বলল রুথ।

'তার মানে?' চমকে উঠল অ্যান্থনি।

চুপ করে রইল রুথ।

দ্রুত চিন্তা চলতে লাগল অ্যান্থনির মাথায়। এমন কথা কেন বলল রুথ? তা হলে কি আসন্ন বিদ্রোহে ওর ভূমিকার কথা জেনে

BanglaBook.org

গেছে সে? নিশ্চয়ই তাই। কীভাবে জানল? রিচার্ড? ওই চিঠিটা কি তা হলে রিচার্ডই ছিনতাই করেছে? দেখা যাচ্ছে ট্রেঞ্চার্ড খুব একটা ভুল বলেনি।

'তুমি বলতে চাইছ যে এমন কিছু একটা জানো যেটা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে, তাই তো?' ধীরে ধীরে বলল অ্যান্থনি। 'এবং আমি যদি তোমাকে বিরক্ত করি তবে সেটা ব্যবহার করবে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রুথ, পরিস্থিতি বিচারে অ্যান্থনির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেছে।

'ঠিক আছে,' বলল অ্যান্থনি, 'আমি যদি তোমার কাছ থেকে দূরে থাকি তা হলে তুমিও নিশ্চয়ই কিছু করবে না?'

'না,' জবাব দিল রুথ।

কামরার ভিতর ধীরে ধীরে পায়চারি করতে শুরু করল অ্যান্থনি। নিজের বিপদের কথা ভাবছে না ও, ভাবছে ডিউকের কথা। আজ সকালে ট্রেঞ্চার্ডের কাছ থেকে শোনা কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে এখন। চিঠিটা যদি রাজার লোকের কাছে, অর্থাৎ আলবেমার্লের কাছে পৌঁছায়, তা হলে বিপদে পড়ে যাবে সবাই। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও। চিঠিটা প্রথমেই আলবেমার্লের কাছে না নিয়ে গিয়ে রুথের হাতে দিয়েছে রিচার্ড। বুঝতে পারছে, এই মুহূর্তে হার মেনে নেয়া ছাড়া কিছু করার নেই ওর। কীভাবে হাসিমুখে পরাজয় মেনে নিতে হয়, সেটা ভালভাবেই জানে অ্যান্থনি।

'একটা চিঠির কথা বলছ তুমি, তাই না? ওটা এখন তোমার কাছে?' হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে রুথকে প্রশ্ন করল ও।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রুথ।

'দেখতে পারি?'

মাথা নাড়ল রুথ। ভয় পাচ্ছে, চিঠিটা হয়তো জোর করে

BanglaBook.org

কেড়ে নেবে অ্যান্থনি।

এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল অ্যান্থনি। তারপর বলল, 'রুথ, খুব শীঘ্রিই একটা বিদ্রোহ হতে যাচ্ছে, সেটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই। আর তাতে আমার ভূমিকার কথাও এখন নিশ্চিত জানো তুমি। মিথ্যে বলব না, ভাগ্য যদি প্রতিকূল হয় তবে হয়তো ফাঁসিতে ঝুলেই মরতে হবে আমাকে। কিন্তু এখন অন্তত এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারব যে, আমার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মরতে হচ্ছে না আমাকে।'

কয়েক পা এগিয়ে এসে রুথের ডান হাতটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল অ্যান্থনি। তারপর আর কোনও কথা না বলে ঋজু ভঙ্গিতে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল লাইব্রেরি থেকে।

নয়

ফিরে গিয়ে প্রথমেই ট্রেঞ্চার্ডকে চিঠিটার কথা জানাল অ্যান্থনি। সব কথা শুনে দারুণ খেপে গেল ট্রেঞ্চার্ড। রুথের কথা হয়তো অ্যান্থনি বিশ্বাস করেছে, কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয়।

'ওই চিঠি আমাদের শত্রুর হাতে পড়লে কী হবে বুঝতে পারছ?' উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছে সে।

'ট্রেঞ্চার্ড, আমাকে কথা দিয়েছে রুথ। ওকে বিশ্বাস করি আমি।'

BanglaBook.org

'হাহ্! মেয়েমানুষের আবার কথা দেয়া!' বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল ট্রেঞ্চার্ড, ঠিক বোঝা গেল না। তারপর বলল, 'তোমার বউয়ের কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু ওই রিচার্ড ছোকরা? ওর মুখ বন্ধ করবে কীভাবে? এখন তো আরও বেশি ঝামেলা পাকানোর সুযোগ পেয়ে গেল ও। তোমাকে বিপদে ফেলবে না... সেটা নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?

'সেটা রুথের উপরেই ছেড়ে দাও,' মৃদু হাসি ফুটল অ্যান্থনির মুখে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার মিলিয়ে গেল তা। 'চিঠিতে কী লেখা, সেটা জানতে পারলে সুবিধা হতো। ডিউকের সম্পর্কে যে-গুজবগুলো শুনছি সেগুলো সত্যি না মিথ্যে বোঝা যেত,' চিন্তিত মুখে বলল ও।

'শুনলাম ডিউক নাকি ইতোমধ্যেই রওনা দিয়েছেন,' বলল ট্রেঞ্চার্ড।

'বাজে কথা!' প্রতিবাদ করল অ্যান্থনি।

'টন্টনে সৈন্য জড়ো হচ্ছে কেন তা হলে?'

'ভুল শুনেছ তুমি,' অ্যান্থনি হার মানতে রাজি নয়।

'চিঠিটা থাকলে ভাল হতো, সত্যি-মিথ্যে যাচাই করা যেত।' বলে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল ট্রেঞ্চার্ড। একটা বুদ্ধি এসেছে তার মাথায়। পরবর্তী দুই দিন বুদ্ধিটাকে ঘষে-মেজে কাজে পরিণত করার উপযোগী করল সে, তারপর নেমে পড়ল কাজে।

সে-দিন সন্ধ্যায় নিজের দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী *সারাসেন'স হেড* সরাইখানায় যাচ্ছিল রিচার্ড ওয়েস্টমাকট। উদ্দেশ্য, গলা ভেজানো। গলা ভেজানো অবশ্য কথার কথা, আকণ্ঠ পান না করে কোনও দিন থামে না সে। হাই স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ রাস্তার পাশের বেল সরাইখানার দরজা দিয়ে বের হয়ে হুড়মুড় করে তার উপর এসে পড়ল ট্রেঞ্চার্ড। রিচার্ড জানে না, ট্রেঞ্চার্ড প্রায় আধঘণ্টা ধরে তার জন্যই অপেক্ষা

BanglaBook.org

করছিল। ধাক্কা খেয়েই পাঁড়-মাতালের ভঙ্গিতে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল ট্রেঞ্চার্ড, গালাগালির তুবড়ি ছুটল মুখ দিয়ে। ধাক্কার চোটে তার হাতে ধরা পাইপের গোড়াটাও ভেঙে গেছে। তাড়াতাড়ি তাকে হাত ধরে টেনে তুলল রিচার্ড।

'আরে, রিচার্ড ভায়া!' তাকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল ট্রেঞ্চার্ডের গলা। 'তুমি কোথা থেকে? এসো দেখি, দুই চুমুক খেয়ে যাও আমার সঙ্গে।'

প্রথমে কাটিয়ে যাওয়ার কথা ভাবল রিচার্ড। সারাসেন'স হেডে ব্লেক অপেক্ষা করছে তার জন্য। কিন্তু তারপর মনে হলো, মাতাল ট্রেঞ্চার্ডের পেট থেকে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং সম্পর্কে কিছু খবর বের করা যেতে পারে। সুতরাং রাজি হয়ে গেল সে।

সরাইখানায় ঢুকে এক কোণের একটা টেবিলে বসল দু'জন। ভেতরে জনা বারো লোক রয়েছে, সবাই নিজেদের খুশিমত পান করতে ব্যস্ত। গলা চড়িয়ে ওয়াইন আর ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিল ট্রেঞ্চার্ড। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে দুটো বোতল দিয়ে যাওয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেগুলো ফুরিয়ে যেতে এল আরও দুটো। পুরো সময় জুড়ে অর্থহীন বকবক করে গেল ট্রেঞ্চার্ড। কিন্তু সে সব কথার মাঝে রিচার্ডের প্রয়োজনীয় কোনও তথ্য পাওয়া গেল না। রিচার্ড ভাবল, আরও একটু মদ পেটে পড়লে হয়তো ট্রেঞ্চার্ডের মুখ আলগা হবে। কিন্তু ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও সমান পরিমাণে পান করছে। ফলে মাতাল হতে বেশিক্ষণ লাগল না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে বসে থাকল রিচার্ড। ভুলে গেল ব্লেক তার জন্য অপেক্ষা করছে। ট্রেঞ্চার্ডের অবস্থাও খুব একটা ভাল মনে হচ্ছে না। কিন্তু সবটুকুই তার অভিনয়। যুবক বয়সে থিয়েটারে অভিনয় করে দারুণ নাম কামিয়েছিল সে, প্রতিভাটা এখনও হারিয়ে ফেলেনি। তবে রিচার্ড

BanglaBook.org

সেসবের কিছুই জানে না। ইতোমধ্যে পাঁড়-মাতালে পরিণত হয়েছে সে। এবার কথা শুরু করল ট্রেঞ্চার্ড।

'রিচার্ড ভায়া,' জড়িত কণ্ঠে বলল ট্রেঞ্চার্ড। 'তোমার নামে কী শুনছি এসব?'

'কী?' প্রশ্ন করল রিচার্ড।

'তুমি নাকি ডিউকের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছ?' গলা নামিয়ে আনল ট্রেঞ্চার্ড, ঝুঁকে এল রিচার্ডের দিকে।

চমকে উঠল রিচার্ড, মদের ঘোর কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। 'মিথ্যে কথা!' হাতের গ্লাসটা দড়াম করে টেবিলে নামিয়ে রেখে জবাব দিল সে। 'কার কাছে শুনেছ এই কথা? তার কল্লা আলাদা করে ফেলব আমি!'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পাইপে তামাক ভরতে শুরু করল ট্রেঞ্চার্ড, নিচু গলায় বকবক করছে একই সঙ্গে। 'আসলে কী জানো, ভায়া? তোমার সততা সম্পর্কে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের চেহারা দেখে, তার কথা শুনে, আসল রূপ আন্দাজ করা খুব কঠিন,' রিচার্ডের পেটে পাইপের মাথা দিয়ে একটা গুঁতো দিল সে। 'আমি কীভাবে বুঝব যে ডিউকের প্রতি তোমার আনুগত্যে কোনও খাদ নেই?' গলা কঠিন হয়ে উঠল ট্রেঞ্চার্ডের।

ভয় পেয়ে গেল রিচার্ড। 'আমি শপথ করে বলছি, আমার সম্পূর্ণ আনুগত্য কেবল ডিউক অভ মনমাথের জন্য।' কোনোমতে বলল সে।

'শপথ? এভাবে শপথ করায় কিছুই আসে যায় না,' আরও গম্ভীর হয়ে উঠল ট্রেঞ্চার্ডের চেহারা। 'শপথ করার পরেও মিথ্যা কথা বলে মানুষ। ওতে কোনও কাজ হবে না। প্রমাণ চাই আমার। আর তা যদি না পাই, তা হলে তোমাকে...' কথা শেষ না করেই অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে থেমে গেল ট্রেঞ্চার্ড। চোখের দৃষ্টিই

BanglaBook.org

বুঝিয়ে দিচ্ছে প্রমাণ না পেলে কী করবে রিচার্ডকে।

'কী প্রমাণ চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল রিচার্ড, অনেক চেষ্টা করে শান্ত রাখছে গলা।

কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে যাওয়ার ভান করল ট্রেঞ্চার্ড। তারপর বলল, 'এখনই, এই মুহূর্তে আমার সামনে ডিউকের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করবে তুমি। সত্যি কথাটা বলবে, না হলে আমার হাতে তোমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না!'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল রিচার্ড। এতই মাতাল হয়ে আছে যে, পেছনে দড়াম করে পড়ে গেল চেয়ারটা। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই, এত অল্পে ট্রেঞ্চার্ডকে খুশি করা যাবে ভাবেনি সে। তবে সরাইখানায় উপস্থিত বাকিরা ঠিকই খেয়াল করল শব্দটা, রিচার্ডের দিকে ঘুরে গেল সবার মনোযোগ।

'ডিউক অভ মনমাথ দীর্ঘজীবী হোন!' হাঁক ছাড়ল রিচার্ড। 'অত্যাচারী রাজা জেমস নিপাত যাক!'

এক মুহূর্তের নীরবতা মাত্র, তারপর গুঞ্জন উঠল সরাইখানায়। ছোকরার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গেছে সবাই। ওদিকে ট্রেঞ্চার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে রিচার্ড, আশা করছে হাততালি দিয়ে তাকে সমর্থন জানাবে ট্রেঞ্চার্ড।

কিন্তু তেমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না ট্রেঞ্চার্ডের মাঝে। বরং হঠাৎ করে মাতলামির সব চিহ্ন মুছে গেল তার চেহারা থেকে। এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে চোখের সামনে ভূত দেখছে সে। তারপর হঠাৎ নিজেও উঠে দাঁড়াল, হাতের পাইপটা ঠাস করে আছড়ে ফেলল টেবিলের উপর।

'তোমার মত এক রাজদ্রোহীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে ছিলাম আমি?' গর্জে উঠল সে, তারপর এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রিচার্ডকে। তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে পড়ে গেল রিচার্ড। সরাইখানায় উপস্থিত সবার মাঝেও কম-বেশি একই

BanglaBook.org

রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কয়েকজন বেশ মজা পাচ্ছে, কিন্তু বেশিরভাগের চেহারাই গম্ভীর।

আস্তে আস্তে সংবিৎ ফিরে পেল রিচার্ড। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। ট্রেঞ্চার্ড এমন করল কেন? আর সবাই এভাবে তাকিয়ে আছে কেন তার দিকে?

সরাইখানার মালিক, ডডস্‌লি এগিয়ে এসে রিচার্ডকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। তার কানে কানে বলল, 'মি. ওয়েস্টমাকট, আপনার এখন চলে যাওয়াই ভাল।'

'আশা করি এই বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আছে ভেবে কেউ ভুল করবেন না,' গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল ট্রেঞ্চার্ড। 'কারও যদি তেমন সন্দেহ থাকে, তা হলে ডুয়েলের মাঠে খুশিমনে তার সন্দেহ ঘুচিয়ে দিতে প্রস্তুত আমি। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছে নেই আমার।'

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল সে। দরজার কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত থামল, ঠোঁটে ফুটে উঠেছে সন্তুষ্টির হাসি।

সরাইখানা থেকে বের হয়ে নিজের ঘোড়ায় উঠে বসল ট্রেঞ্চার্ড। টন্টনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল সে এবার। রাত দশটার দিকে পৌঁছাল গন্তব্যে। সেখানে গিয়েই প্রথমে হেয়ার অ্যাণ্ড হাউণ্ড সরাইখানায় গেল, যেখানে বার্তাবাহক শেঙ্কের উপর চোখ পড়েছিল ব্লেক আর রিচার্ডের। সেখান থেকে গেল স্যর এডওয়ার্ড ফিলিপস আর কর্নেল লাটরেলের সঙ্গে দেখা করতে।

পরদিন ভোরেই লুপটন হাউসে এসে উপস্থিত হলো চারজন কনস্টেবল। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে রিচার্ড ওয়েস্টমাকটকে গ্রেফতার করতে এসেছে তারা। রিচার্ড তখনও বিছানায়। তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে কাপড় পরার নির্দেশ দেয়া হলো, তারপর পুরো বাড়িতে চালানো হলো তল্লাশি। ঘুম থেকে উঠেই

BanglaBook.org

কনস্টেবলদের দেখে ঘাবড়ে গেছে রিচার্ড। কিছুই ঢুকছে না তার মাথায়। ট্রেঞ্চার্ড যে তাকে ভালমত ফাঁসিয়েছে, সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারছে না।

বাড়িতে তল্লাশি করে তেমন কিছুই পাওয়া গেল না, কেবল ডিউকের সেই চিঠিটা ছাড়া। লাইব্রেরির একটা আলমারির গোপন ড্রয়ারে রাখা ছিল চিঠিটা। কনস্টেবলরা বোধহয় ওটাই খুঁজছিল, কারণ চিঠিটা পেয়েই তল্লাশি বন্ধ করে দিল তারা।

এবার চিঠি আর রিচার্ডকে নিয়ে টন্টনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল কনস্টেবলরা। ওদিকে ভাইকে গ্রেফতার হতে দেখে দারুণ আতঙ্কিত হয়ে উঠল রুথ, সে-ও তাদের পিছু নিতে চাইল। কিন্তু ডায়ানা থামাল ওকে। এখন রিচার্ডকে বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, বোঝাল সে। এখন কেবল একজন মানুষই তাদের সাহায্য করতে পারে, সে হলো অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং।

অ্যান্থনির কাছে সাহায্য চাওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই রুথের। কিন্তু আর কোনও উপায়ও চোখে পড়ল না ওর। সুতরাং একটা ঘোড়া নিয়ে জয়ল্যাণ্ড চেজের দিকে রওনা দিল ও, সঙ্গে এক ছোকরা চাকর ছাড়া কাউকে নিল না।

সৌভাগ্যক্রমে অ্যান্থনি তখন বাড়িতেই ছিল, লাইব্রেরিতে বসে কিছু দলিল নিয়ে কাজ করছিল। রুথকে দেখে অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল ও। রুথ অবশ্য অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সময় নষ্ট করল না, পৌঁছেই অল্প কথায় সব খুলে বলল অ্যান্থনিকে।

'অ্যান্থনি,' সব কথার শেষে বলল রুথ, 'ওই চিঠিটা নির্ঘাত রিচার্ডের বিপক্ষে যাবে। কারণ ওখানে লেখা আছে "প্রিয় বন্ধু ডব্লিউ-এর প্রতি"। ডব্লিউ দিয়ে ওয়াইল্ডিং যেমন হতে পারে, তেমন ওয়েস্টমাকটও হতে পারে।'

শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল অ্যান্থনির। গত রাতে ট্রেঞ্চার্ডের সাজানো নাটকের কথা কিছুই জানে না ও,

BanglaBook.org

এখন পরিস্থিতি এই নাটকীয় মোড় নেয়ায় দারুণ মজা পাচ্ছে। কিন্তু রুথের অবস্থা দেখে নিজেকে সামলাল।

'নিয়তির পরিহাস বোধহয় একেই বলে,' বলল অ্যান্থনি। 'আমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল রিচার্ড, এখন নিজেই সেই ফাঁদে পড়েছে।'

'তুমি রিচার্ডকে বাঁচাও, অ্যান্থনি।'

'শোনো, রুথ। এখন আমার কিছুই করার নেই। তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে, টন্টনে গিয়ে লর্ড-লেফটেন্যান্ট আলবেমার্লকে জানানো যে, ওই চিঠিটা এসেছিল আমার নামে।'

'আলবেমার্ল আমার কথা কেন বিশ্বাস করবেন?'

'চেষ্টা করতে হবে তোমাকে।'

'আমি যদি তাকে এই কথা বলি তা হলে তো তোমাকে গ্রেফতার করতে আসবে ওরা!'

'তোমার কি ধারণা ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করব আমি?' মৃদু হাসল অ্যান্থনি।

'তার মানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রুথ। 'রিচার্ডকে বিপদে রেখে পালিয়ে যাবে তুমি?'

'দেখো, রুথ, রিচার্ডের এই বিপদের জন্য আমি দায়ী নই। নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে সে। তা ছাড়া এখানে শুধু রিচার্ড বা আমার জীবনের প্রশ্ন নয়। তুমি বললে অনায়াসে জীবন দিতে পারি আমি। কিন্তু আমার কিছু হলে অনেক বড় বিপদে পড়ে যাবেন ডিউক অভ মনমাথ। আমি সেটা হতে দিতে পারি না। রিচার্ডের কথা আলাদা, নিজেকে ইতোমধ্যেই বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রমাণ করেছে সে। ওর মত বিশটা রিচার্ড মরলেও কিছু আসে-যায় না।'

'ও আমার ভাই, অ্যান্থনি। ওকে বাঁচাতেই হবে তোমার।'

'ওকে বাঁচাতে হলে আমার নিজেকে ধরা দিতে হবে।

BanglaBook.org

ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। রিচার্ডের জন্য আমি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতে রাজি নই,' স্থির গলায় বলল অ্যান্থনি।

হঠাৎ অ্যান্থনির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রুথ। জলভরা চোখে তাকাল ওর দিকে, তারপর বলল, 'দয়া করো, অ্যান্থনি। তুমি না আমাকে ভালবাসো? তা হলে সে ভালবাসার প্রমাণ দাও। কথা দিচ্ছি, রিচার্ডকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারলে আদর্শ স্ত্রী হিসেবে আমাকে পাবে তুমি।'

তাড়াতাড়ি তাকে দুই হাতে টেনে তুলল অ্যান্থনি। 'এভাবে হাঁটু গেড়ে বসা তোমাকে শোভা পায় না, রুথ,' আবেগঘন কণ্ঠে বলল ও। কখন যেন রুথের কোমর জড়িয়ে ধরেছে ওর দু'হাত।

'যদি সত্যিই ভালবাসো আমায়,' ফিসফিসিয়ে বলল রুথ। 'প্রমাণ দিতে দ্বিধা কোথায়?'

নিজেকে সামলানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে অ্যান্থনি। প্রশ্ন করল, 'প্রমাণ করে আমার কী লাভ?'

'আমাকে সম্পূর্ণভাবে পাবে তুমি,' জবাব দিল রুথ।

ওকে নিজের দিকে টানল অ্যান্থনি। কাছে ঘেঁষে এল রুথ। ওর শরীরটা শক্ত করে নিজের সঙ্গে চেপে ধরল অ্যান্থনি, ঘন হয়ে এল দু'জনের নিঃশ্বাস। এক মুহূর্ত পর রুথের ঠোঁটে ডুব দিল অ্যান্থনির ঠোঁট। অ্যান্থনির বুকের মাঝে হারিয়ে যেতে গিয়ে কেমন একটা অনুভূতি হলো রুথের, ঘৃণা হলো নিজের উপর। কিন্তু এ-মুহূর্তে ভাইকে বাঁচানো ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই ওর মাথায়। বুঝতে পারছে, হেরে গেছে অ্যান্থনি। ওর তীব্র আকর্ষণের সামনে ধুলোয় হারিয়ে গেছে অ্যান্থনির সংযম আর দায়িত্ববোধের প্রাচীর। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারল, কতটা ভুল ছিল ওর ধারণা।

হঠাৎ করেই রুথের কাছ থেকে সরে গেল অ্যান্থনি। প্রায় ধাক্কা দিয়েই সরিয়ে দিল রুথকে। 'না,' ফিসফিসিয়ে বলল ও,

BanglaBook.org

হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। 'তোমার কথায় রাজি হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তার মানে, তুমি রিচার্ডকে সাহায্য করবে না?' চমকে উঠল রুথ।

'তোমার সঙ্গে আর কোনও কথা বলতে চাই না আমি।'

পরিষ্কার বুঝতে পারল রুথ, অ্যান্থনি হারেনি, হেরেছে ও নিজে। নিজের শেষ অস্ত্রটা ব্যবহার করেছে, এবং ব্যর্থ হয়েছে। এক মুহূর্ত অ্যান্থনির চোখে চেয়ে রইল ও, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওকে ধরতে যাচ্ছিল অ্যান্থনি, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মত। টেবিলের কাছে ফিরে এসে কাগজপত্রগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করল, কিন্তু কী খুঁজছে নিজেও জানে না। শেষে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল ও, মুখ ঢাকল দু'হাতে।

ঘোড়া ছুটিয়ে লুপটন হাউসে ফিরে এল রুথ। আর কোনও পথ নেই তার সামনে, টন্টনে যাওয়া ছাড়া। সেখানে গিয়ে আলবেমার্লকে বুঝিয়ে বলবে কীভাবে চিঠিটা এল ওর হাতে। সব কথা শুনে ডায়ানাও দারুণ ভেঙে পড়ল। এইমাত্র সে খবর পেয়েছে, স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেককেও গ্রেফতার করে রিচার্ডের সঙ্গে টন্টনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঠিক হলো, সে আর রুথ দু'জনেই যাবে টন্টনে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হয়ে গেল ওরা।

BanglaBook.org

দশ

টণ্টনের টাউন হলের বিশাল এক কক্ষে বসেছে বিচার সভা। বিচারকের আসনে বসেছেন স্যর এডওয়ার্ড ফিলিপস, কর্নেল লাটরেল এবং ডিউক অভ আলবেমার্ল ক্রিস্টোফার মঙ্ক, যিনি একই সঙ্গে ডেভনশায়ারের লর্ড-লেফটেন্যান্টও বটে। তাড়াহুড়ো করে এক্সিটার থেকে ডেকে আনা হয়েছে তাঁকে। কক্ষের এক প্রান্তে লম্বা টেবিলের ওপাশে বসেছেন তিন বিচারক।

তাঁদের সামনে হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দুই আসামী—রিচার্ড ওয়েস্টমাকট এবং স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেক। তাদের পাহারা দিচ্ছে কনস্টেবলরা। একেবারেই ভেঙে পড়েছে রিচার্ড, চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেটা। ধরেই নিয়েছে, বিদ্রোহের পক্ষে কাজ করার জন্যই ধরে আনা হয়েছে তাকে, নামমাত্র বিচার শেষে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে ব্লেকের কোনও সন্দেহ নেই। বিচার কক্ষে তাকে নিয়ে আসার পরেই উঁচু গলায় তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছে জানতে চেয়েছে সে।

'এত চেঁচামেচি করবেন না, স্যর ব্লেক,' গম্ভীর গলায় তাকে থামিয়ে দিলেন ডিউক অভ আলবেমার্ল, 'লণ্ডনে আপনার কীর্তির কথা খুব ভাল করেই জানি আমি। গলা পর্যন্ত ঋণে ডুবে আছেন আপনি, এ অবস্থায় পড়লে মানুষ করতে পারে না এমন কোনও

BanglaBook.org

কাজ নেই। রাজদ্রোহিতা তো মামুলি ব্যাপার।'

বিশালদেহী মানুষ আলবেমার্ল। তাঁর কুচকুচে কালো পরচুলার নিচে বিশাল গম্ভীর মুখ, কয়লার মত কালো চোখ, ঘন ভ্রূ, ফ্যাকাসে চেহারা আর থুতনির নিচে তৈরি হওয়া দুটো ভাঁজ দেখলে সত্যিই ভয় লাগে। তাঁর মুখ থেকে এমন কথা শুনে বেশ দমে গেল ব্লেক। তবে চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিল না। প্রশ্ন করল, 'রাজদ্রোহিতা? মিথ্যে কথা। কে এনেছে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ?'

'একটু পরেই তাকে নিজের চোখে দেখতে পাবেন আপনি,' এবার জবাব দিলেন স্যর এডওয়ার্ড ফিলিপস্।

'আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে .শোনানো হোক!' নির্দেশ দিলেন আলবেমার্ল।

একঘেয়ে গলায় পড়তে শুরু করল কেরানি। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, রাজ্যের শান্তি বিনষ্ট করা এবং রাজার শত্রু জেমস স্কট, অর্থাৎ ডিউক অভ মনমাথকে সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়েছে দু'জনের বিরুদ্ধে। অধৈর্য ভঙ্গিতে শুনল ব্লেক। পড়া শেষ হতে বিদ্রূপের হাসি ফুটল তার মুখে।

তার দিকে কঠোর চোখে তাকালেন আলবেমার্ল। 'আপনি কি অভিযোগ অস্বীকার করছেন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ব্লেক। 'এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। জীবনে কখনও কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিনি আমি, এক নিজের বিরুদ্ধে ছাড়া।'

রিচার্ডের দিকে তাকালেন আলবেমার্ল। 'আর আপনি?'

'আমিও এই অভিযোগ অস্বীকার করছি,' বলল রিচার্ড।

'এই অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। কে নালিশ করেছে আমাদের নামে? কী প্রমাণ আছে তার কাছে আমাদের বিরুদ্ধে?' জানতে চাইল ব্লেক।

BanglaBook.org

'আপনি বলতে চাইছেন রাজার বিরুদ্ধে এমন কোনও ষড়যন্ত্র এখন চলছে না?' ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন আলবেমার্ল।

'তা আমি কী করে বলব?' কাঁধ ঝাঁকাল ব্লেক। 'আমি শুধু এটাই বলতে পারি যে এমন কোনও ষড়যন্ত্রে আমি জড়িত নই।'

সরু চোখে তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন লর্ড-লেফটেন্যান্ট। তারপর নির্দেশ দিলেন, 'মি. ট্রেঞ্চার্ডকে ডেকে আনা হোক।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রহরী তাঁর নির্দেশ পালন করতে বাইরে চলে গেল। ওদিকে ট্রেঞ্চার্ডের নাম শুনেই নতুন করে ভয় পেয়ে গেছে রিচার্ড। লোকটার ছায়াও আর দেখতে চায় না সে।

ওদিকে এবার কর্নেল লাটরেল তাঁর মনোযোগ ফেরালেন ব্লেকের দিকে। 'তা হলে এটা তো স্বীকার করবেন যে এমন কোনও ষড়যন্ত্র চলার সম্ভাবনা আছে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'চলতে পারে,' উদাসীন ভঙ্গিতে জবাব দিল ব্লেক। 'তাতে আমার কিছু আসে-যায় না।'

এবার খেপে গেলেন আলবেমার্ল। 'এত বড় সাহস!' টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে গর্জে উঠলেন তিনি। 'রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলে তাতে আপনার কিছু আসে-যায় না? আপনি যে আসলেই রাজদ্রোহী, সেটা বিশ্বাস করতে এখন আমার আর কোনও অসুবিধে নেই।'

এবার ব্লেকও রেগে গেল। 'আমার কথা তো আপনাকে বিশ্বাস করতে বলিনি, ইয়োর গ্রেস,' জবাব দিল সে। 'আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এনেছেন আপনারা। সেই অভিযোগের স্বপক্ষে কী প্রমাণ আছে তাই হাজির করুন। অলস কথায় সময় নষ্ট না করলেই ভাল হয়।'

হাঁ করে ব্লেকের দিকে তাকিয়ে রইলেন আলবেমার্ল। এই

BanglaBook.org

লোক এত সাহস কী করে পেল, মাথায় ঢুকছে না তাঁর। ঠিক এই সময় বিচারকক্ষের দরজা খুলে গেল, হেলে দুলে ভেতরে ঢুকল নিক ট্রেঞ্চার্ড। এক হাতে ছড়ি, মাথার হ্যাটটা বগলে চেপে ধরে আছে। মুখে বাঁকা হাসি, আর পাইপ।

'আসুন, মি. ট্রেঞ্চার্ড,' তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন আলবেমার্ল, 'এই আসামীরা প্রমাণ চাইছে। বলছে বাদীকে দেখতে চায় তারা।'

'প্রমাণ তো ইতোমধ্যেই আপনার হাতে তুলে দিয়েছি আমি, মহামান্য ডিউক,' বাউ করে জবাব দিল ট্রেঞ্চার্ড। 'আপনি কি চান আমি নিজেই সেগুলো জানাই ওদের?'

'তা হলে খুবই ভাল হয়,' বললেন আলবেমার্ল।

'মি. ট্রেঞ্চার্ড অভিযোগ এনেছেন আমার বিরুদ্ধে?' এবার মুখ খুলল ব্লেক। 'ওকে তো আমি চিনিই না বলতে গেলে!'

'চেনার কথাও নয়,' বাঁকা হেসে জবাব দিল ট্রেঞ্চার্ড। 'আপনার মত নিচু গোত্রের লোক তো নই আমি।'

হো হো করে হেসে উঠলেন আলবেমার্ল। লাল হয়ে গেল ব্লেকের মুখ।

'ঠিক আছে,' এবার কথা শুরু করল ট্রেঞ্চার্ড, 'তা হলে গত রাতে বেল সরাইখানায় মি. ওয়েস্টমাকটের মুখে যা শুনেছি সেটা দিয়েই শুরু করি, কেমন? তার আগে জানিয়ে রাখি, শুধু আমি নই, গত রাতে সরাইখানার সবাই শুনেছে সেই কথাগুলো। আজ তেমনই দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমি। এখন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তারা, মহামান্য ডিউক ইচ্ছে করলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। যা হোক, গত রাতে আমি এবং সরাইখানায় উপস্থিত সবার সামনে ডিউক অভ মনমাথের প্রতি নিজের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন মি. ওয়েস্টমাকট।'

BanglaBook.org

'মি. ওয়েস্টমাকট,' রিচার্ডের দিকে তাকালেন স্যর ফিলিপস, 'আপনার কী বলার আছে এই ব্যাপারে?'

'আসলে... আমি...' আমতা আমতা করতে লাগল রিচার্ড। 'গত রাতে কী হয়েছে আমার ভাল মনে নেই। খুব সম্ভব একটু বেশিই পান করা হয়ে গিয়েছিল। শুধু এটুকু মনে আছে, আমি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, "ডিউক অভ মনমাথ দীর্ঘজীবী হোন!" সঙ্গে সঙ্গে সরাইখানার সবাই আমার দিকে কেমন করে যেন তাকাতে লাগল।' বোকা বোকা চেহারা করল সে।

'তার মানে?' গর্জে উঠলেন আলবেমার্ল। 'আপনি কি আপনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্ছেন?'

'না, না!' ভয় পেয়ে গেল রিচার্ড। 'কথাটা আসলে মদের ঘোরে আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা, তাতে সমস্যাটা কী?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ব্লেক। 'ইংল্যাণ্ডের অনেকেই তো ডিউক অভ মনমাথের সুস্বাস্থ্য কামনা করে পান করে, তাই না?'

'চুপ!' ধমক দিলেন আলবেমার্ল। 'মি. ওয়েস্টমাকটকে কথা বলতে দিন।'

ব্লেকের কথায় একটু সাহস পেল রিচার্ড। বলল, 'আমি ডিউক অভ মনমাথের পক্ষে নই, ইয়োর গ্রেস। আমার বিরুদ্ধে আনা রাজদ্রোহিতার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

'তা হলে এই চিঠিটা কোথা থেকে এল?' একটা কাগজ তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন আলবেমার্ল। 'ডিউক অভ মনমাথের নাম লেখা আছে এখানে। কীভাবে আপনার কাছে এল চিঠিটা?'

ছাই বর্ণ ধারণ করল রিচার্ডের মুখ। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর সিদ্ধান্ত নিল সত্যি কথাটাই বলবে। মিথ্যে বলার

BanglaBook.org

মত বুদ্ধি এই মুহূর্তে তার মাথায় কাজ করছে না।

'ওটা আমাকে লেখা হয়নি,' বলল সে।

চিঠির প্রথম অংশটা পড়লেন আলবেমার্ল। '"প্রিয় বন্ধু ডব্লিউ-এর কাছে।" ওয়েস্টমাকট নামের শুরুতে তো ডব্লিউ-ই আছে, তাই না?' বিদ্রূপের হাসি হেসে জানতে চাইলেন তিনি।

'হ্যাঁ, কিন্তু ওটা ওয়েস্টমাকট নয়!' গুঙিয়ে উঠল রিচার্ড।

'রিচার্ড সত্যি কথা বলছে, ধর্মাবতার,' আবেদন জানাল ব্লেক। 'আমি নিজে তার সাক্ষী।'

'হুহ্, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা,' বিড়বিড় করলেন আলবেমার্ল। তারপর বললেন, 'তা হলে চিঠিটা কার কাছে লেখা?'

'ওয়াইল্ডিং... অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের কাছে,' জবাব দিল রিচার্ড।

'তাই নাকি?' মুখ বাঁকাল ট্রেঞ্চার্ড। 'মহামান্য ডিউক, জিজ্ঞেস করুন তো, চিঠিটা কীভাবে পেয়েছে সে?'

'হ্যাঁ,' বললেন আলবেমার্ল, 'এই চিঠি কীভাবে এল আপনার কাছে?'

স্যর ফিলিপস আর কর্নেল লাটরেলও সামনে ঝুঁকে এলেন, চোখে জিজ্ঞাসা।

ব্লেকের দিকে তাকাল একবার রিচার্ড, মনে মনে চাইছে কিছু একটা বলুক সে। কিন্তু ব্লেক বুঝে গেছে, রিচার্ডকে সাহায্য করতে গেলে নিজের বিপদই ডেকে আনা হবে। রিচার্ডের ব্যাকুল দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সামনে তাকিয়ে রইল সে। অগত্যা রিচার্ডকেই মুখ খুলতে হলো আবার।

'মি. ওয়াইল্ডিংকে শুরু থেকেই সন্দেহ করতাম আমি আর স্যর রোল্যাণ্ড,' বলল সে। 'মুখ ফসকে একদিন বেশ কিছু কথা বলে ফেলেছিলেন তিনি, সেখান থেকে জানতে পারি এক

BanglaBook.org

বার্তাবাহক আসছে চিঠি নিয়ে। নির্দিষ্ট দিনে সেই বার্তাবাহকের উপর হামলা করে চিঠিটা ছিনিয়ে নিই আমরা।'

'আচ্ছা? মি. ওয়াইল্ডিং কী এমন বলেছিলেন যে আপনাদের সন্দেহ হলো?' প্রশ্ন করলেন কর্নেল লাটরেল।

'তিনি কী বলেছিলেন সেটা আমার ঠিক মনে নেই,' মাথা নিচু করে জবাব দিল রিচার্ড।

'মিথ্যে বলছেন আপনি!' গর্জে উঠলেন আলবেমার্ল। 'মি. ওয়াইল্ডিঙের কথা আপনার মনে নেই, অথচ তার কথায় বিশ্বাস করে ঠিকই এক বার্তাবাহকের উপর হামলা চালিয়েছেন? আমার তো মনে হচ্ছে পথচারীদের উপর ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিলেন আপনারা দু'জন। কাকতালীয়ভাবে পেয়ে গেছেন চিঠিটা। ঠিক না?'

'না, ইয়োর গ্রেস,' আবেদন জানাল স্যর রোল্যাণ্ড, 'ডাকাতির মত ঘৃণ্য কাজ কখনও সম্ভব নয় আমার দ্বারা। শপথ করে বলছি, আমরা যা করেছি তা আমাদের মহান রাজার ভালর জন্যই।'

'তাই নাকি? তা হলে চিঠিটা হাতে পেয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন? রাজার প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেননি কেন?' ফোড়ন কাটল ট্রেঞ্চার্ড।

'নরকের শয়তান তুমি, ট্রেঞ্চার্ড!' হঠাৎ খেপে উঠল ব্লেক।

'চুপ!' এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিলেন আলবেমার্ল। বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। ট্রেঞ্চার্ডের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, 'মি. ট্রেঞ্চার্ড, এখন বলুন। এই দুই বদমাশের কথার সঙ্গে কি আপনার মতামত মিলে যাচ্ছে?'

'মোটেই না, মহামান্য ডিউক,' বলতে শুরু করল ট্রেঞ্চার্ড। 'চিঠিটা ওরা কীভাবে পেয়েছে সেটা আমি বলছি। ঘটনার দিন রাতে হেয়ার অ্যাণ্ড হাউণ্ডস সরাইখানায় এই দুই আসামী

BanglaBook.org

উপস্থিত ছিল। সেখানে তৃতীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে ওরা। সরাইখানার মালিক ওদের কিছু কথা শুনে ফেলে। সে জানিয়েছে, ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলছে ওরা। একটা চিঠির কথাও শুনতে পায় সে। আধ ঘণ্টা পরে তৃতীয় ব্যক্তি বেরিয়ে যায়, তাকে অনুসরণ করে এই দুই আসামী। আমার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য সরাইয়ের মালিককে নিয়ে এসেছি আমি, ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস করতে পারেন তাকে।'

'ইয়োর গ্রেস, পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলতে দিন আমাকে...' বলতে চাইল রিচার্ড, কিন্তু আবারও আলবেমার্লের ধমকে থেমে যেতে হলো তাকে।

'যথেষ্ট শুনেছি আমি!' গর্জে উঠলেন আলবেমার্ল। 'আপনাদের ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য এতটুকু প্রমাণই যথেষ্ট।' প্রহরীদের ডেকে দুই আসামীকে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ব্লেক, 'ইয়োর গ্রেস!' তার গলা শুনে এমনকী প্রহরীরাও এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল।

'আমি শপথ করে বলতে পারি, আমি এবং আমার বন্ধু মি. ওয়েস্টমাকট রাজার পক্ষেই কাজ করছিলাম। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে সেটা বন্ধ করতে চেয়েছিলাম আমরা।'

'হ্যাঁ, আর সেজন্যই চিঠিটা লুকিয়ে রেখেছিলেন,' বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল ট্রেঞ্চার্ড। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার আগেই দরজা খুলে এক প্রহরী প্রবেশ করল ভেতরে।

'মহামান্য ডিউক,' বলল সে। 'দুই ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে, স্যর রোল্যাণ্ড এবং মি. ওয়েস্টমাকটের ব্যাপারে।'

চমকে উঠল রিচার্ড। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা রুথের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে।

BanglaBook.org

ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবলেন ডিউক। তারপর বললেন, 'আর কারও কথা শোনার প্রয়োজন দেখছি না আমি। ইতোমধ্যেই যা শোনার শোনা হয়ে গেছে আমার।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বললেন স্যর ফিলিপস।

কিন্তু কর্নেল লাটরেল অসম্মতি জানালেন। 'এ-ব্যাপারটার সঙ্গে যখন মহামান্য রাজার ভালমন্দ জড়িত, আমার মনে হয় ভদ্রমহিলাদের কথা শোনা উচিত আমাদের,' বললেন তিনি।

হতাশ ভঙ্গিতে গাল ফুলিয়ে বাতাস ছাড়লেন আলবেমার্ল। বললেন, 'ঠিক আছে। নিয়ে এসো তাদের।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই বিচারকক্ষে ঢুকল রুথ আর ডায়ানা। দু'জনের চেহারাই ফ্যাকাসে হয়ে আছে, কিন্তু রুথ যখন কথা বলল তখন সম্পূর্ণ শান্ত রইল ওর গলা। আলবেমার্লের প্রশ্নের জবাবে সবকিছু খুলে বলল ও। চিঠিটা কীভাবে ওর হাতে এল, অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং কী বলেছে, কেন কাউকে চিঠির ব্যাপারে জানানো হয়নি—কিছুই বাদ দিল না। চুপচাপ সব শুনে গেলেন আলবেমার্ল।

রুথের কথা শেষ হতে ডিউক বললেন, 'আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয়, তা হলে বলতে হবে যে অবশেষে সবকিছুর একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। তবে চিঠিটা যে মি. ওয়াইল্ডিঙের নামেই এসেছে এ-কথা কি আপনি শপথ করে বলতে প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত,' জবাব দিল রুথ।

সঙ্গীদের দিকে তাকালেন ডিউক। 'আপনারা কী বলেন? অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিংকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেব?'

'তাতে আপনারাই ঝামেলায় পড়বেন, মাই লর্ড,' কেউ কিছু বলার আগেই বলে উঠল ট্রেঞ্চার্ড। 'এই লেডির মুখের কথা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই আপনাদের হাতে। আপিল করা

BanglaBook.org

হলে ফাঁসবেন আপনারাই।'

তার কথায় আবার দ্বিধায় পড়ে গেলেন বিচারকরা।

'মি. ট্রেঞ্চার্ডের ব্যাপারে সাবধান, মহামান্য ডিউক,' হঠাৎ বলে উঠল রুথ। 'মি. ওয়াইল্ডিঙের বন্ধু তিনি। ও যদি কোনও ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকে তো মি. ট্রেঞ্চার্ডেরও তাতে অংশ নেবার কথা।'

এবার চমকে উঠলেন আলবেমার্ল। ট্রেঞ্চার্ডকে রাজদ্রোহী বলে ভাবতে পারেননি কখনও। অন্য কোনও লোক এই অভিযোগ আনলে তিনি হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিতেন, কিন্তু রুথ ওয়েস্টমাকটের মত সম্ভ্রান্ত মহিলার অভিযোগ অগ্রাহ্য করা কঠিন।

পরিস্থিতি যে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না ট্রেঞ্চার্ডের। সুকৌশলে সেটা সামাল দিল সে। বাঁকা সুরে বলল, 'সেজন্যেই বুঝি গত চব্বিশ ঘণ্টা এ-দুই আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করে আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছি আমি, মহামান্য ডিউক? রাজদ্রোহী হয়েও আমি কাজ করছি রাজার পক্ষে? কথাটা বিশ্বাস হয় আপনাদের?'

ওর বলার ভঙ্গি শুনে লজ্জিত হলেন ডিউক। না, ট্রেঞ্চার্ডকে সন্দেহ করা মোটেই উচিত হয়নি।

'তা ছাড়া,' বলে চলল ট্রেঞ্চার্ড, 'এটা ঠিক যে আমি অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের বন্ধু। কিন্তু এই মহিলা যে তার স্ত্রী, সেটা কি আপনি জানেন, ইয়োর গ্রেস?'

'স্ত্রী!' অবাক হয়ে বলে উঠলেন আলবেমার্ল।

মৃদু হাসি ফুটল স্যর ফিলিপসের মুখে। গম্ভীর হয়ে উঠল কর্নেল লাটরেলের চেহারা।

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে জবাব দিল ট্রেঞ্চার্ড। 'অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের সঙ্গে বিয়ের আগে নাকি স্যর রোল্যাণ্ড বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন

BanglaBook.org

ওঁকে। আর... মেয়েদের মন কেমন অস্থির প্রকৃতির তা তো জানেনই, ইয়োর গ্রেস। এখন শুধু এটাই বলব, এই ভদ্রমহিলার কথায় কোনও সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে একটু ভেবে দেখবেন।'

রেগে উঠল রুথ। নিক ট্রেঞ্চার্ডকে কখনওই পছন্দ করে উঠতে পারেনি ও, আর এখন তার প্রতি ঘৃণাটা আরও বেড়ে গেল। কীভাবে অ্যান্থনির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে, চিঠিটা সম্পর্কে কী বলেছে অ্যান্থনি—সবকিছু খুলে বলতে শুরু করল ও। তার গলার স্বর এতটাই মর্মস্পর্শী আর বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল যে আবার তার প্রতি সহানুভূতি অনুভব করতে শুরু করলেন বিচারকরা। প্রমাদ গুনল ট্রেঞ্চার্ড।

কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নয় সে। এইমাত্র একটা কথা মনে পড়ে গেছে তার। হাতের শেষ তাসটা ব্যবহার করতে হবে এবার, সিদ্ধান্ত নিল সে।

'ইয়োর গ্রেস,' আলবেমার্লকে উদ্দেশ্য করে বলল ট্রেঞ্চার্ড। 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে এই ভদ্রমহিলাকে আমি একটা কি দুটো প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি তা হলেই প্রমাণিত হয়ে যাবে যে মিথ্যে কথা বলছেন উনি।'

ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকালেন আলবেমার্ল। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপর নীরবে মাথা ঝাঁকালেন কেবল। রুথের দিকে তাকাল ট্রেঞ্চার্ড।

'আচ্ছা, মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং,' রুথকে প্রশ্ন করল সে। 'আপনি কি শপথ করে বলতে পারেন যে, চিঠিটা আপনার স্বামী, অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিংকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে?'

'অবশ্যই,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল রুথ।

'বেশ। কিন্তু চিঠিতে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। আর সেজন্যই আমি জানতে চাইছি, এই চিঠিটা নিশ্চয়ই একটা খামের ভিতর ছিল। আর খামের উপর নিশ্চয়ই প্রাপকের নামটা

BanglaBook.org

সম্পূর্ণ লেখা ছিল। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই পরিস্থিতিতে খামটার গুরুত্ব কতখানি। এখন দয়া করে বলবেন কি, সেই খামটা কোথায়?'

পরিষ্কার বুঝে গেল রুথ, ফাঁদে পড়ে গেছে। দারুণ বুদ্ধি খাটিয়েছে ট্রেঞ্চার্ড। প্রথমে সাহায্যের আশায় ডায়ানার দিকে তাকাল ও, তারপর বিচারকদের দিকে, সবশেষে ভাইয়ের দিকে। কিন্তু কেউ কোনও সাহায্য করতে এগিয়ে এল না।

'আমি... জানি না,' শেষ পর্যন্ত জবাব দিল রুথ।

'হাহ!' মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ট্রেঞ্চার্ড। তারপর বলল, 'মহামান্য বিচারকগণ, এখনও কি আমাকে মুখে বলে দিতে হবে, ওই খামে কার নাম লেখা ছিল? অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের নাম লেখা থাকলে নিশ্চয়ই সেটা লোপাট করে দিত না রিচার্ড ওয়েস্টমাকট, তাই না? ওতে তার নিজের নামই লেখা ছিল, এবং সে কারণেই খামটা নষ্ট করে ফেলেছে সে।'

সামনে এগিয়ে এল স্যর রোল্যাণ্ড। 'এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার অনুমতি চাইছি আমি, মহামান্য ডিউক,' আবেদন জানাল সে।

কিন্তু এতক্ষণ ধরে অনেক ব্যাখ্যা শুনেছেন আলবেমার্ল। এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তাঁর। 'না!' ধমকে উঠলেন তিনি। 'আর কোনও বাজে কথা শোনার প্রয়োজন নেই আমাদের। আপনাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, শাস্তির জন্য প্রস্তুত হোন!' আসামীদের সরিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন তিনি।

কিন্তু আবার বাধা পড়ল তার ইচ্ছাতে। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ একজন, উঁচু গলায় ডিউক অভ আলবেমার্লের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইছে।

চমকে উঠল ট্রেঞ্চার্ড।

গলাটা অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের।

BanglaBook.org

এগারো

গটমট করে বিচারকক্ষে ঢুকল অ্যান্থনি। বিচারকরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে, রুথের চোখে ফুটে উঠল আশার আলো। রিচার্ড আর ব্লেক তাকে এক নজর দেখেই মাথা নামিয়ে নিল, কুঁচকে উঠল ব্লেকের ভ্রূ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবাক যে হলো, সে হচ্ছে ট্রেঞ্চার্ড। অ্যান্থনিকে এ-সময় এখানে একেবারেই আশা করেনি সে। ভয় পেল, তার এত কষ্টের পরিকল্পনা আবার ভেস্তে দেবে না তো অ্যান্থনি?

অ্যান্থনিও এখানে ট্রেঞ্চার্ডকে দেখে খুব অবাক হয়েছে। আর যা-ই হোক, এ-ঘটনায় ট্রেঞ্চার্ডের হাত থাকবে বলে আশা করেনি। এখন তাকে দেখে সব পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। বুঝতে পারল, রিচার্ড আর ব্লেক যেন ওর বিরুদ্ধে ঝামেলা পাকাতে না পারে, সেজন্যে ট্রেঞ্চার্ডই আগে ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। ওর প্রতি ট্রেঞ্চার্ডের টান বুঝতে পারল অ্যান্থনি।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল। তার মুখ খুললেন ডিউক অভ আলবেমার্ল। 'ভালই হয়েছে আপনি চলে এসেছেন, মি. ওয়াইল্ডিং,' বললেন তিনি। 'এখানে কিছু ব্যাপার নিয়ে বেশ দ্বিধায় পড়ে গেছি আমরা। আশা করি আপনি সেগুলোর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।'

BanglaBook.org

'সেজন্যই আমার এখানে আসা, মহামান্য ডিউক,' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'কিন্তু তার আগে আপনারা কতটুকু জানতে পেরেছেন সেটা আমার জানা দরকার।'

আলবেমার্লের ইশারায় এক কেরানি পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাল অ্যান্থনিকে। চুপচাপ শুনল অ্যান্থনি, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু কোনও কিছু বলার আগে মি. ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে একটু একান্তে কথা বলতে চাই আমি।'

ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন আলবেমার্ল, যেন অ্যান্থনির মতলব বোঝার চেষ্টা করছেন। তারপর বললেন, 'কেন, জানতে পারি?'

'মাই লর্ড, সব কথাই আপনাকে বলব আমি, কথা দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে নিক ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে।'

অসন্তোষ ফুটে উঠল আলবেমার্লের চেহারায়। স্যর ফিলিপস আর কর্নেল লাটরেলও গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। প্রতিবাদ করবেন বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি আবার যোগ করল অ্যান্থনি, 'ন্যায়বিচারের স্বার্থেই এই সুযোগ চাইছি আমি, ইয়োর গ্রেস। আমি জানি যে চিঠিটা নিয়ে আপনারা বেশ দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছেন। সেই দ্বিধা দূর করতে পারি একমাত্র আমি। কিন্তু তার আগে মি. ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে কথা বলতে দিতে হবে আমাকে।'

'না, মহামান্য ডিউক!' আলবেমার্ল কিছু বলার আগেই চেঁচিয়ে উঠল রোল্যাণ্ড। 'এই সুযোগ কিছুতেই দেবেন না ওদের!'

কিন্তু তার প্রতিবাদে উল্টো ফল হলো। দারুণ গোঁয়ার মানুষ আলবেমার্ল, নিজের কাজ ভাল বোঝেন। কেউ পরামর্শ দিলে সেটা একেবারেই পছন্দ করেন না। তার উপর স্যর ব্লেকের অস্থিরতা দেখে তাঁর ধারণা হলো, নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাবে বলে

BanglaBook.org

ভয় পাচ্ছে লোকটা। অ্যান্থনির মতলব সম্পর্কে তার মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, ব্লেকের কথা শুনে সেটাও দূর হয়ে গেল। সঙ্গী দুই বিচারকের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনও বোধ করলেন না তিনি, অনুমতি দিয়ে দিলেন অ্যান্থনিকে।

'যান তা হলে,' বললেন তিনি। 'তবে দয়া করে বেশি দেরি করবেন না।'

'প্রয়োজনের চাইতে এক মুহূর্তও বেশি সময় নেব না আমি,' মুচকি হাসল অ্যান্থনি।

বিচারকক্ষের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ড। করিডোরের শেষ মাথায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। ট্রেঞ্চার্ডের দিকে তাকাল অ্যান্থনি, তারপর প্রশ্ন করল, 'তোমার ঘোড়া কোথায়, নিক?'

'ঘোড়া কোথায় মানে?' আচমকা বিস্ফোরিত হলো ট্রেঞ্চার্ড। 'কী ভেবেছ তুমি, অ্যান্থনি? সবকিছু গুছিয়ে এনেছিলাম আমি, আর তুমি এসে কেঁচে দেবে?'

'আমি আবার কী করলাম?' বিরক্ত গলায় বলল অ্যান্থনি। 'তুমি যে এখানে আছ, সেটাই তো জানতাম না। আগেই আমাকে সবকিছু জানানো উচিত ছিল তোমার। আর কেউ যদি কিছু কেঁচে দিয়ে থাকে তো সেটা তুমি। আমি এসে বরং বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

'তা-ই? চিঠিটার কারণে যে-কোনও সময় গ্রেফতার হতে পারতে তুমি। রিচার্ড আর ব্লেককে ফাঁসিয়ে ঘটনার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি আমি।'

'মোটেও না। এখন আমার ঝুঁকি আরও বেড়ে গেল। কাজটা করা উচিত হয়নি তোমার, ট্রেঞ্চার্ড।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকল ট্রেঞ্চার্ড। 'উচিত হয়নি মানে? যে-কোনও মুহূর্তে তোমার বাড়িতে হাজির হতো রাজার

BanglaBook.org

সৈন্যরা, সেটা বোঝো? তখন শুধু তুমি না, ডিউক অভ মনমাথও বিপদে পড়ে যেতেন।'

'এখন তাঁর বিপদ কমেনি, বরং আরও বেড়ে গেছে। এখন আরও সতর্ক হয়ে যাবে রাজার লোকেরা,' গম্ভীর মুখে জবাব দিল অ্যান্থনি।

'তোমার কী ধারণা? চিঠিটা নিয়ে কী করবে আলবেমার্ল?' প্রশ্ন করল ট্রেঞ্চার্ড।

'যত দ্রুত সম্ভব কোনও বার্তাবাহককে দিয়ে হোয়াইট হলে পাঠাবে, যেখানে রাজার সেনাবাহিনী অপেক্ষা করছে।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু সেটা আমি হতে দেব না। পথেই ওই বার্তাবাহককে আক্রমণ করে চিঠিটা ছিনিয়ে নেব, তারপর তাকে বন্দি করে নিয়ে যাব ভ্যালেন্সির কাছে। ডিউক এসে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত ওখানেই থাকবে সে।'

ট্রেঞ্চার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যান্থনি। 'তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো যে ডিউক আসছেন?'

'অবশ্যই। ইতোমধ্যে হয়তো ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেও গেছেন তিনি।'

'আমার ধারণা ছিল গুজবে কান দেয়ার লোক নও তুমি, ট্রেঞ্চার্ড,' আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অ্যান্থনি।

'গুজব? ওহ্-হো, তুমি তো চিঠিটা পড়নি, তাই না?'

চিন্তার ঝড় উঠল অ্যান্থনির মাথায়। এত দিন ওর ধারণা ছিল এমন কাজ কিছুতেই করতে পারেন না ডিউক। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, লর্ড গ্রে আর ফারগুসনের মত মাথাগরম লোক রয়েছে তার সঙ্গে। তারা যদি ডিউকের মতামত ঘুরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়? যদি সত্যিই চলে আসেন ডিউক? ট্রেঞ্চার্ডের দিকে তাকাল ও।

'চিঠিটা তুমি দেখেছ, নিক?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। এক ঘণ্টা আগে আলবেমার্ল আমাকে দেখিয়েছেন ওটা।'

'কী লেখা আছে ওতে?'

'যা ভেবেছিলাম তাই। চিঠিটা ডিউকের নিজের হাতে লেখা। কয়েকদিনের মধ্যেই এসে পৌঁছাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।'

দাঁতে দাঁত চাপল অ্যান্থনি। 'ঈশ্বর!'

'যাই হোক,' বলে চলল ট্রেঞ্চার্ড। 'আমি তো এদিকে সব গুছিয়ে এনেছিলাম। আমার কথা মেনে নিয়েছিলেন আলবেমার্ল, ব্লেক আর রিচার্ডের অপরাধও প্রায় প্রমাণ হতে বসেছিল। এই সময় তুমি এসে সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

মাথা নাড়ল অ্যান্থনি। 'তাতে কিছু আসে-যায় না। এমনটা কিছুতেই হতে দিতে পারতাম না আমি।'

'নিশ্চয়ই মিস্ট্রেস ওয়েস্টমাকটের কথা শুনে, তাই না?' মাথা নাড়ল ট্রেঞ্চার্ড। 'মেয়েদের কারণে কত পুরুষের যে মাথা খারাপ হলো!'

'এখন ও মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং, ভুলে যেয়ো না,' তাকে মনে করিয়ে দিল অ্যান্থনি। 'আমি চাই না আমার বদলে ওর ভাই ঝুলুক ফাঁসিতে।'

'কীভাবে বাঁচাবে তাকে?'

'সত্যি কথাটা বলে দেব আলবেমার্লকে।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করবে না সে।'

'প্রমাণ করে দেব আমার কথা,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল অ্যান্থনি। চমকে উঠল ট্রেঞ্চার্ড। অ্যান্থনির মতলব আন্দাজ করতে পেরেছে সে। 'আমি সব বলে দেব, নিক। তুমি বরং সময় থাকতে পালিয়ে যাও। ঘোড়ার কথা সেজন্যেই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

BanglaBook.org

'পালাব মানে? অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল ট্রেঞ্চার্ড। 'তোমার এই বিপদের জন্যে আমিই দায়ী। এখন তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না।'

'বোকার মত কথা বোলো না, নিক,' তিরস্কার করল অ্যান্থনি। 'তোমার পরিকল্পনা মত কাজ করো। বার্তাবাহকের কাছ থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাও ভ্যালেন্সির কাছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ওখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার।'

'তা হলে বরং তোমার সঙ্গে যাওয়া আমার আরও বেশি দরকার। একসঙ্গে থাকলে কাজ করতে সুবিধা হবে।'

অসহায় চোখে ট্রেঞ্চার্ডের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল অ্যান্থনি, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। বুঝে গেছে, ওর বন্ধু কিছুতেই নিজের মত থেকে নড়বে না। এ-সময় হঠাৎ খুলে গেল বিচারকক্ষের দরজা। ভেতর থেকে ভেসে এল আলবেমার্লের অধৈর্য গলা।

'বেশ, চলো তা হলে,' বলল অ্যান্থনি। 'যাওয়ার আগে আলবেমার্লের সঙ্গে মোলাকাতটা সেরে আসি।'

ট্রেঞ্চার্ড আর অ্যান্থনি ভেতরে ঢুকতেই আলবেমার্ল বললেন, 'এত দেরি হলো কেন আপনাদের, মি. ওয়াইল্ডিং? এবার বলুন দেখি, কী বলার আছে আপনার।'

'মাই লর্ড,' একটা লম্বা বাউ করে বলতে শুরু করল অ্যান্থনি, 'আমার জানামতে, এ-দুই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে ওই চিঠিটা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নিশ্চয়ই নেই আপনার কাছে।' রিচার্ড আর ব্লেকের দিকে ইশারা করল ও। 'এবং সেই চিঠিটা ঠিক কাকে লেখা হয়েছে, সেটাও আপনারা জানেন না, ঠিক?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন আলবেমার্ল। 'তবে চিঠিটা যেহেতু রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রমাণ, এবং সেটা জেনেও যখন ওরা চিঠিটা লুকিয়ে রেখেছিল, তখন ওদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করাই

BanglaBook.org

যৌক্তিক মনে হয়েছে আমাদের কাছে। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণ করতে যাচ্ছেন না, মি. ওয়াইল্ডিং?'

'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, মাই লর্ড,' গম্ভীর গলায় বলল অ্যান্থনি, 'ঠিক সেটাই করতে চলেছি আমি।'

অবাক হয়ে অ্যান্থনির দিকে তাকাল ব্লেক আর রিচার্ড। কিন্তু সবার আগে রুথের চোখে পড়ল ট্রেঞ্চার্ডের চেহারায় ফুটে ওঠা বিরক্তি। ওর মনে হলো, নিশ্চয়ই অ্যান্থনি ট্রেঞ্চার্ডের মতামত ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। আশার সঞ্চার হলো ওর মনে।

অ্যান্থনির কথা শুনে কুঁচকে উঠল আলবেমার্লের ভ্রূ। সামনে ঝুঁকে বসলেন তিনি। বাকি দুই বিচারকও আগ্রহের আতিশয্যে সামনে এগিয়ে এলেন। 'খুলে বলুন সব,' নির্দেশ দিলেন আলবেমার্ল।

'এই দুই ভদ্রলোক আপনাকে বলেছে যে এক বার্তাবাহকের কাছ থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। কিন্তু চিঠিটার খাম আপনাকে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, বলেছে সেটা কোথায় তাদের জানা নেই। তার কারণ হলো, তাদের কথাবার্তায় আগেই সন্দেহ করেছিল সেই বার্তাবাহক। ফলে গোপনে চিঠির খামটা সরিয়ে ফেলে সে। সেটাকে লুকিয়ে রাখে নিজের হ্যাটের ভেতর, যাতে চিঠিটা বেহাত হয়ে গেলেও কারও বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করা না যায়। খামটা পরে আমার কাছে পৌঁছে দেয় সে। এই যে সেই খাম,' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা দোমড়ানো কাগজ বের করল অ্যান্থনি।

'বার্তাবাহক আপনার কাছে নিয়ে এল কেন খামটা?' গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন আলবেমার্ল।

'কারণ, মাই লর্ড,' বাম হাতে খামটা আলবেমার্লের সামনে রাখতে রাখতে বলল অ্যান্থনি, 'ওই চিঠিটা আসলে আমার কাছেই আসছিল!'

BanglaBook.org

হাঁ করে তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন আলবেমার্ল, তারপর কম্পিত হাতে তুলে নিলেন খামটা। দুই পাশ থেকে কর্নেল লাটরেল আর স্যর ফিলিপসও এগিয়ে এলেন দেখার জন্য। চিঠির লেখা আর খামের উপরের লেখাদুটো মিলিয়ে দেখলেন তাঁরা। তারপর হঠাৎ কাগজদুটো টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেললেন আলবেমার্ল।

'এতক্ষণ ধরে আমাকে সব বকোয়াজ শোনানো হচ্ছিল তা হলে!' প্রচণ্ড রাগে গর্জে উঠলেন তিনি। 'মি. ট্রেঞ্চার্ড, আপনাকে আমি ভদ্রলোক ভেবেছিলাম!' রাগের চোটে থরথর করে কাঁপছে তাঁর থুতনির নিচের ভাঁজগুলো। 'এই দুই বদমাশকে গ্রেফতার করা হোক... এখুনি!'

ভোজবাজির মত একটা পিস্তল উঠে এল অ্যান্থনির হাতে। ডিউকের নাকের নিচে পিস্তলের নলটা ঠেকাল ও, তারপর মধুর গলায় বলল, 'যদি আমার অথবা ট্রেঞ্চার্ডের একটা চুলেরও ক্ষতি করার চেষ্টা করে কেউ, আপনার মহামূল্যবান খুলিটা উড়িয়ে দেব আমি, মহামান্য ডিউক!'

আলবেমার্লের রাগে লাল হয়ে যাওয়া মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। স্যর ফিলিপসের অবস্থাও কমবেশি একই রকম। কেবল কর্নেল লাটরেল শান্ত রয়েছেন, সতর্ক চোখে পরিস্থিতি মাপছেন। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে ডায়ানা আর রুথ, রুদ্ধশ্বাসে দেখছে কী হয়। এমনকী ব্লেকও মনে মনে অ্যান্থনির সাহসের প্রশংসা না করে পারল না।

'বন্ধু নিক,' পিস্তলটা অবিচল হাতে ডিউকের নাকের নিচে ধরে রেখে বলল অ্যান্থনি, 'যাও তো, দরজাটা খুলে ফেলো। চাবিটা বাইরের দিকে রাখবে।' তারপর ডিউকের উদ্দেশে বলল, 'চুপচাপ বসে থাকুন এখানে, যদি জীবনের মায়া থাকে। বাঁচতে চাইলে টুঁ শব্দটাও করবেন না।'

BanglaBook.org

ওদিকে অ্যান্থনির কথা শুনেই দরজার কাছে চলে গেছে নিক। দারুণ মজা পাচ্ছে সে এখন। দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলদের দিকে সতর্ক চোখে তাকাল একবার। কিন্তু কনস্টেবলরা এখন পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নড়ছে না কেউ। সবাই বুঝতে পারছে, অ্যান্থনির শান্ত মনোভাবের আড়ালে লুকিয়ে আছে ইস্পাতের মত শক্ত প্রতিজ্ঞা। এই লোক মুখে যা বলবে, সেটা কাজেও করে দেখাবে। অ্যান্থনির কথা মত দরজা খুলে ফেলল ট্রেঞ্চার্ড, তারপর ডাক দিল বন্ধুকে।

'আমার যাওয়ার সময় হলো,' বলল অ্যান্থনি, তারপর পিছু হেঁটে বেরিয়ে এল বিচারকক্ষ থেকে, পিস্তলের মুখ ডিউকের দিক থেকে এক চুলও নড়েনি। দরজার কাছে এসে আবার বাউ করল, তারপর বলল, 'বিদায়!'

ও বেরিয়ে আসতেই দরজা লাগিয়ে দিল ট্রেঞ্চার্ড, তারপর তালা মেরে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রেলিঙের ওপাশে। দরজার ওপাশে হইচই শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ওরা করিডোর ধরে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে।

রুথ আর ডায়ানার ঘোড়াদুটো নিচে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, তার পাশে বাঁধা রয়েছে অ্যান্থনির রোয়ান ঘোড়াটা। রুথের ছোকরা চাকর ঘোড়াদুটোর শরীর ডলে দিচ্ছে। উঠোনের এক পাশে বসে রয়েছে লাল আর হলুদ ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন সৈনিক। অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ডকে দেখে অলস চোখে তাকাল তারা।

'ঘোড়াটা আমার দরকার, রাজার কাজে লাগবে,' ছোকরা চাকরকে বলল অ্যান্থনি, তারপর তার হাত থেকে প্রায় জোর করেই নিয়ে নিল রুথের ঘোড়ার লাগাম। 'উঠে পড়ো, নিক,' ট্রেঞ্চার্ডকে বলল ও। কথা মত কাজ করল ট্রেঞ্চার্ড। এবার

BanglaBook.org

নিজের ঘোড়ায় উঠে বসল অ্যান্থনি। এক মুহূর্ত পরেই খোলা গেট দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল দু'জন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠোনে বেরিয়ে এলেন তিন বিচারক, রুথ, ডায়ানা, রিচার্ড, ব্লেক এবং বিচারকক্ষে উপস্থিত থাকা কনস্টেবলরা।

'আসামী পালাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠলেন আলবেমার্ল, 'পিছু নাও সবাই!'

ওদিকে নিজের ঘোড়াটা অদৃশ্য হতে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে রুথ। সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না, তাড়াতাড়ি ডায়ানার ঘোড়ায় উঠে বসল ও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন পাগল হয়ে গেল ঘোড়াটা, দাপাদাপি শুরু করল উঠোন জুড়ে। আলবেমার্লের নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গেই পালিত হয়েছে, ঘোড়ায় উঠে বসেছে কয়েকজন সৈনিক। কিন্তু তাদের আর খোলা গেটের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রুথের পাগলা ঘোড়া। কোনোমতেই বাগে আনা যাচ্ছে না ওটাকে।

'এ কী যন্ত্রণা! আপনার ঘোড়া সামলান, মিস্ট্রেস!' গর্জে উঠলেন ডিউক।

'আপনাদের হইচই শুনে ভয় পেয়ে গেছে আমার ঘোড়া,' কোনোমতে জবাব দিল রুথ। আসলে ইচ্ছে করেই ঘোড়াটাকে খেপিয়ে দিয়েছে ও, পালিয়ে যাওয়ার সময় দিতে চাইছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিংকে।

ওদিকে রুথের বিপদ দেখে তাড়াতাড়ি ছোকরা চাকরটা এগিয়ে গেল, শক্ত হাতে চেপে ধরল ঘোড়ার লাগাম। এবার একটু শান্ত হলো ঘোড়া। তাড়াতাড়ি খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সেনাদল।

কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেছে। অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে দুই পলাতক।

BanglaBook.org

বারো

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ড। কিছুক্ষণের মধ্যেই বহু দূরে চলে এল ওরা। যে পথ দিয়ে যাচ্ছে তার পাশেই রেড লায়ন সরাইখানা। এক ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে, ওদের দেখেই গলা চড়িয়ে ডাক দিল সে।

'অ্যান্থনি! নিক! কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

কিন্তু ওরা তখন পালাতে ব্যস্ত, কে ডাকছে দেখার সময় নেই। অগত্যা ওদের পিছু নিল ঘোড়সওয়ার, ডাক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। ট্রেঞ্চার্ডের ধারণা হলো লোকটা নিশ্চয়ই আলবেমার্লের চর। বেশ অনেকদূর যাওয়ার পরেও যখন লোকটাকে খসানো গেল না, তখন সে সিদ্ধান্ত নিল, গুলি করতে হবে ব্যাটাকে। সন্দেহ নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই চিঠি নিয়ে হোয়াইটহলের পথে যাত্রা করবে আলবেমার্লের বার্তাবাহক। এই ঘোড়সওয়ার পিছনে লেগে থাকলে চিঠিটা ছিনতাই করা যাবে না। পথের এক জায়গায় একটা অগভীর নালা বয়ে গেছে, সেটাকে পার হয়ে এসে একটা ঝোপের আড়ালে থামল দু'জন। কিছুক্ষণ পরেই পথের ওপাশে দেখা গেল আগন্তুককে।

'অ্যান্থনি! নিক!' নালার অপর প্রান্তে এসে আবার ডাক দিল সে।

'আরে! এ যে ভ্যালেন্সি,' হঠাৎ ঘোড়সওয়ারকে চিনতে

BanglaBook.org

পারল অ্যান্থনি। ট্রেঞ্চার্ডও চিনতে পারল তাকে। এতক্ষণ শুধু শুধু পালানোর চেষ্টা করেছে বুঝতে পেরে বিড়বিড় করে গালি দিল নিজেকে। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। ওদের দেখে নালা পার হয়ে এ পারে চলে এল ভ্যালেন্সি। তার মুখও লাল হয়ে আছে, হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

'কী হয়েছে? এভাবে ছুটছিলে কেন তোমরা?' জানতে চাইল ভ্যালেন্সি।

'আলবেমার্লের লোক ধাওয়া করেছে আমাদের,' জবাব দিল ট্রেঞ্চার্ড। 'ভেবেছিলাম তুমি তাদের কেউই হবে।'

'তার মানে? কোনও ঝামেলা হয়েছে নাকি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ভ্যালেন্সি।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল অ্যান্থনি।

'তা হলে এখানে দাঁড়ানো উচিত হবে না,' বলল ভ্যালেন্সি। 'যেতে যেতে কথা বলব আমরা। জরুরি কথা আছে।'

'না, এখানেই দাঁড়াব আমরা,' বলল ট্রেঞ্চার্ড। 'সেই বার্তাবাহকের এখান দিয়েই যাওয়ার কথা।'

'কীসের বার্তাবাহক?' জানতে চাইল ভ্যালেন্সি। অল্প কথায় তাকে বুঝিয়ে বলা হলো সবকিছু।

'ওই চিঠির এখন আর কোনও গুরুত্ব নেই,' সব শুনে অধৈর্য গলায় বলল ভ্যালেন্সি, 'ওর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর এতক্ষণে হোয়াইটহলে পৌঁছে গেছে।'

'কী খবর?' জানতে চাইল ট্রেঞ্চার্ড।

'আজ সকালেই ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেছেন ডিউক অভ মনমাথ,' জবাব দিল ভ্যালেন্সি। 'লাইম বন্দরে নোঙর করেছে তাঁর জাহাজ।'

'তুমি ঠিক জানো তো?' অবাক হয়ে গেছে অ্যান্থনি। 'নাকি আরেকটা গুজব শুনে এসেছ?'

BanglaBook.org

'গুজব নয় এটা,' জবাব দিল ভ্যালেন্সি। 'আজ সকালেই লাইম থেকে দুই বার্তাবাহক এসেছে হোয়াইট ল্যাকিংটনে—ডিউক অভ মনমাথের কোষাধ্যক্ষ হেউড ডেয়ার, আর মি. চেম্বারলেইন। ওদের কথা চোখ বুজে বিশ্বাস করা যায়। ডিউকের সঙ্গেই স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছে ওরা, খবরটা দিয়ে ফিরে গেছে লাইমে। ব্রিজওয়াটারে খবরটা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিলাম আমি।'

তা হলে খবরটা সত্যি! প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইল না অ্যান্থনি। কিন্তু প্রমাণ ওর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, বিশ্বাস না করেও উপায় নেই।

'কতজন লোক আছে ডিউকের সঙ্গে?' জানতে চাইল ও।

'একশোর মত হবে, ডেয়ারের কথা অনুযায়ী।'

'মাত্র একশো! এই ক'জন লোক নিয়েই কি ইংল্যাণ্ড দখলের পরিকল্পনা করছেন ডিউক?' তিক্ত গলায় মন্তব্য করল অ্যান্থনি। 'ডিউকের সঙ্গে অস্ত্র বা টাকাপয়সা আছে কিছু?'

'তিনটে জাহাজ নিয়ে এসেছেন তিনি,' জবাব দিল ভ্যালেন্সি। 'আশা করি একেবারে খালি হাতে আসেননি। তা ছাড়া, তিনি ধারণা করছেন প্রোটেস্ট্যাণ্টরা সবাই তাঁকে সমর্থন দেবে।'

হঠাৎ অ্যান্থনির কাঁধ স্পর্শ করল ট্রেঞ্চার্ড ফেলে আসা পথের দিকে ইশারা করল। দূরে ধুলোর মেঘ উড়ছে। কাছে চলে এসেছে আলবেমার্লের বাহিনী। আলবেমার্লের লোকজন ছুটে আসছে, বুঝতে পারল অ্যান্থনি। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল ও।

'এখন কী করবে, অ্যান্থনি?' প্রশ্ন করল ট্রেঞ্চার্ড।

'লাইমে যাচ্ছি আমরা, নিক,' দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অ্যান্থনি। 'এই পরিস্থিতিতে আর কিছু করার নেই। ডিউক যেহেতু চলেই এসেছেন, ওই চিঠি হোয়াইটহলে পৌঁছে গেলেও

BanglaBook.org

আর কিছু আসে-যায় না। লাইমে গিয়ে ডিউককে বুঝিয়ে শুনিয়ে স্কটল্যাণ্ডে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করব, নিজেরাও চলে যাব তাঁর সঙ্গে। এ ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই।'

'এত দূর আসার পর ডিউক ফিরে যাবেন বলে মনে হয় না,' জবাব দিল ট্রেঞ্চার্ড। 'তোমার পকেটের কী অবস্থা?'

'দুই-একটা গিনি আছে হয়তো,' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'তবে ইলমিনিস্টারে যেতে পারলে টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ওদিকে গেলে বেশি দূর যাওয়ার আগেই ধরা পড়ে যাব আমরা,' মন্তব্য করল ট্রেঞ্চার্ড।

'না, একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। চল, রওনা দিই।'

ঘোড়ায় উঠে বসল সবাই। ভ্যালেন্সিও চলল ওদের সঙ্গে। অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ডকে খবরটা জানানোর যে-উদ্দেশ্য ছিল সেটা সফল হয়েছে, এখন আর ব্রিজওয়াটারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই তার। এখন যত দ্রুত সম্ভব লাইমে গিয়ে ডিউক অভ মনমাথের সঙ্গে দেখা করতে চায় সে। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ওরা।

পথটা ধরে মাইলখানেক এগোলে একটা চৌরাস্তা। সেখানে পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল অ্যান্থনি। ওরা যে-পথ ধরে এসেছে সেটা সোজা চলে গেছে ইলমিনিস্টারে। ডান দিকের পথটা ঢুকে গেছে জঙ্গলের ভেতর, আর বাম দিকের পথটা গেছে ব্রিজওয়াটারে। আলবেমার্লের বাহিনী নিশ্চয়ই ধরে নেবে ব্রিজওয়াটারের দিকেই যাবে ওরা। কিন্তু এই মুহূর্তে ইলমিনিস্টারের পথে রওনা দিলে কিছু দূর যাওয়ার আগেই ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কারণ পথটা একেবারে সোজা চলে গেছে প্রায় মাইলখানেক। সুতরাং অ্যান্থনি সিদ্ধান্ত নিল, ডান দিকে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে। আলবেমার্লের বাহিনী ওদের খোঁজে ব্রিজওয়াটারের দিকে চলে গেলেই বেরিয়ে

BanglaBook.org

এসে রওনা হবে ইলমিনিস্টারের পথে। বাকি দু'জন মেনে নিল ওর সিদ্ধান্ত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল আলবেমার্লের বাহিনী। ছয় সৈনিকের ছোট্ট একটা দল, তাদের মাঝে বেসামরিক পোশাক পরা এক লোক। ট্রেঞ্চার্ড ধারণা করল এ-ই সেই বার্তাবাহক। লোকটাকে আক্রমণ করার প্রয়োজন হয়নি বলে মনে মনে স্বস্তি বোধ করল সে। সাতজনের বিরুদ্ধে তারা দু'জন কিছুই করতে পারত না। কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রূ কুঁচকে উঠল তার। বাহিনীর সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, ওই দু'জন কারা? স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেক আর রিচার্ড ওয়েস্টমাকট!

তিক্ত হাসি ফুটল ট্রেঞ্চার্ডের মুখে। দেখা যাচ্ছে আলবেমার্লের বিশ্বাস ফিরে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ব্লেককে।

অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ড পালিয়ে যাওয়ার পরেই আলবেমার্লের কাছে ওদের পিছু নেয়ার অনুমতি চেয়েছে ব্লেক। কর্নেল লাটরেল তার অভিজ্ঞ চোখে বুঝতে পেরেছেন, অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের প্রতি গভীর ঘৃণা পুষে রেখেছে লোকটা। সেটা আলবেমার্লকে বুঝিয়ে বলেছেন তিনি। আলবেমার্লও বুঝতে পেরেছেন, এ-মুহূর্তে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিংকে ধরতে হলে তার শত্রুকেই কাজে লাগাতে হবে। তাই ব্লেকের অনুরোধে আপত্তি করেননি তিনি। ব্লাডহাউণ্ড যেভাবে রক্তের গন্ধ শুঁকে ছুটে চলে, সেভাবেই অ্যান্থনির পিছু নিয়েছে ব্লেক। তার আর রুথের মাঝে পথের কাঁটা এখন এই অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। এই লোকের শেষ না দেখে শান্তি পাবে না সে।

পলাতকদের চোখের সামনেই ব্রিজওয়াটারের দিকে চলে গেল ছোট্ট দলটা, যেমনটা ওরা ভেবেছিল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা। ধীরে ধীরে একটা ছোট্ট পাহাড়ের ওপাশে

BanglaBook.org

বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল আলবেমার্লের বাহিনী। আরও মিনিট দশেক পর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তিনজন, ধীর পায়ে এগোতে শুরু করল রাস্তার দিকে। সতর্ক চোখে খেয়াল রাখছে চারপাশে। হঠাৎ অ্যান্থনির হাত চেপে ধরল ট্রেঞ্চার্ড।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' বলল সে। 'ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাচ্ছি আমি।'

কান পাতল অ্যান্থনি। সত্যিই, ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সতর্ক হয়ে উঠল ও, এক হাত চলে গেল কোমরে বাঁধা তলোয়ারের হাতলে। ট্রেঞ্চার্ড আর ভ্যালেন্সিও আক্রমণের প্রস্তুতি নিল। সবার তীক্ষ্ণ চোখ ফেলে আসা রাস্তার দিকে। সবার মাথায় একই চিন্তা চলছে, আলবেমার্লের লোকরা তো একটু আগেই চলে গেল এই রাস্তা দিয়ে। নতুন কোন্ আপদ এসে জুটল আবার?

কয়েক মুহূর্ত পরে একটা মোড় ঘুরে বেরিয়ে এল তিনটে ঘোড়া। আরোহীদের দেখে একই সঙ্গে অবাক এবং খুশি হয়ে উঠল অ্যান্থনি। রুথ, ডায়ানা আর তাদের সেই ছোকরা চাকরটা। নিশ্চয়ই ব্রিজওয়াটারে ফিরে যাচ্ছে ওরা। ঠিকই ধরেছে ও। অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ড পালিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল লাটরেল ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ওদের জন্য। এখন সেই ঘোড়াতে করেই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ওরা।

অ্যান্থনি খেয়াল করল, ঘোড়ার পিঠে মাথা নিচু করে বসে আছে রুথ, কোনও দিকে তাকাচ্ছে না। যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ কী মনে হলো, ট্রেঞ্চার্ড বাধা দেয়ার আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে রুথের কাছে চলে এল অ্যান্থনি।

'রুথ! দাঁড়াও,' রুথের কাছাকাছি এসে ডাক দিল ও।

চমকে ঘুরে তাকাল রুথ। অ্যান্থনিকে দেখে একটা খুশির ছোঁয়া ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল ওর মুখে। 'তোমাকে ধরতে পারেনি ওরা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও।

BanglaBook.org

পরমুহূর্তেই নিজের অতিরিক্ত আগ্রহের জন্য লজ্জা পেল রুথ। অ্যান্থনি ধরা পড়েনি, এতে ওর এত খুশি হওয়ার কী আছে? সত্যি কথা বলতে... রিচার্ডের প্রাণ বাঁচানোর জন্যই যে অ্যান্থনি এসে হাজির হয়েছিল, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর। অ্যান্থনির সাহস আর মহানুভবতা দেখে সত্যিই অবাক হয়েছে রুথ। ঘোড়ার পিঠে বসে ডায়ানাও ওকে এতক্ষণ এ-কথাই বোঝাচ্ছিল। বলছিল, অ্যান্থনির মত মানুষকে স্বামী হিসেবে পাওয়ায় রুথের গর্ব হওয়া উচিত। রুথও মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছে ডায়ানার কথাটা। মনে মনে ও চাইছিল, আরেকবার দেখা হোক অ্যান্থনির সঙ্গে। তা হলে হয়তো ওকে ধন্যবাদ জানানোর একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই সুযোগটা যে এত দ্রুত মিলে যাবে, ভাবতে পারেনি।

'একটু আগেই ব্রিজওয়াটারের দিকে চলে গেছে ওরা,' রুথের কথার জবাবে বলল অ্যান্থনি। 'খুব তাড়ার ভেতর ছিল বোধ হয়, আমি এত কাছে থাকার পরেও লক্ষ করেনি।'

কোনও কথা বলল না রুথ, কেবল মাথা নিচু করে বসে রইল ঘোড়ার পিঠে। মনে মনে ভাবছে কী বলবে। ওদিকে ডায়ানা সিদ্ধান্ত নিল, কিছুক্ষণ একা থাকতে দেয়া উচিত ওদের দু'জনকে। 'এসো, জেরি, আমরা এগোতে থাকি,' বলে চাকর ছেলেটাকে ডাক দিল সে, তারপর ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইল। তারপর, ডায়ানা বেশ কিছুটা দূরে চলে গেলে অ্যান্থনি বলল, 'তোমাকে কিছু কথা বলার আছে আমার, রুথ।'

ওর গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে চমকে উঠল রুথ। কী বলতে চায় অ্যান্থনি? তারপরেই একটা ব্যাপার মনে পড়ল ওর। অ্যান্থনি বলেছিল, চিঠিটার কথা যদি রুথ ফাঁস না করে তা হলে ওকে বিরক্ত করবে না সে। কিন্তু চিঠিটা এখন

BanglaBook.org

আর গোপন নেই, আলবেমার্লের হাতে চলে গেছে। যদিও ব্যাপারটা রুথের নিজের ইচ্ছায় ঘটেনি। কিন্তু এখন কী করবে অ্যান্থনি? কথাটা চিন্তা করে ফ্যাকাসে হয়ে গেল রুথের মুখ। ব্যাপারটা অ্যান্থনির নজর এড়াল না।

'তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?' প্রশ্ন করল ও।

'না,' মৃদু, কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল রুথ।

'আজ যা হলো, তাতে কি আমি একটা ধন্যবাদ আশা করতে পারি না তোমার কাছে?'

'আমি দুঃখিত। আসলে এখনও তোমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না আমি।'

'কেন?'

'আজ তুমি কেন এসেছিলে টন্টনে? কেন বাঁচালে রিচার্ডকে? শুধু আমার কথাতেই? আসলে কী ছিল তোমার উদ্দেশ্য?'

মৃদু হাসি ফুটল অ্যান্থনির মুখে। 'রুথ,' বলল ও, 'আমাকে বিশ্বাস না করার যথেষ্ট কারণ আছে তোমার, জানি। তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছি আমি, অনেকটা জোর করেই তোমাকে বিয়ে করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, এসবের পিছনে কেবল একটাই কারণ ছিল, সেটা হলো তোমার প্রতি আমার অকুণ্ঠ ভালবাসা। আরেকটা কারণও অবশ্য ছিল। আমি কখনও চাইনি যে আমার জন্য কোনও নিরপরাধ মানুষ শাস্তি পাক। আর সেজন্যই তোমার অনুরোধ পেয়ে আজ স্থির থাকতে পারিনি আমি, ছুটে এসেছিলাম টন্টনে।'

চুপ করে রইল রুথ, কী বলবে বুঝতে পারছে না। এই মানুষটাকে মাঝে মাঝে খুব অচেনা লাগে তার। দারুণ বিপদের খাঁড়া ঝুলছে এখন অ্যান্থনির মাথার উপর, অথচ তা সত্ত্বেও কী শান্ত, আত্মবিশ্বাসী!

'আমি জানতাম আজ টন্টনে এলে আমার বিপদ কেউ

BanglaBook.org

ঠেকাতে পারবে না,' রুথকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে চলল অ্যান্থনি। 'জানতাম, আসল কথা জানার পরে আমাকেই আসামী ঘোষণা করবেন আলবেমার্ল। এতক্ষণে হয়তো আমার মাথার দাম ঘোষণা করাও হয়ে গেছে। আমার সম্পত্তি যা ছিল, সব বাজেয়াপ্ত করা হবে, পথের ভিখিরিতে পরিণত হব আমি। কিন্তু তারপরেও আমি চুপ থাকতে পারিনি, এবং সেটা শুধু তোমার জন্য। এরপরও কি একটুও নরম হবে না আমার প্রতি?'

একটু থামল অ্যান্থনি, রুথের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ওর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আগের মতই চুপ করে রইল রুথ।

'তুমি তো জানো, আমি ডিউক অভ মনমাথের একনিষ্ঠ সমর্থক,' অগত্যা আবার বলে চলল অ্যান্থনি। 'যে-বিদ্রোহ শুরু হয়েছে, তার ফল কী হবে জানি না। ডিউকের উপর আমি কোনোমতেই ভরসা রাখতে পারছি না। এখন লাইমে যাচ্ছি আমি। ডিউক অভ মনমাথ সেখানে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর পক্ষে যুদ্ধে নামব আমি। ফলাফল কী হবে জানি না। হয়তো বিজয়ী হব আমরা, হয়তো ব্যর্থ হব, আগামী গ্রীষ্মের আগেই বিধবা হবে তুমি। আজকের পর আবার কবে আমাদের দেখা হবে জানি না। তাই ভাবলাম কিছু কথা বলে যাই তোমাকে, তোমার মন থেকে আমার প্রতি সন্দেহ কিছুটা হলেও দূর করে যাই। এক দিন হয়তো ঠিকই আমার ভালবাসা বুঝতে পারবে তুমি, কিন্তু সেদিন আমি না-ও থাকতে পারি।'

প্রচণ্ড অনুশোচনায় দগ্ধ হতে শুরু করল রুথ। সত্যিই তো, অ্যান্থনি ইচ্ছে করলেই থেকে যেতে পারত জয়ল্যাণ্ড চেজে। ও হস্তক্ষেপ না করলে এতক্ষণে শাস্তি হয়ে যেত রিচার্ড আর ব্লেকের। কিন্তু তেমন কিছুই করেনি অ্যান্থনি, বরং নিজের সম্মান আর সুনামের পরোয়া না করে ছুটে এসেছে আলবেমার্লের সামনে, দোষ স্বীকার করেছে। এখন আইনের চোখে ও

BanglaBook.org

অপরাধী। রুথকে ভাল না বাসলে এমন কাজ ও কেন করবে? হঠাৎ অশ্রুসজল হয়ে উঠল রুথের দুই চোখ।

'ভুল করেছি আমি, অ্যান্থনি,' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল ও। 'আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

বিষণ্ন হাসি ফুটল অ্যান্থনির ঠোঁটে। 'বোকা মেয়ে,' বলল ও। 'তোমাকে তো অনেক আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি আমি। তা না হলে এ-সময় তোমাকে এত কথা বলতে আসতাম না। আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে, যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে। আমাকে বিদায় দাও, রুথ।'

আর কোনও কথা বলতে পারল না অ্যান্থনি। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে এল জঙ্গলের ধারে, যেখানে ট্রেঞ্চার্ড আর ভ্যালেন্সি অপেক্ষা করছে ওর জন্য। যত দূর দেখা যায় ওর দিকে তাকিয়ে রইল রুথ। একবার ইচ্ছে হলো পেছন থেকে ডাক দেয় অ্যান্থনিকে, ফিরিয়ে আনে ওকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ট্রেঞ্চার্ডের ডাক শোনা গেল।

'আর কতক্ষণ, অ্যান্থনি?' অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে।

নিজেকে সামলে নিল রুথ। ঘোড়ার পেটে পা দাবাল, ব্রিজওয়াটারের পথে ছুটতে শুরু করল ঘোড়া।

BanglaBook.org

তেরো

সন্ধ্যার কিছু আগেই লাইম শহরে প্রবেশ করল অ্যান্থনি, ট্রেঞ্চার্ড

আর ভ্যালেন্সি। পথে ইলমিনিস্টারে থেমে ঘোড়া বদলে নিয়েছে ওরা, সেই সঙ্গে নিজের এক এজেন্টের কাছ থেকে একশো গিনি সংগ্রহ করেছে অ্যান্থনি। তারপর তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে ওরা। সবাই চিন্তায় মগ্ন ছিল, ফলে পুরো পথে তেমন কোনও কথা হয়নি ওদের মাঝে। ডিউকের এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের ধাক্কা এখনও সামলে নিতে পারেনি অ্যান্থনি, গম্ভীর হয়ে আছে ও।

মনমাথের ফিরে আসার খবর ইতোমধ্যেই পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম ইংল্যাণ্ডে তাঁর সমর্থক প্রচুর, ফলে উল্লসিত হয়ে উঠেছে জনতা। বাজারের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। জনতার ছোট ছোট দল দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, মূল শহরের দিকে যাচ্ছে তারা। উদ্দেশ্য, ডিউককে স্বাগত জানানো। কেউ কেউ স্লোগান দিচ্ছে—'প্রটেস্ট্যাণ্ট ডিউক দীর্ঘজীবী হোন!'

'এই মুহূর্তে এমন সমর্থন ডিউকের খুবই দরকার,' স্লোগানটা কানে যেতে বিড়বিড় করে বলে উঠল অ্যান্থনি।

লাইমের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র, অর্থাৎ বাজারের ঠিক মাঝখানে রয়েছে এখন ওরা। কয়েক ঘণ্টা আগেই এখানে মনমাথের পক্ষ থেকে ঘোষণা পড়ে শোনানো হয়েছে। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে ডিউক এখন কোথায় আছেন জেনে নিল ওরা, তারপর এগোল সেদিক লক্ষ্য করে।

কুম্ব স্ট্রিটে আসার পর আরও বেড়ে গেল জনতার ভিড়। তার মাঝ দিয়ে পথ করে এগোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল ওদের জন্য। প্রায় প্রতিটা বাড়ির জানালা খোলা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মহিলারা। আর বাড়ির পুরুষরা জড়ো হয়েছে রাস্তায়। সবাই উল্লসিত, ডিউকের নাম ধরে চিৎকার করছে। ভিড়ের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়।

BanglaBook.org

সবকিছু দেখেশুনে বেশ অবাকই হলো অ্যান্থনি। ট্রেঞ্চার্ডেরও একই অবস্থা। তার ধারণা ছিল, তারা লাইমে পৌঁছানোর আগেই হয়তো বিদ্রোহের সব চিহ্ন মুছে যাবে। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি একেবারেই অন্য রকম। সমস্যাটা হলো, এত মানুষের মাঝ দিয়ে এগোবে কী করে ওরা?

তবে সৌভাগ্যক্রমে অ্যান্থনির পোশাক দেখে তার পদমর্যাদা বুঝতে পারল কয়েকজন। তাদের উল্লসিত চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল জনতা, সরে গিয়ে পথ করে দিল। পথের শেষ প্রান্তে যে-বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এসে এক ছোকরার হাতে ঘোড়াগুলোর ভার ছেড়ে দিল ওরা। এই বাড়িটাই জর্জ সরাইখানা। আপাতত এখানেই নিজের সদর দফতর স্থাপন করেছেন ডিউক অব মনমাথ। ট্রেঞ্চার্ডকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগোল অ্যান্থনি।

বাড়ির সামনে সৈনিকের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। অ্যান্থনিকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। 'এসো, অ্যান্থনি!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তোমার জন্যই অপেক্ষা করছেন ডিউক।' ডিউক এসে পৌঁছানোর পর থেকেই নানা ধরনের লোকজন ছুটে এসেছে তাকে স্বাগত জানাতে, কিন্তু অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের মত অভিজাত কারও আগমন এই প্রথম।

লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল অ্যান্থনি। ক্যাপ্টেন ভেনার। তবে হল্যাণ্ড থেকে আসার পথে তাকে পদোন্নতি দিয়ে কর্নেল বানিয়েছেন ডিউক। ভেনারের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল ও, তারপর ভেতরে ঢুকল।

ওদিকে ঘোড়া থেকে নেমেই এক ছোকরাকে পাকড়াও করল ট্রেঞ্চার্ড। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স হবে ছোকরার, ভিড়ের সঙ্গে মিশে মহা উৎসাহে স্লোগান দিচ্ছে। ট্রেঞ্চার্ড তার কাঁধ চেপে ধরতেই চমকে উঠে পেছনে তাকাল, নিজেকে ছাড়ানোর জন্য

BanglaBook.org

জোরাজুরি করছে।

'ছাড়ো আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল ছোকরা। 'আমি যুদ্ধে যাব।'

'অবশ্যই যাবে, খোকা,' তাকে আশ্বস্ত করল ট্রেঞ্চার্ড। 'আগে আমাদের ঘোড়াগুলোর একটা ব্যবস্থা করো। ভ্যালেন্সি, ছোকরার দিকে খেয়াল রেখো তো। ঘোড়া নিয়ে আবার পালিয়ে না যায়!'

ছেলেটার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল ট্রেঞ্চার্ড। গজগজ করতে করতে ঘোড়াতিনটে নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল ছোকরা। ভ্যালেন্সি গেল তার সঙ্গে।

ওপরতলায় একটা কামরায় বসে ছিলেন ডিউক অভ মনমাথ। এইমাত্র রাতের খাবার খেয়েছেন, খাবারের অবশিষ্ট এখনও টেবিলের উপর ছড়ানো। লাইমে পৌঁছানোর পর জনতার উৎসাহ দেখে দারুণ উল্লসিত হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর ডান পাশে বসে আছে ফারগুসন, ডিউকের প্রধান পরামর্শদাতা। বাম পাশে লর্ড গ্রে আর অ্যাণ্ড্রু ফ্লেচার। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নাথানিয়েল ওয়েড, পেশায় উকিল। ডিউকের সঙ্গেই সুইডেনে পালিয়ে গিয়েছিল সে, এখন আবার ফিরে এসেছে। কোমরের বেল্টে গোঁজা পিস্তল আর তলোয়ার দেখে বোঝা যাচ্ছে এখন সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ওয়েড।

'মেজর ওয়েড, আশা করি খুব দ্রুতই আমাদের অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে যাবে,' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ডিউককে বলতে শুনল অ্যান্থনি। 'তুমি কি একটু দেখবে যেন ওগুলো ঠিকমত বিতরণ করা হয়?'

'অবশ্যই, ইয়োর গ্রেস,' বলে বাউ করে বেরিয়ে গেল ওয়েড। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে ঢুকল অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ড। তাদের দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডিউকের মুখ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, দেখাদেখি ফ্লেচার আর গ্রে-ও। তবে

BanglaBook.org

ফারগুসনের কোনও দিকে খেয়াল নেই, এক মনে একটা কাগজে লিখে চলেছে সে।

'অবশেষে! এসো, অ্যান্থনি,' সোল্লাসে বলে উঠলেন ডিউক।

লম্বা, হালকা-পাতলা শরীরের অধিকারী ডিউক অভ মনমাথ। বেগুনি রঙের স্যুটে দারুণ মানিয়েছে তাঁকে। ডিম্বাকৃতি মুখ, থুতনিতে হালকা একটা খাঁজ। সুদর্শন চেহারা, মাথায় গাঢ় রঙের পরচুলা। এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করল অ্যান্থনি, তারপর পরিচয় করিয়ে দিল ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে।

'ইয়োর গ্রেস, এ হলো নিক ট্রেঞ্চার্ড, জন ট্রেঞ্চার্ডের চাচাতো ভাই,' ট্রেঞ্চার্ডকে দেখিয়ে বলল ও।

ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে করমর্দন করলেন ডিউক, তারপর বললেন, 'জন কোথায়?'

'ইংল্যাণ্ডে নেই ও, ইয়োর গ্রেস,' জবাব দিল ট্রেঞ্চার্ড। 'গ্রেফতার এড়াতে ফ্রান্সে চলে গেছে।'

গম্ভীর হয়ে উঠল ডিউকের মুখ। জন ট্রেঞ্চার্ডের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করেছিলেন তিনি। কথা ছিল তিনি এসে পৌঁছালেই দেড় হাজার সৈনিক নিয়ে হাজির হবে জন ট্রেঞ্চার্ড। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে আশায় গুড়েবালি। তবে খুব দ্রুতই হতাশা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। দুটো চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ডকে। দুই গ্লাস ক্যানারি মদ এনে দেয়া হলো দু'জনকে।

'অ্যান্থনি,' নিজের গ্লাসে কয়েকটা চুমুক দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন ডিউক, 'আমার চিঠি পেয়েছিলে তুমি?'

'না, ইয়োর গ্রেস,' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'চুরি হয়ে গেছে চিঠিটা।'

'চুরি হয়ে গেছে মানে?' চমকে উঠলেন ডিউক।

'অসুবিধে নেই,' তাকে আশ্বস্ত করল অ্যান্থনি। 'চিঠিটা

BanglaBook.org

আজই আমার হাতছাড়া হয়েছে। আপনার আসার খবর এতক্ষণে পৌঁছে গেছে হোয়াইটহলে, সুতরাং ওই চিঠির আর কোনও গুরুত্ব নেই এখন।'

'ওহ,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন ডিউক। প্রশ্ন করলেন, 'আমার এভাবে হঠাৎ ফিরে আসাটা কীভাবে দেখছ তুমি?'

জবাব দিতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না অ্যান্থনি। 'সত্যি কথা বলতে, ইয়োর গ্রেস,' বলল ও, 'ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

চমকে উঠে ওর দিকে তাকাল ফ্লেচার। ফারগুসনও লেখা থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল। আর গ্রে-র মুখে ফুটে উঠল একটা বাঁকা হাসি।

'তাই নাকি?' বললেন তিনি। 'তা হলে তো এই মুহূর্তে আমাদের সুইডেনে ফিরে যাওয়া উচিত।'

'আমি হলে তা-ই করতাম,' মৃদু গলায় বলল অ্যান্থনি। ওর গলায় এমন কিছু একটা ছিল যে অবাক হয়ে গেল সবাই। ব্যঙ্গাত্মক হাসিটা জমে গেল লর্ড গ্রে-র মুখে। কুঁচকে উঠল ফারগুসনের ভ্রূ। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না ডিউক, উপস্থিত সবার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন তিনি।

'আপনার বক্তব্য পরিষ্কার করে বলুন, মি. ওয়াইল্ডিং,' বলল ফ্লেচার।

'হ্যাঁ, অ্যান্থনি,' ফ্লেচারের সঙ্গে তাল মেলালেন ডিউক। নিজে কিছু বলা বা কোনও সিদ্ধান্ত নেয়ার চাইতে অন্যান্যদের কথায় চলতেই বেশি পছন্দ করেন তিনি। 'কী বলতে চাও তুমি?'

'ইয়োর গ্রেস, দু'মাস আগে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছিল, নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার?' বলতে শুরু করল অ্যান্থনি। 'এবং তখন এটাই ঠিক হয়েছিল যে গ্রীষ্মকালটা

BanglaBook.org

আপনি সুইডেনে কাটাবেন। আর আমরা যারা আপনার বিশ্বস্ত, তারা চেষ্টা করব ইংল্যাণ্ডে আপনার সমর্থন বাড়াতে। এবং সে-চেষ্টাই করে যাচ্ছিলাম আমি। কিন্তু কাজটা এক দিনে সম্ভব নয়। যাদেরকে আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার তারা এত সহজে আপনাকে সমর্থন দিতে রাজি হবে না। বোঝার সময় দিতে হবে তাদের। আপনি যদি আর কয়েকটা দিন দেরি করে আসতেন তবে লাভই হতো। রাজা জেমসের প্রতি মানুষের অসন্তোষ দিন দিন বেড়ে চলেছে। হয়তো কোনও রকম রক্তপাত ছাড়াই ইংল্যাণ্ড দখল করে নিতে পারতেন আপনি। কিন্তু...' কথা শেষ না করে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল অ্যান্থনি।

চুপচাপ বসে রইলেন ডিউক। অ্যান্থনির কথাগুলো ভালই প্রভাব ফেলেছে তার উপর। এমনকী বাইরে থেকে ভেসে আসা উত্তেজিত জনতার জয়ধ্বনি, স্লোগান, ইত্যাদি সত্ত্বেও মুষড়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু গ্রে-র কথায় আবার উত্তেজনা ফিরে এল তাঁর মাঝে।

'ওসব কোনও ব্যাপার নয়, অ্যান্থনি!' বললেন গ্রে। 'ঈশ্বর চাইলে এখনই, এ-মুহূর্তেই ইংল্যাণ্ড দখল করতে পারি আমরা।'

'অবশ্যই!' লাফিয়ে উঠলেন ডিউক।

'ডিউকের সিদ্ধান্তের উপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আস্থা রাখব আমরা,' বলল ফারগুসন।

শান্ত হাসিটা ফিরে এল অ্যান্থনির মুখে। 'ইয়োর গ্রেস, আমি কি ধরে নেব যে আপনার এই কথার কোনও নড়চড় হবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন ডিউক। 'তোমার কোনও পরামর্শ থাকলে বলো, অ্যান্থনি,' বললেন তিনি। 'আমি শুনছি।'

'ইয়োর গ্রেস, আমি বলব যে এই মুহূর্তে আপনার হল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও যাব আপনার সঙ্গে। এখানে কিছু

BanglaBook.org

ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি আমি। তবে আমার অনুপস্থিতিতেও এখানে কাজ থেমে থাকবে না। আগামী এক বছরের ভিতরেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুকূলে চলে আসবে। তখনই আমরা আবার পা রাখব ইংল্যাণ্ডে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন লর্ড গ্রে, কিন্তু কিছু বললেন না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল ঘরে। কেউই বুঝতে পারছে না কী বলবে। অবশেষে নীরবতা ভাঙল ফ্লেচার। 'মি. ওয়াইল্ডিং ঠিকই বলেছেন,' বলল সে। 'আর এক বছর পরে এলে অনেক বেশি লোকের সমর্থন পেতাম আমরা।'

'তার মানে?' অবিশ্বাসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ফারগুসন। 'আপনিও কি চাইছেন আমরা ফিরে যাই?'

'না,' জবাব দিল ফ্লেচার। 'আমি সৈনিক, যুদ্ধ করাই আমার কাজ। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি ডিউকের সঙ্গেই থাকব। ঘোষণা পাঠ করা হয়ে গেছে, যুদ্ধ আসন্ন। এখন ফলাফল যাই হোক না কেন, পিছিয়ে যাব না আমি।'

উঠে দাঁড়ালেন গ্রে, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলেন একটা জানালা। নিচ থেকে উল্লসিত জনতার চিৎকার ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে। নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, বললেন, 'ওই যে শুনুন, জনতার চিৎকার। আমার মনে হয় ডিউকের প্রতি তাদের সমর্থনের প্রমাণ ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি আমরা।'

নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন ডিউক, নিজের শূন্য গ্লাসটা ভরে নিলেন। মৃদু হাসি ফুটেছে মুখে। অ্যান্থনির দিকে তাকালেন তিনি।

'তোমার কথা শুনলাম, অ্যান্থনি। আশা করি এখন ফ্লেচারের সঙ্গে তুমিও একমত হবে। কাজে নেমে পড়েছি আমরা, এখন আর ফেরার কোনও পথ নেই।'

BanglaBook.org

মাথা নিচু করল অ্যান্থনি। 'আমার যা বলার ছিল আমি বলেছি। আপনার পক্ষে যখন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন আমার কথার নড়চড় হবে না। যুদ্ধের ময়দানে আমাকে আপনার পাশেই পাবেন।'

আগ্রহী চোখে অ্যান্থনির দিকে চাইলেন ডিউক। ওর শান্ত চেহারা, নম্র আচরণের পেছনে লুকিয়ে থাকা ক্ষুরধার বুদ্ধি আর বিবেচনাবোধের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছেন তিনি, মনে মনে এখন ওর সমর্থন আশা করছেন। কিন্তু ডিউকের পরিকল্পনার দুর্বলতা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছে অ্যান্থনি। ওর পরবর্তী কথাগুলোতে সেটাই প্রকাশ পেল।

'ইংল্যাণ্ডের মানুষ এখন রাজা জেমসের উপর বীতশ্রদ্ধ,' বলল অ্যান্থনি। 'যে-কোনও মূল্যে বিদ্রোহ চায় তারা। কিন্তু তারা নিরস্ত্র, সাধারণ মানুষ। আপনার সঙ্গে তারা যোগ দেবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে কতটুকু সাহায্য হবে জানি না। সবার আগে এখন আপনার দরকার প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী, অস্ত্র আর রসদ। অভিজাত শ্রেণীর সমর্থন ছাড়া সেটা আপনি পাবেন না।'

'তারাও এগিয়ে আসবে, সন্দেহ নেই,' জোর দিয়ে বললেন ডিউক। কখনও কখনও মেয়েদের মতই জেদি হয়ে উঠতে পারেন তিনি, চোখের সামনে প্রমাণ দেখেও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে চান না। এখনও সেই জেদটাই ফুটে উঠেছে তার মাঝে।

'কেউ কেউ হয়তো আসবে, সন্দেহ নেই,' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'কিন্তু আগামী বছর আরও বেশি মানুষের সমর্থন পেতে পারতেন আপনি। ডেভন, সমারসেট, ডরসেট, হ্যাম্পশায়ার, উইল্টশায়ার অথবা চেশায়ার... যাই বলুন না কেন, সবাই যোগ দিত আপনার সঙ্গে।'

এ-সময় হঠাৎ দরজা খুলে এক সৈনিক প্রবেশ করল ভেতরে, তারপর ঘোষণা করল, 'মি. ব্যাটিসকম্ব এইমাত্র এসে

BanglaBook.org

পৌঁছেছেন, ইয়োর গ্রেস।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডিউকের মুখ। 'এখুনি ভিতরে নিয়ে এসো তাঁকে,' বললেন তিনি। তারপর অ্যান্থনির দিকে ফিরে বললেন, 'ব্যাটিসকম্বকে আগেই এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমি। এদিককার কয়েকজন উচ্চপদস্থ লোকজনের সমর্থন আদায় করার ভার ছিল তাঁর ওপর। আশা করি ভাল খবরই নিয়ে এসেছেন তিনি।'

'আমি জানি, জবাব দিল অ্যান্থনি। 'কয়েক সপ্তাহ আগেই তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।'

'ওর সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবে, মিথ্যে ভয় পাচ্ছিলে তুমি,' হাসলেন ডিউক।

কিন্তু আসল খবর অ্যান্থনি জানে। তবে সিদ্ধান্ত নিল, এ মুহূর্তে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চোদ্দ

ডরচেস্টারের লোক মি. ক্রিস্টোফার ব্যাটিসকম্ব, পেশায় উকিল। একটু পরেই ডিউকের সামনে নিয়ে আসা হলো তাঁকে। পরনে কালো পোশাক, মাথায় বিশাল পরচুলা। এত দূর থেকে এসেছেন, কিন্তু পোশাকের কোথাও এক ফোঁটা ময়লা নেই। নিচু হয়ে ডিউকের হাতে চুমু খেলেন তিনি। কিন্তু সৌজন্যের ধার দিয়েও গেলেন না ডিউক, অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলেন, 'বলুন,

BanglaBook.org

মি. ব্যাটিসকম্ব, কী খবর নিয়ে এসেছেন আপনি?'

অ্যান্থনি খেয়াল করল, ফ্যাকাসে হয়ে গেল ব্যাটিসকম্বের মুখ। খবর যে খুব একটা ভাল নয় সেটা তাঁর মুখ দেখেই আন্দাজ করা যাচ্ছে। ডিউকের প্রশ্ন শুনে খুকখুক করে কয়েকবার কাশলেন তিনি, ঠোঁট মুছলেন রুমালে। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'সত্যি কথা বলতে, একেবারেই হঠাৎ করে ফিরে এসেছেন আপনি, ইয়োর গ্রেস। আমার উপর যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা এখনও সম্পূর্ণ পালন করতে পারিনি। এখন আমি স্যর ওয়াল্টার ইয়ঙের কাছ থেকে আসছি, ইয়োর গ্রেস। আপনার আসার খবর পেয়ে আর দেরি করিনি, ছুটে এসেছি এখানে।'

'কী বললেন স্যর ওয়াল্টার?' আশান্বিত গলায় জানতে চাইলেন ডিউক।

ব্যাটিসকম্বের মাথাটা নিচু হয়ে গেল। 'রাজি নন উনি, ইয়োর গ্রেস,' বিষণ্ন গলায় বললেন তিনি। 'হয়তো যখন আপনার প্রতি জনতার এই উচ্ছ্বসিত সমর্থন তাঁর চোখে পড়বে, তখন মত বদলাবেন তিনি।'

উত্তেজনার আতিশয্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ডিউক, আবার ধপ করে বসে পড়লেন তিনি।

'আর বাকিরা? স্যর ফ্রান্সিস রোলস? সিডনি ক্লিফোর্ড?' পাশ থেকে প্রশ্ন করলেন লর্ড গ্রে।

'স্যর ফ্রান্সিস রোলস রাজার সৈন্যদের হাতে বন্দি হয়েছেন। আর সিডনি ক্লিফোর্ড এখনই কোনও মতামত দিতে রাজি নন, আরও সময় চেয়েছেন তিনি,' জবাব দিলেন ব্যাটিসকম্ব।

'লর্ড জারভেস স্কোর্সবি?' জানতে চাইলেন গ্রে।

'আমার মনে হয় লর্ড জারভেসের ব্যাপারে মি. ওয়াইল্ডিংই ভাল বলতে পারবেন,' অ্যান্থনির দিকে তাকালেন ব্যাটিসকম্ব।

BanglaBook.org

সবার চোখ ঘুরে গেল অ্যান্থনির দিকে। তাদের চোখে ফুটে থাকা নীরব প্রশ্নের জবাবে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল অ্যান্থনি। 'তাঁর ব্যাপারে এখনই কিছু বলা যায় না,' বলল ও। 'একটু একটু করে তাঁকে আমাদের দিকে নিয়ে আসছিলাম আমি। কিন্তু পুরোপুরি রাজি করাতে আরও সময় লাগবে।'

হতাশায় ভারি হয়ে উঠল ডিউকের কণ্ঠ। 'কেউই কি যোগ দেবে না আমাদের সঙ্গে?' বিষণ্ন গলায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

জবাবটা যেন তৈরিই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে জানালার দিকে ইঙ্গিত করল ফারগুসন। 'বাইরে অপেক্ষমাণ জনতার উল্লাস কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না, ইয়োর গ্রেস?' প্রশ্ন করল সে।

কিন্তু সেদিকে কান দিলেন না ডিউক। 'মি. ব্যাটিসকম্ব, এমন কেউই কি নেই যাদের উপর নির্ভর করতে পারি আমরা?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন ব্যাটিসকম্ব। তারপর বললেন, 'মি. লেগ আর মি. হুপারের উপর ভরসা রাখা যায়। আশা করি কর্নেল চার্চিলও যোগ দেবেন আমাদের সঙ্গে। তবে তাঁদের সঙ্গে সৈন্য কতজন থাকবে আমি জানি না। মি. জন ট্রেঞ্চার্ডের উপর আমরা ভরসা করেছিলাম, দেড় হাজার সৈনিক দিয়ে আমাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গ্রেফতার এড়াতে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে তাঁকে।'

'সে খবর আমরা মি. নিক ট্রেঞ্চার্ডের কাছ থেকে ইতোমধ্যেই পেয়েছি,' জবাব দিলেন ডিউক। 'টন্টনের মি. হাকার? তার সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'যত দূর বুঝতে পারলাম, মি. হাকারের সমর্থন আমাদের দিকেই। কিন্তু রাজা জেমসের একনিষ্ঠ সমর্থক তাঁর ভাই, সুতরাং মি. হাকার কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

BanglaBook.org

'এমন আর কে আছে, যার সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারি আমরা?'

'লর্ড উইল্টশায়ার, হয়তো,' মিনমিন করে বললেন ব্যাটিসকম্ব। খুব একটা আশা ফুটল না তাঁর কণ্ঠে।

'তা হলে?' হতাশায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ডিউক। 'এত দূর এসে কি ফিরে যাব আমরা?'

'চিন্তা করবেন না, ইয়োর গ্রেস,' তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন গ্রে। 'সাধারণ মানুষ আমাদের পক্ষেই আছে। দলে দলে আসছে তারা, আরও আসবে।'

'তা আসছে,' বলে উঠল অ্যান্থনি। 'কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারব না আমরা।' ডিউকের দিকে তাকাল ও। 'ইয়োর গ্রেস, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি খুব একটা মিথ্যে কথা বলিনি?'

'সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কি আমরা কোনও সাহায্য পাব না?' কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন লর্ড গ্রে।

'ডিউকের জন্য অকাতরে প্রাণ দেবে তারা, সন্দেহ নেই,' গম্ভীর গলায় জবাব দিল অ্যান্থনি। 'কিন্তু তাতে কতদূর লাভ হবে কে জানে!'

'তা হলে এখন কী করব আমি?' ভাঙা গলায় জানতে চাইলেন ডিউক।

উঠে দাঁড়াল অ্যান্থনি। যখন কথা বলল তখন সেই শান্ত, স্বাভাবিক গলা আর শোনা গেল না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টায় উত্তেজনা ফুটে উঠেছে তাতে। 'আপনার করণীয় সম্পর্কে উপদেশ দেয়ার ধৃষ্টতা আমি দেখাব না, ইয়োর গ্রেস,' বলল ও। 'আমাদের সবার কথাই আপনি শুনেছেন। এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আপনার উপর।'

'তার মানে? এখন তো পিছিয়ে যাওয়ার কোনও উপায়

BanglaBook.org

নেই।'

'হ্যাঁ, ইয়োর গ্রেস,' তাকে সমর্থন জানালেন গ্রে। 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা জয়ী হবই!'

'জয়ী হতে হলে আমাদের আরও সৈন্য দরকার, অস্ত্র দরকার। সেগুলোর কী ব্যবস্থা হবে?' তিক্ত জানতে চাইল ফ্লেচার।

'তোমাকেও অ্যান্থনির রোগে ধরেছে দেখতে পাচ্ছি,' বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে বললেন লর্ড গ্রে।

অ্যান্থনির চোখগুলো জ্বলে উঠল। 'একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন আপনি, লর্ড গ্রে,' ঠাণ্ডা গলায় মন্তব্য করল ও।

'ভুলে যাচ্ছি? কী ভুলে যাচ্ছি?' উত্তেজনায় দুই পা এগিয়ে এলেন লর্ড গ্রে, রাগে দাঁত বেরিয়ে এসেছে।

''ভুলে যাচ্ছেন যে ডিউকও উপস্থিত আছেন আমাদের সঙ্গে।'

লাল হয়ে উঠল গ্রে-র মুখ। ক্রোধে থরথর করে কাঁপছেন তিনি, ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে-কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বেন অ্যান্থনির উপরে। অবস্থা গুরুতর বুঝে তাড়াতাড়ি দুই হাত তুলে দু'জনকে থামালেন ডিউক।

'এই মুহূর্তে আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন, এমন কিছু আর ঘটবে না,' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি। 'এমনিতেই আমাদের সংখ্যা অনেক কম। তার মাঝে নিজেদের মাঝে বিবাদের ঝুঁকি আমি কিছুতেই নিতে পারি না। আমি জানি আপনারা দু'জনেই আমাকে সমর্থন করেন, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। নিজেদের মাঝে সব বিবাদ ভুলে এক থাকতে হবে আমাদের।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর মৃদু হাসি ফুটল অ্যান্থনির ঠোঁটে। 'আপনার নির্দেশ শিরোধার্য, ইয়োর গ্রেস,' বলল ও। লর্ড গ্রে-ও ডিউকের নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তবে

BanglaBook.org

অ্যান্থনির মত হাসিমুখে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলেন না, গম্ভীর হয়ে রইল তাঁর মুখ। বললেন, 'আমিও মেনে নিচ্ছি আপনার আদেশ, ইয়োর গ্রেস। তবে এটাও বলে দিচ্ছি, যারা আপনাকে পিছিয়ে যেতে বলছে তারা সবাই কাপুরুষ। এখন যদি আপনি হল্যাণ্ড ফিরে যান তবে ভবিষ্যতে বিজয়ের আর কোনও আশাই থাকবে না। সবাই ধরে নেবে, ভয় পেয়েছেন আপনি। আশা করি মি. ওয়াইল্ডিং আমার কথার মর্ম বুঝতে পারবেন।'

এবার উঠে দাঁড়ালেন ডিউক অভ মনমাথ। 'পিছিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই আমাদের,' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি। 'আমাদের সংখ্যা কম হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই জাতিকে শোষণ আর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি আমরা। নিশ্চয়ই ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন।'

বেশ সাহসী সুরেই কথাগুলো বললেন ডিউক, কিন্তু আসলে কথাগুলো গ্রে আর ফারগুসনের মতামতের প্রতিধ্বনি মাত্র। শুরু থেকেই ডিউককে ইংল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে তারা, এমনকী ডিউকের লোকবল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম জেনেও। ইতিহাসে তাদের উল্লেখ আছে ঠিকই, কিন্তু কী উদ্দেশ্যে তারা এ কাজ করেছিল কেউ জানে না।

সে রাতে একই কামরায় থাকার ব্যবস্থা হলো অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ডের। রাতে খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল অ্যান্থনি, এই সময় কামরায় ঢুকল ট্রেঞ্চার্ড। চিন্তায় ভারি হয়ে আছে মুখ। অ্যান্থনির বিছানার পাশে এসে বসল সে, তারপর প্রশ্ন করল, 'অ্যান্থনি, ডিউকের ইংল্যাণ্ড আক্রমণ নিয়ে গ্রে আর ফারগুসনের এত মাথাব্যথা কেন বলতে পারো? পিছিয়ে যাওয়ার কথা শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছে কেন ওরা?'

মাথা নাড়ল অ্যান্থনি। 'জানি না। ওদের ভাব-ভঙ্গি আমার

BanglaBook.org

কাছেও সন্দেহজনক লাগছে। কিন্তু কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'লেডি গ্রে-র সঙ্গে ডিউক অভ মনমাথের সম্পর্ক নিয়ে কিছু গুজব এসেছে আমার কানে...' কথা শেষ না করে থেমে গেল ট্রেঞ্চার্ড।

বিছানায় উঠে বসল অ্যান্থনি। 'তোমার কি ধারণা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই কাজ করছে গ্রে?' প্রশ্ন করল ও। তারপর ট্রেঞ্চার্ডের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই বলল, 'আমার তা মনে হয় না। এত দুর্বুদ্ধি এমনকী গ্রে-র মাথাতেও আসবে না।'

'হয়তো,' নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল ট্রেঞ্চার্ড। 'হয়তো না। আমরা বোধহয় ভুলই করছি, অ্যান্থনি। এত বড় একটা দায়িত্বের ভার কিছুতেই সামলাতে পারবেন না ডিউক। যাই হোক, অনেক দূর চলে এসেছি আমরা। এখন আর পেছানোর উপায় নেই। বাঁচি আর মরি, ডিউকের সঙ্গেই থাকতে হবে আমাদের। তবে ওই চিঠিটা যদি রিচার্ডের হাতে না পড়ত, তা হলে আজ আমি কিছুতেই ডিউকের সঙ্গে থাকতাম না, এটুকু বলতে পারি।'

'আমিও না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যান্থনি। 'এখন যা হতে যাচ্ছে তাকে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।'

'ঠিক,' বলতে বলতে পাশ ফিরে শুল ট্রেঞ্চার্ড। 'কী কুক্ষণেই যে আজ টন্টনে আসার কথা মনে হয়েছিল তোমার,' বলল সে। কয়েক মুহূর্ত পরে বিড়বিড় করে বলল, 'আর কী কুক্ষণেই যে বিয়েটা করেছিলে!'

BanglaBook.org

পনেরো

শুক্রবার সকালে শহরে জড়ো হতে শুরু করল মনমাথের সমর্থকরা। পুরো শহর সচকিত হয়ে উঠল তাদের উপস্থিতিতে। সেদিন বিকেলের মধ্যেই তাদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল এক হাজার পদাতিক, আর দেড়শো ঘোড়সওয়ারে। তাদের হইচই, অস্ত্রের ঝনঝনানি আর অফিসারদের হাঁকডাকে সচকিত হয়ে উঠল শহরের রাস্তাঘাট। শেষ পর্যন্ত মনমাথও নিজের বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। মনে মনে ধরে নিয়েছেন, এই জনতা সঙ্গে থাকলে বিজয় অবশ্যম্ভাবী। শনিবারে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল লেগ আর হুপার, সেই সঙ্গে কর্নেল জশুয়া চার্চিল। ক্যাপ্টেন ম্যাথিউস খবর আনল, আলবেমার্লের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পারলে লর্ড উইল্টশায়ার আর হ্যাম্পশায়ারের লোকজনও হয়তো ডিউকের সঙ্গে যোগ দেবে।

ওদিকে আরও লোক এসে জড়ো হচ্ছে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রের অভাবে ফিরে যেতে হচ্ছে তাদের। গুজব উঠেছিল, ত্রিশ হাজার সৈন্যের অস্ত্র আছে ডিউকের কাছে। মনমাথও তেমন বড়াই করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু খুব বেশি হলে পনেরোশো লোকের অস্ত্র আছে তাঁর কাছে। ব্যাপারস্যাপার দেখে খেপে উঠল ট্রেঞ্চার্ড। কিছুটা মুষড়ে পড়ল অ্যান্থনিও। ফ্লেচার অবশ্য এত কিছু দেখছে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধযাত্রা করতে চায়

BanglaBook.org

সে। তার ধারণা, বেশি দেরি করলে যারা এসেছে তারাও আর থাকবে না, হতাশ হয়ে পালিয়ে যাবে।

ফ্লেচারের সঙ্গে একমত হলো অ্যান্থনিও। যারা ডিউকের দলে যোগ দিচ্ছে তাদের বেশিরভাগই নবিশ, কয়েকদিন যেতে না যেতেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। যা করার করতে হবে এখনই। কিন্তু আগের মতই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন ডিউক। গ্রে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে কথা না বলে কিছু করতে রাজি নন তিনি। অবশেষে ঠিক হলো রাতে একটা মিটিং ডাকা হবে, সেখানেই ঠিক হবে পরবর্তী করণীয়। কিন্তু সবার অলক্ষে মুচকি হাসল নিয়তি।

সেদিন সন্ধ্যায় শহরে প্রবেশ করল টন্টনের স্বর্ণকার হেউড ডেয়ার। চল্লিশ অশ্বারোহী রয়েছে তার সঙ্গে। নিজেও বসে আছে দারুণ সুন্দর একটা ঘোড়ায়। কে জানত, এই ঘোড়াই তার কাল হবে?

একটু আগেই খবর এসেছে, আট মাইল দূরে ব্রিডপোর্ট বলে একটা জায়গায় তাঁবু ফেলেছে একদল সৈন্য। অ্যান্থনি এবং ফ্লেচার সিদ্ধান্ত নিল, এই মুহূর্তে ওদের উপর আক্রমণ চালানো উচিত। প্রথমবারের মত লর্ড গ্রে-ও ওদের সঙ্গে একমত হলেন। নিজের ঘোড়া তৈরি করতে আস্তাবলে চলে গেল ফ্লেচার। এবং সেখানেই হেউড ডেয়ারের শক্তিশালী ঘোড়াটা চোখে পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল এই ঘোড়া তার চাই। যেই ভাবা সেই কাজ। ঘোড়াটা আস্তাবল থেকে বের করে আনল সে। চড়ে বসতে যাবে, এই সময় তাকে বাধা দিল ডেয়ার।

'অ্যাই!' ধমকে উঠল স্বর্ণকার, 'কী করছ তুমি?' চাঁছাছোলা স্বভাবের মানুষ সে, কখনও ভদ্রতার ধার ধরে না।

রেকাবে এক পা রেখে থমকে দাঁড়াল ফ্লেচার। তাচ্ছিল্যের চোখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপল ডেয়ারকে, তারপর বলল,

BanglaBook.org

'দেখতে পাচ্ছ না? ঘোড়ায় চড়ছি।'

তার কোটের এক কোনা ধরে টেনে সরিয়ে আনল ডেয়ার। বলল, 'তুমি জানো যে এই ঘোড়াটা আমার?'

ফ্লেচারও মাঝে মাঝে দারুণ মেজাজী হয়ে উঠতে পারে। 'তোমার মানে?' চেষ্টাকৃত শান্ত গলায় জানতে চাইল সে, ভেতরে ভেতরে তেতে উঠছে।

'হ্যাঁ, আমার। ফোর্ড অ্যাবি থেকে কিনে এনেছি।' বলে ফ্লেচারের হাত থেকে লাগামটা এক রকম কেড়েই নিল ডেয়ার।

'এই ঘোড়া এখন ডিউকের, ডেয়ার,' বলল ফ্লেচার, বহু কষ্টে সামলাচ্ছে নিজেকে।

ওদিকে গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে আস্তাবলের মাঝে লোক জড়ো হতে শুরু করেছে। বেশ উত্তেজিত তারা। সবাই বুঝতে পারছে, যে-কোনও মুহূর্তে একটা লড়াই শুরু হবে। কে একজন উঁচু গলায় ডেয়ারের পক্ষে বাজিও ধরে বসল। কথাটা ডেয়ারের কানে গেল, আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল সে।

'তাই নাকি?' বলল ডেয়ার। 'এসো দেখি, পারলে নিয়ে যাও ঘোড়াটা।'

'এই ঘোড়ার মালিক এখন তুমিও নও, আমিও নই,' জবাব দিল ফ্লেচার। 'ডিউকের নামে একে দখল করছি আমি,' বলে লাগামটা ডেয়ারের হাত থেকে কেড়ে নিল সে।

'হারামজাদা, চোর!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডেয়ার, তারপর আরেক হাতে থাকা চাবুকটা মেরে বসল ফ্লেচারের পিঠে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফ্লেচারের বেল্টে ঝুলছিল একটা পিস্তল। চাবুকের ঘা খেয়ে আর সহ্য হলো না তার, এক টানে পিস্তলটা বের করে আনল সে। রাগের চোটে চোখে অন্ধকার দেখছে। কত বড় সাহস ব্যাটা স্বর্ণকারের, তার গায়ে চাবুক মারে!

BanglaBook.org

'আরে! আমি...' নাকের সামনে পিস্তলের উদ্যত নল দেখে পিছিয়ে যেতে চাইল ডেয়ার। কিন্তু আর কিছু বলার সুযোগ হলো না তার, গর্জে উঠল পিস্তল। মাটিতে আছড়ে পড়ল ডেয়ারের প্রাণহীন দেহ। এক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেল উত্তেজিত জনতা।

ফ্লেচার পরে বলেছিল যে ডেয়ারকে খুন করতে চায়নি সে। কেবল ভয় দেখানোর জন্যই বের করেছিল পিস্তলটা। তাড়াহুড়োয় চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তার কথা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য ডেয়ার তখন আর বেঁচে নেই।

গুলির শব্দ হওয়ার এক মুহূর্ত পরেই হইচই পড়ে গেল আস্তাবলের ভেতর। কয়েকজন এসে চেপে ধরল ফ্লেচারকে। ঘটনা সবাই দেখেছে। মোটেই দুর্ঘটনা নয় এটা। তবে ফ্লেচারেরও গুলি করার যথেষ্ট কারণ ছিল। ডিউকের সামনে হাজির করা হলো তাকে। ডেয়ারের ছেলে, যে নিজেও ডিউকের বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, দলবল নিয়ে এসে তার বাবার খুনীর উপযুক্ত শাস্তি দাবি করল। সব দেখেশুনে বেশ হকচকিয়ে গেলেন ডিউক।

ফ্লেচারের যোগ্যতার কথা ভালই জানে অ্যাস্থনি। ডিউককে বলল, এই মুহূর্তে ফ্লেচারকে কোনও শাস্তি দেয়া ঠিক হবে না, তাতে মোড় ঘুরে যেতে পারে যুদ্ধের। সাক্ষীরা বলছে আঘাত করা হয়েছে ফ্লেচারকে, রাগের মাথায় এমন একটা কাজ করতেই পারে সে। কিন্তু ডেয়ারের ছেলে আর তার দলবল দারুণ খেপে আছে। একটা হেস্তনেস্ত না করে এখান থেকে নড়তে রাজি নয় তারা। অ্যাস্থনি ডিউককে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত ডেয়ারের ছেলের কথাই শোনার সিদ্ধান্ত নিলেন ডিউক। ফলে অ্যাণ্ড্রু ফ্লেচার পর্বের সমাপ্তি ঘটল এখানেই। তাকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দিলেন

BanglaBook.org

ডিউক, জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বললেন এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে বিদায় হতে। আসন্ন যুদ্ধে একমাত্র যে মানুষটার যোগ্যতা ছিল নেতৃত্ব দেয়ার, তাকেই ত্যাগ করলেন তিনি।

তবে হাল ছাড়ল না অ্যান্থনি। ওর চাপাচাপিতে একসময় ডিউক সিদ্ধান্ত নিলেন, পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে ফ্লেচার। সেই অনুযায়ী ফ্লেচারকে খবর পাঠানো হলো। ব্যাপারটা আরও খেপিয়ে তুলল লর্ড গ্রে-কে।

ফ্লেচারকে সরিয়ে দেয়ার ফল ফলতে খুব বেশি দেরি হলো না। পরদিন ভোরে ব্রিডপোর্টের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো ডিউকের বাহিনী। ফ্লেচার না থাকায় তার অধীনের সৈন্যদেরও মনোবল ভেঙে গেছে। ভয় পেয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলেন লর্ড গ্রে। সব শুনে ডিউকের কাছে তীব্র ভাষায় ঝাল ঝাড়ল অ্যান্থনি।

ঘটনা শুনে দারুণ মুষড়ে পড়লেন ডিউক, পরবর্তী করণীয় কী হবে জানতে চাইলেন অ্যান্থনির কাছে।

'এমন ঘটনা আরও ঘটলে সৈন্যদের মনোবল পুরোপুরি ভেঙে পড়বে,' শক্ত গলায় জবাব দিল অ্যান্থনি। কর্নেল ম্যাথিউসও সমর্থন জানাল ওকে। লর্ড গ্রে-র এই অপ্রত্যাশিত পলায়নের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত বলে মতামত দিল ওরা।

ভাব দেখে মনে হলো ওদের কথা মেনে নিয়েছেন ডিউক। ওদের বাইরে যেতে বলে লর্ড গ্রে-কে ডেকে পাঠালেন তিনি। কিন্তু এক ঘণ্টা পর যখন ফিরে এল অ্যান্থনি আর ম্যাথিউস, দেখা গেল গ্রে-র সঙ্গে আগের মতই সহজ আচরণ করছেন মনমাথ। লর্ড গ্রে বরাবরই ডিউকের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন, এবং এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

মিটিং শুরু হলো এবার। চারদিক থেকে ঘিরে আসছে রাজার সেনাবাহিনী। যত দ্রুত সম্ভব পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরি করতে

BanglaBook.org

হবে। সে উদ্দেশ্যেই মিটিং ডেকেছেন ডিউক। অ্যান্থনিসহ ডিউকের প্রধান প্রধান সমর্থকরা উপস্থিত থাকল মিটিঙে।

প্রথমেই গ্রে কথা বলে উঠলেন। ভাব দেখে মনে হচ্ছে নিজের কাজে একটুও লজ্জিত নন তিনি। সহজ গলায় বললেন, 'এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত আমাদের। শত্রুরা এগিয়ে আসছে। বেশিক্ষণ লাইমে থাকলে ফাঁদে পড়ে যাব আমরা। আমার মতে এখন আমাদের গ্লচেস্টারে সরে যাওয়া উচিত। সেখানে চেশায়ারবাসীদের সাহায্য পাওয়া যাবে।'

এর আগে ফ্লেচার এক্সিটারে আক্রমণ করতে চেয়েছিল, যাতে সেখান থেকে অস্ত্রের অভাব পূরণ করা যায়। এবার সে কথা ডিউককে স্মরণ করিয়ে দিল ম্যাথিউস।

অ্যান্থনিও সমর্থন করল তাকে। 'অবশ্যই, মাই লর্ড। তা ছাড়া আমার ধারণা এক্সিটারের বেশিরভাগ মানুষ এবং সৈন্য আমাদের পক্ষেই থাকবে। যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের দলে চলে আসবে তারা।'

'এমন ধারণা কেন হচ্ছে তোমার?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন গ্রে।

'এ ধরনের ব্যাপারে কখনোই শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে এই এলাকা এবং এখানকার মানুষদের চিনি আমি। সেজন্যই এ কথা বলছি,' জবাব দিল অ্যান্থনি।

'অ্যান্থনির ওপর আমার আস্থা আছে, ইয়োর গ্রেস,' বলল ম্যাথিউস।

'আমারও, কর্নেল ম্যাথিউস,' জবাব দিলেন ডিউক। 'আমার মনে হয় এটাই করা উচিত আমাদের।'

'ভেবে দেখুন, মাই লর্ড, এক্সিটারে যেতে হলে আগে আলবেমার্লের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের,' প্রতিবাদ করলেন লর্ড গ্রে।

BanglaBook.org

'ঠিকই তো, অ্যান্থনি,' দ্বিধান্বিত গলায় বলে উঠলেন মনমাথ। 'পথেই আমাদের জন্য ওত পেতে বসে থাকবে আলবেমার্ল।'

'তা ঠিক, কিন্তু আলবেমার্লের সৈন্যরা যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়?' মনে করিয়ে দিল অ্যান্থনি। 'সেক্ষেত্রে আলবেমার্লকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই থাকবে না আমাদের। আর তেমন কিছু না হলেও যথেষ্ট সৈন্য আছে আমাদের সঙ্গে। যুদ্ধে আমাদের বিজয় হবেই। আমি বলব এক্সিটার আক্রমণ করাই এখন সবচেয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত।'

'না,' প্রতিবাদ করলেন গ্রে। 'আমাদের লোকেরা এখনও যুদ্ধের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পায়নি।'

'অস্ত্রের অভাবে অনেক লোককে ফিরিয়ে দিচ্ছি আমরা,' শান্ত গলায় জবাব দিল অ্যান্থনি। 'এখন প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে সময় নষ্ট করার উপায় নেই। বেশি দেরি হলে যারা এখন আমাদের সঙ্গে আছে তারাও থাকবে না,' বলল ও। সমর্থনের গুঞ্জন উঠল ঘরের মাঝে। রেগে গেলেন গ্রে।

'কিন্তু সবাই তো আর খালিহাতে আসছে না,' চড়া গলায় প্রতিবাদ করলেন তিনি। 'হ্যাম্পশায়ারের লোকরা নিজেদের অস্ত্র নিয়ে এসেছে। এমন আরও অনেকেই আসবে।'

'হ্যাঁ,' বলল অ্যান্থনি, 'রাজার সেনাবাহিনী চলে আসবে এবার অস্ত্র নিয়ে।'

'তোমরা এই ঝগড়া বন্ধ করবে?' অধীর গলায় বলে উঠলেন ডিউক। 'কাজের কথায় এসো। এক্সিটার আক্রমণ যদি সফল হয়...'

'হবে না,' তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন গ্রে।

তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল সবাই। ডিউকের মুখের উপর প্রতিবাদ করার সাহস পেলেন কীভাবে লর্ড গ্রে? কিন্তু

BanglaBook.org

সবাই আরও অবাক হলো ডিউকের ব্যবহারে। এমন বেয়াদবির পরেও গ্রে-কে কিছু বললেন না ডিউক, কেবল চিন্তিত চোখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

'ইয়োর গ্রেস,' হতাশ গলায় বলল অ্যান্থনি। 'আপনার সমর্থকদের এমন গোয়ার্তুমি দেখে সত্যিই অবাক হচ্ছি। যাই হোক, আমি শুধু এটাই বলব যে হঠাৎ করে আক্রমণ করে বসলে ওরা চমকে যাবে, সেই সুবিধাটা নিতে পারব আমরা।'

'তা ঠিক,' নিস্তেজ গলায় বললেন মনমাথ। গ্রে-র দিকে তাকালেন তিনি, যেন তাঁর মতামতের অপেক্ষা করছেন।

'আমার আর কিছু বলার নেই,' হাল ছেড়ে দিল অ্যান্থনি। 'আর কেউ কিছু বলতে চাইলে বলুক।'

'হঠাৎ আক্রমণ করে কোনও সুবিধা করতে পারব না আমরা,' বললেন গ্রে।

আর কোনও কথা বলল না কেউ। বুঝে গেছে, গ্রে-র মতামতই ডিউকের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। ঠিক হলো, টন্টন, ব্রিজওয়াটার এবং ব্রিস্টল হয়ে গ্লচেস্টার যাবেন ডিউক। মিটিং শেষ করার আগে অ্যান্থনি এবং গ্রে-কে হাত মেলানোর নির্দেশ দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে সাবধান করে দিলেন, ভবিষ্যতে যেন এই ঝগড়া আর না দেখা যায়।

অগত্যা ক্ষমা চেয়ে নিল অ্যান্থনি, কিন্তু খুব সাবধানে বাছাই করল শব্দগুলো। 'আশা করব আমার কথায় লর্ড গ্রে কিছু মনে করেননি,' বলল ও। 'আমার কথাগুলোর পেছনে কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না।'

সবাই বেরিয়ে গেল রুম থেকে। এবার ডিউকের কেরানী ফারগুসন ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তাঁর দিকে। অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিংকে ডিউকের বাহিনী থেকে দূরে পাঠিয়ে দেয়ার পরামর্শ দিল সে।

BanglaBook.org

'না হলে ওদের মাঝে আবার ঝামেলা বাধবে,' বলল সে। 'ফ্লেচার আর ডেয়ারের ওই ঘটনার মত আরেকটা ঘটনা ঘটবে।'

'তুমি বলতে চাইছ ওয়াইল্ডিংকে বরখাস্ত করব আমি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ডিউক। 'তাতে আমার লোকদের মাঝে কী প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারছ?'

'বরখাস্ত করার কথা বলছি না আমি,' জবাব দিল ফারগুসন। 'শুধু বলছি তাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে।'

'কোথায়?' প্রশ্ন করলেন ডিউক।

'লণ্ডন পাঠিয়ে দিন তাকে। ড্যানভারসের সঙ্গে দেখা করতে বলুন, সেই সঙ্গে আপনার পক্ষে আরও কিছু লোক জোগাড় করার চেষ্টা করুক সে।' গলা নামিয়ে আনল ফারগুসন। 'সেই সঙ্গে সম্ভব হলে সাণ্ডারল্যাণ্ডের সঙ্গেও একবার দেখা করে আসুক।'

প্রস্তাবটায় খুশি হলেন ডিউক। তখনই আবার অ্যান্থনিকে ডেকে পাঠালেন তিনি। নির্দেশটা শুনে অ্যান্থনিও যে খুব একটা বেজার হলো তা বলা যাবে না। ডিউকের আশপাশে থাকতে আর ভাল লাগছে না ওর।

সে রাতেই বেরিয়ে পড়ল অ্যান্থনি। বেশ মুষড়ে পড়ল ট্রেঞ্চার্ড। যেমন উত্তাল সময় যাচ্ছে এখন, আবার কবে দু'জনের দেখা হবে কে জানে!

ইতিহাস থেকে এখন আমরা জানি, সে রাতে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিংকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে হয়তো খুব একটা ভাল করেননি ডিউক। ডিউকের সঙ্গে থেকে গেলে অ্যান্থনি আর লর্ড গ্রে-র মাঝে লড়াই বাধতই। আর অ্যান্থনি সম্পর্কে আমরা যতটুকু জেনেছি, তাতে এটা মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে সে লড়াইয়ে পরাজিত হতেন লর্ড গ্রে। আর তা হলে হয়তো ডিউক অভ মনমাথের বিদ্রোহের এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটত না।

BanglaBook.org

ষোলো

জুনের চোদ্দ তারিখে লাইম ছেড়ে লণ্ডনের উদ্দেশে রওনা দিল অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং, আর ফিরে এল ঠিক তিন সপ্তাহ পর। ব্রিজওয়াটারে মনমাথের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল ও। অনেক কিছু ঘটে গেছে এর মধ্যে, সেগুলোর কোনোটাই যে খুব একটা সন্তোষজনক তা বলা যায় না। লণ্ডন যেতে অবশ্য খুব একটা কষ্ট হয়নি ওর। পথে কয়েক জায়গায় মামুলি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছে কেবল। রাজার সৈন্যরা আশা করছে না যে মনমাথের সমর্থকরা খোদ লণ্ডনে আস্তানা গাড়ার সাহস পাবে। অবস্থা দেখে কিছুটা আশান্বিত হয়ে উঠেছিল ও। কিন্তু লণ্ডনে পৌঁছানোর পর সেই আশা ভঙ্গ হতে দেরি হলো না।

দেশের বাকি অংশের মতই লণ্ডনের মানুষ এখনও মনমাথকে সমর্থন দেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল এমন অনেকেই আছে, কিন্তু ডিউকের পক্ষে লড়াই করার মত ক'জনকে পাওয়া যাবে বলা মুশকিল। এমনকী ডিউকের সমর্থক যারা আছে তারাও এখনই বিদ্রোহ শুরু করতে রাজি নয়।

ডিউক অভ মনমাথের অন্যতম প্রধান সমর্থক কর্নেল ড্যানভারসের সঙ্গে দেখা করল অ্যান্থনি। তার পরামর্শ অনুযায়ী কভেন্ট গার্ডেন নামে একটা বাড়িতে উঠল। লণ্ডনে পৌঁছেই কাজে নেমে পড়ল ও। জানতে পারল রয়াল এক্সচেঞ্জে ডিউক

BanglaBook.org

অভ মনমাথের ঘোষণাপত্র জনসমক্ষে পোড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, প্রাক্তন রাজার সঙ্গে লুসি ওয়াল্টারস, অর্থাৎ ডিউকের মায়ের বিয়ে হয়েছিল–এমন কথা যে বলবে তাকেই রাজদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করা হবে। মনমাথের সমর্থকদের পছন্দের জায়গা বুল'স হেড সরাইখানায় অনেকের সঙ্গেই দেখা করল অ্যান্থনি। কিন্তু কেউই কোনও আশার বাণী শোনাতে পারল না। তাড়াহুড়ো করে কোনও কিছু করতে রাজি নন কর্নেল ড্যানভারস। বাকিরাও একই রকম মতামত জানাল।

ওদিকে কার্ক ও চার্চিলের নেতৃত্বে বিশাল সেনাদল পাঠানো হয়েছে বিদ্রোহ দমন করতে। বিশাল অঙ্কের খরচ করতে প্রস্তুত পার্লামেন্ট। নানা রকমের খবর শুনে উত্তেজনায় কাঁপছে লণ্ডন শহর। ডিউক অভ মনমাথের পরামর্শদাতারা যা বলেছিলেন ঠিক তার উল্টোটা ঘটছে। মনমাথ ভেবেছিলেন রাজা জেমস হয়তো বিদ্রোহের খবরে ভয় পেয়ে যাবেন, নিজের চারপাশেই রাখবেন তার সৈন্যদের। কিন্তু রাজা তা না করে বরং প্রায় সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছেন বিদ্রোহ দমন করতে। লণ্ডনে এখন সৈন্যদের সংখ্যা খুবই কম। এটাই লণ্ডনে বিদ্রোহের সূচনা করার উৎকৃষ্ট সময়। খুব সহজেই জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মনমাথের। যারা বিদ্রোহে ভূমিকা রাখতে ভয় পাচ্ছে তাদের সাহস জোগানোর জন্যও এটাই উৎকৃষ্ট সময়। খোদ লণ্ডনে বিদ্রোহের গন্ধ পেলে ভয় পেয়ে যাবেন রাজা জেমস, লণ্ডনে ফিরিয়ে আনতে চাইবেন সৈন্যদের। ফলে দেশের অন্যান্য জায়গায় বিভ্রান্তি তৈরি হবে, ঘোলা পানিতে অনায়াসে মাছ শিকার করতে পারবেন ডিউক অভ মনমাথ।

ব্যাপারটা কর্নেল ড্যানভারসকে বোঝাতে চাইল অ্যান্থনি। বলল, পরিস্থিতি সবই তাদের অনুকূলে, এখন কেবল একজন যোগ্য নেতার দরকার। কিন্তু বাইরে শক্ত ভাব দেখালেও আদতে

BanglaBook.org

ভীতু মানুষ কর্নেল। নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে অ্যান্থনিকে নিরুৎসাহিত করতে চাইলেন তিনি। তারপরেও অ্যান্থনি জেদ ধরে রইল দেখে রেগে গেলেন, বললেন তা হলে অ্যান্থনি নিজেই লণ্ডনে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছে না কেন?

হয়তো সেটাই করত অ্যান্থনি। কিন্তু লণ্ডনে ওকে চেনে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। এটা ভাবা নিতান্তই বোকামি যে ডিউকের পতাকা তুলে ধরলেই মানুষ দলে দলে এসে যোগ দেবে ওর সঙ্গে।

কয়েকদিনের মধ্যে নানা রকম গুজব ভেসে বেড়াতে শুরু করল শহরে। প্রায় বিশ হাজার সৈন্য নাকি যোগ দিয়েছে ডিউক অভ মনমাথের সঙ্গে, তাদের সামনে দাঁড়াতেই পারছে না রাজার সেনাবাহিনী। আলবেমার্লের সৈন্যরা নাকি মনমাথের সামনে চম্পট দিয়েছে। সুযোগ বুঝে আবারও ড্যানভারসকে রাজি করানোর চেষ্টা করল অ্যান্থনি। কিন্তু এবারও পাশ কাটিয়ে গেলেন কর্নেল। তাঁর নাকি সবকিছু গুছিয়ে আনতে আরও সময় দরকার।

তারপর খবর এল, টন্টনে তুমুল উত্তেজনার মাঝে রাজার মুকুট পরানো হয়েছে ডিউক অভ মনমাথকে। নিজেকে রাজা দ্বিতীয় জেমস বলে দাবি করা মানুষের সংখ্যা এখন ইংল্যাণ্ডে দু'জন।

এই খবরটার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন ড্যানভারস। জোর গলায় জানিয়ে দিলেন, ডিউকের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই তার। নিজেকে রাজা ঘোষণা করে অনেক বেশি দূর এগিয়ে গেছেন ডিউক, এতে সবকিছুর উপর একটা খারাপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। প্রমাণ করে দিয়েছেন, মানুষের ভাল করার চাইতে সিংহাসন দখল করার দিকেই তাঁর বেশি লোভ। বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্যাথলিক রাজার অত্যাচারের হাত থেকে

BanglaBook.org

প্রটেস্ট্যান্টদের বাঁচানো। কিন্তু সেসবের ধার ধারেননি মনমাথ, লোভীর মত সিংহাসনের দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

অ্যান্থনি নিজেও সন্দিহান হয়ে পড়ল। আসলে করছেন কী মনমাথ? কিন্তু এখন ওর আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ড্যানভারসকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করল ও। কিন্তু কাজ হলো না। ওদিকে খবর এল, ডিজনী নামে মনমাথের আরেক প্রধান সমর্থক গ্রেফতার হয়েছেন। কর্নেল ড্যানভারসের জন্য এই খবরটাই যথেষ্ট ছিল। সোজাসাপ্টাভাবে অ্যান্থনিকে জানিয়ে দিলেন, মনমাথের সঙ্গে তাঁর আর কোনও সম্পর্ক নেই। রাতের আঁধারে লণ্ডন ছেড়ে পালিয়ে গেলেন তিনি।

ডিজনীর গ্রেফতার হওয়ার খবরে অ্যান্থনি নিজেও ভয় পেয়ে গেল। এবার সাণ্ডারল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা ছাড়া কোনও উপায় রইল না ওর। বর্তমানে রাজার সেক্রেটারি অভ স্টেট এই সাণ্ডারল্যাণ্ড। কিন্তু ডিউক অভ মনমাথের কাছ থেকে অ্যান্থনি জানতে পেরেছে, গোপনে ডিউকের পক্ষে কাজ করছেন তিনি। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁর কাছে একটা চিঠি লিখল অ্যান্থনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাব এল না। জবাব এল আরও তিন-চার দিন পর। ইতোমধ্যে আরও কয়েক জায়গায় রাজার সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার খবর এসেছে। শেষ পর্যন্ত যখন বিদ্রোহীদের হাতে ডিউক অভ আলবেমার্লের নিহত হওয়ার গুজব ভেসে বেড়াতে শুরু করল বাতাসে, তখনই কেবল অ্যান্থনির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন সাণ্ডারল্যাণ্ড।

এক সন্ধ্যায় কভেন্ট গার্ডেনে এলেন সাণ্ডারল্যাণ্ড। একা। এক ঘণ্টা আলোচনার পর ফিরে গেলেন তিনি। যাওয়ার আগে একটা চিঠি দিয়ে গেলেন অ্যান্থনির কাছে, যেখানে বলা আছে যে নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও ডিউক অভ মনমাথের সেবায় নিজেকে

BanglaBook.org

নিয়োজিত রাখবেন তিনি।

'মনে রাখবেন, মি. ওয়াইল্ডিং,' যাওয়ার আগে বললেন সাণ্ডারল্যাণ্ড, 'এই চিঠি যেন আর কারও হাতে না পড়ে।'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করায় সম্মানিত বোধ করছি, স্যর,' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'ডিউক বাদে আর কারও হাতে পড়বে না এই চিঠি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

নিজের স্বাক্ষর আর সিলমোহর লাগিয়ে চিঠিটা অ্যান্থনির হাতে তুলে দিলেন সাণ্ডারল্যাণ্ড, তারপর নিঃশব্দে হারিয়ে গেলেন রাতের অন্ধকারে। অ্যান্থনি বুঝতে পারল, লণ্ডনে আর কিছু করার নেই ওর। এবার ফেরার সময় হয়েছে।

ওদিকে ততদিনে ব্রিজওয়াটারে ফিরে এসেছেন মনমাথ। শহরের বাসিন্দারা যে তাকে খুব একটা ভালভাবে গ্রহণ করল তা বলা যায় না। বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধের খবর ইতোমধ্যেই এসেছে তাদের কানে। ভয় পাচ্ছে, এবার হয়তো ব্রিজওয়াটারে সেই যুদ্ধের ছোঁয়া এসে লাগবে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবে তারা।

ডিউকের প্রতি শহরবাসীর এই ঠাণ্ডা মনোভাবের সুযোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেক। অ্যান্থনি আর ট্রেঞ্চার্ড পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে শহরেই ছিল সে, কাজ করছিল ডিউক অভ আলবেমার্লের পক্ষে। লুপটন হাউসেই থাকছে, সুযোগ পেলেই চেষ্টা করছে রুথের মন গলানোর। মেয়েটা যে এখন অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের স্ত্রী, সে কথা যেন ভুলেই গেছে বেমালুম।

ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে কে বসল তাতে ব্লেকের কিছু আসে-যায় না। নিজের ঝামেলা সামলাতেই ব্যস্ত সে। বর্তমান ঘোলাটে পরিস্থিতিতে তার বেশ সুবিধাই হয়েছে, কারণ এত ঝামেলার মধ্যে পাওনাদাররা তাকে খুঁজতে আসবে না। তবে অ্যান্থনি

BanglaBook.org

ওয়াইল্ডিংকে নিজের প্রধান শত্রু হিসেবে গণ্য করে ব্লেক, আর সে কারণেই এখন আলবেমার্লের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ওদিকে রিচার্ড যে মনমাথের পক্ষ ত্যাগ করেছে সে কথা জানতে আর কারও বাকি নেই। ফলে তাকে ব্যবহার করছে ব্লেক। রিচার্ডের সাহায্যে নানা রকম খবর জানাচ্ছে আলবেমার্লকে, অর্থাৎ তার গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছে সে। গোপনে ডিউক অভ মনমাথের কিছু তথ্য সরবরাহ করে ইতোমধ্যেই আলবেমার্লের প্রিয় ব্যক্তিদের একজন হয়ে উঠেছে ব্লেক।

মনমাথ ব্রিজওয়াটারে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা দুর্বুদ্ধি খেলে গেল ব্লেকের মাথায়। কিছু দিন আগেও অনেক লোক ছিল মনমাথের পক্ষে। কিন্তু এখন ক্রমেই কমে আসছে তাদের সংখ্যা। এই ব্যাপারটা খেয়াল করল ব্লেক, এবং একটা ফন্দি আঁটল। তার এই পরিকল্পনা সফল হলে বিদ্রোহের মূল যেমন উপড়ে ফেলা যাবে, তেমনি এক লাফে নিজের আর্থিক দুরবস্থাটাও কাটিয়ে উঠতে পারবে। ডিউককে ফাঁদে ফেলার একটা ছক কষল ব্লেক। মনমাথের মাথার দাম ধরা হয়েছে পাঁচ হাজার পাউণ্ড। সেই টাকাটা পেলে আর কিছু করতে হবে না তাকে।

প্রথমে রিচার্ড ওয়েস্টমাকটকে ব্যবহার করার কথা ভাবল ব্লেক। ঠিক করল, লুপটন হাউসে ফাঁদ পাতবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল সঙ্গে সঙ্গেই। এতে রুথের বিপদ হতে পারে। তার বদলে নিউলিংটন নামে এক লোককে বেছে নিল সে। ব্রিজওয়াটারের এক ধনী ব্যবসায়ী এই নিউলিংটন। অনেক টাকা পয়সার মালিক। কিন্তু মনমাথের উপর তার দারুণ রাগ, কারণ এই বিদ্রোহের কারণে তার ব্যবসা প্রায় লাটে উঠতে বসেছে। অবশ্য শুধু নিউলিংটনের নয়, পুরো ইংল্যাণ্ডেই এখন ব্যবসাবাণিজ্যের মন্দা চলছে।

BanglaBook.org

যেদিন মনমাথ ব্রিজওয়াটারে এলেন সেদিন রাতেই নিউলিংটনের সঙ্গে দেখা করল ব্লেক। নিজের পরিকল্পনা সব খুলে বলল তাকে। খুশি মনেই তার পরিকল্পনায় সাহায্য করতে রাজি হলো নিউলিংটন। বুঝতে পেরেছে, বিদ্রোহের গোড়া উপড়ে ফেলতে পারলে তার ব্যবসার সুদিন যেমন ফিরে আসবে, তেমনি রাজার কাছে নিজের অবস্থানটাও অনেক উপরে তুলে আনতে পারবে।

দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হলো, ডিউককে আর্থিক সাহায্য করার প্রস্তাব দেবে নিউলিংটন, এবং সুসম্পর্কের নিদর্শন হিসেবে নিজের বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত দেবে তাকে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য ডিউক অভ মনমাথ নিউলিংটনের বাড়িতে ঠিকই আসবেন। বিদ্রোহের এই নাজুক পরিস্থিতিতে তাঁর অনেক টাকা দরকার। ওদিকে বাইরে রাজার সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করবে ব্লেক, ডিউক এসে পৌঁছালেই বন্দি করবে তাকে।

এক কথায় রাজি হয়ে গেল নিউলিংটন। মনমাথের শেষ দেখার জন্য সবকিছু করতে রাজি আছে সে। খুশি মনে লুপটন হাউসে ফিরে গেল ব্লেক, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে রিচার্ডের সঙ্গে সবকিছু আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিল ব্লেক। এই কাজে রিচার্ডের সাহায্যও তার দরকার। কিন্তু কী দুর্মতি হলো তার, রুথকেও আলোচনায় রাখল সে। হয়তো ভেবেছিল এই দারুণ পরিকল্পনাটা শুনলে তার প্রতি আগ্রহ জন্মাবে রুথের মনে।

পরদিন সকালে। নাস্তা শেষে ড্রইংসিং রুমে বিশ্রাম করছিল রুথ, ব্লেক আর রিচার্ড। বাইরে বেশ গরম পড়েছে, বাড়ির অন্যান্য কামরাগুলোর তুলনায় এই কামরাটা বেশ ঠাণ্ডা। একটু আগেই ডায়ানা আর মিসেস হরটন নাস্তা সেরে নিজেদের কামরায় চলে গেছে। ব্রোঞ্জের পুরনো একটা ফুলদানীতে

BanglaBook.org

কয়েকটা গোলাপ সাজিয়ে রাখছিল রুথ। কাজ শেষ হতে ভাইয়ের দিকে তাকাল ও।

'তুমি কি অসুস্থ, রিচার্ড?' প্রশ্ন করল রুথ। সত্যিই, রিচার্ডের চেহারা খুব একটা ভাল মনে হচ্ছে না। অত্যধিক মদ খাওয়ার প্রভাব ইতোমধ্যেই পড়েছে তার চেহারায়। বয়সে এখনও তরুণ সে, অথচ ফোলা ফোলা চেহারা দেখলে মাঝবয়েসী কোনও লোকের মুখ বলে মনে হয়। এই সাত সকালেও তার হাতে ঠিকই একটা গ্লাস শোভা পাচ্ছে।

'ঠিকই আছি আমি,' গম্ভীর গলায় জবাব দিল রিচার্ড। হাতের মদের গ্লাসটা অলস ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করছে।

'তোমার সুস্থ থাকা জরুরি,' বলল ব্লেক। 'আগামীকাল একটা কাজ আছে তোমার জন্য।'

'তোমার নিয়ে আসা কাজগুলো আমার ঠিক পছন্দ হয় না, রোল্যাণ্ড,' অলস গলায় জবাব দিল রিচার্ড।

'এই কাজটা পছন্দ হবে,' গলায় উৎসাহ ফুটিয়ে তুলল রোল্যাণ্ড। 'একেবারেই সহজ একটা কাজ।'

নাক দিয়ে অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করল রিচার্ড, তবে কোনও কথা বলল না।

'আচ্ছা, সব খুলেই বলি তা হলে,' নড়েচড়ে বসল ব্লেক। দরজার দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি। 'কেউ আড়ি পেতে শুনবে না তো? কাজটা অত্যন্ত গোপন।'

'আড়ি পেতে শোনার মত কেউ নেই এখানে,' জবাব দিল রিচার্ড। 'নতুন কী মতলব ভাঁজছ তুমি, রোল্যাণ্ড?'

'এই বিদ্রোহের গোড়া উপড়ে ফেলার পরিকল্পনা করেছি আমি,' ফিসফিস করে জবাব দিল ব্লেক।

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রিচার্ড। 'এই পরিকল্পনা তো আরও অনেকেই করছে। রাজা জেমস, ডিউক অভ আলবেমার্ল, আর্ল

BanglaBook.org

অভ ফিভারশ্যাম—সবাই। এখনও তো কাউকে সফল হতে দেখলাম না।'

'ওদের সঙ্গে আমার তফাতটা অন্য জায়গায়। ওরা সফল হতে পারেনি, কিন্তু আমি হবই। কী, আগ্রহ বোধ করছেন, মিস্ট্রেস রুথ?' রুথকে এখনও তার নতুন উপাধি ধরে ডাকতে রাজি নয় ব্লেক।

'এই বিদ্রোহ বন্ধ করার মাধ্যমে যদি আপনি সাধারণ মানুষের দুর্দশা দূর করতে পারেন তা হলে আমার কোনও আপত্তি নেই,' মৃদু গলায় জবাব দিল রুথ।

উঠে দাঁড়াল ব্লেক। 'আপনার কথায় আমার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল, মিস্ট্রেস রুথ,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'আমার পরিকল্পনাটা খুবই সাধারণ। মনমাথ আর তাঁর প্রধান সহযোগীদের ফাঁদে ফেলতে চাই আমি, বন্দি করে তুলে দিতে চাই রাজার হাতে।'

'খুবই সহজ কাজটা,' বিদ্রূপ ফুটে উঠল রিচার্ডের গলায়।

'বিদ্রোহীদের নেতা একবার ধরা পড়লেই বাকিরা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে,' রিচার্ডের কথায় কান না দিয়ে বলে চলল ব্লেক। 'ভাল না আমার পরিকল্পনাটা?'

'এখন পর্যন্ত শুনে তো ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু কাজটা আপনি কীভাবে করবেন সেটা এখনও আমাদের অজানা,' মনে করিয়ে দিল রুথ।

'ঠিক আছে, বলছি,' হাসল ব্লেক। নিউলিংটনের সঙ্গে মিলে সাজানো পরিকল্পনাটা এবার রুথকে বুঝিয়ে বলল সে। শেষে বলল, 'নিউলিংটনের টাকা আছে। আর ডিউকের এখন টাকা দরকার। আজ তাঁকে বিশ হাজার পাউণ্ড সাহায্য করার প্রস্তাব দেবে নিউলিংটন। কাল রাতে টাকাটা আনার জন্য তার বাড়িতে যাবেন ডিউক। সাহায্যের বিনিময়ে এক রাত নিউলিংটনের

BanglaBook.org

বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই আপত্তি থাকবে না তার। আর সেখানে লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করব আমি। জেনারেল ফিভারশ্যামের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সৈন্য পাঠাতে রাজি হয়েছেন তিনি। মনমাথ এসে পৌঁছালেই তাকে বন্দি করা হবে, তারপর চুপিসারে নিয়ে যাওয়া হবে ব্রিজওয়াটারের বাইরে। মাইলখানেক দূরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন জেনারেল ফিভারশ্যাম, তাঁর হাতে বন্দিকে তুলে দেব আমরা। ব্যস, এই আমার পরিকল্পনা।'

প্রায় লাফিয়ে উঠল রিচার্ড। একটা চাপড় মারল ব্লেকের কাঁধে। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'দারুণ মতলব সাজিয়েছ তো!'

'আপনার পরিকল্পনা খুবই ভাল, সন্দেহ নেই,' রুথও সমর্থন জানাল। কিন্তু ডিউকের সঙ্গে যারা থাকবে তাদের কী হবে?'

'খুব বেশি হলে ছয়জন লোক থাকতে পারে তাঁর সঙ্গে। আগে ওদের ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে খবর ছড়িয়ে পড়তে পারে,' চেহারায় একটু বিষণ্ন ভাব ফুটিয়ে তুলল ব্লেক। 'কাজটা করতে আমার খারাপ লাগবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের কষ্ট পাওয়ার চাইতে যদি কয়েকজনের মৃত্যুর বদলে কাজ হাসিল করা যায় তা হলে মন্দ কি? তা ছাড়া,' বলে চলল সে, 'মনমাথের অফিসাররা জানে, ওদের মৃত্যুর ঝুঁকি এখন প্রতি পদে। তাই ওদের নিয়ে তেমন চিন্তা নেই আমার। আমি শুধু চিন্তা করছি যে সাধারণ লোকগুলো মনমাথের সঙ্গে অন্ধের মত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের নিয়ে।'

ব্লেকের কথাগুলো শুনে সত্যিই অবাক হয়ে গেল রুথ। মনে প্রশ্ন জাগল, লোকটাকে বিচার করতে কি ভুল করেছে? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। তারপর অ্যান্থনির কথা মনে পড়ল ওর। কোথায় আছে মানুষটা? গুজব শোনা যাচ্ছে লাইমে গ্রে-র সঙ্গে ডুয়েল হয়েছে অ্যান্থনির, সেখানে মারা গেছে সে। ডায়ানা

BanglaBook.org

বরাবরই এসব গুজবের তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে, তা না হলে হয়তো বিশ্বাসই করে বসত রুথ। ওর সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার কথা মনে পড়ল রুথের। সেই বিষণ্ন চোখদুটো, চলে যাওয়ার আগে বলে যাওয়া কথাগুলো। হঠাৎ ভিজে এল ওর দুই চোখ। উঠে দাঁড়াল রুথ। তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকাল ব্লেক।

'অত্যন্ত মহৎ একটা কাজ করতে যাচ্ছেন আপনি, স্যর ব্লেক,' বলল রুথ। 'আশা করি সফল হবেন,' বলে আর দাঁড়াল না ও, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল বাগানে।

রিচার্ডের দিকে তাকাল ব্লেক। 'তুমি কী বলো, রিচার্ড? তোমার উপর নির্ভর করতে পারি তো?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল রিচার্ড। 'ঘণ্টাটা বাজাও দেখি, আমাদের সাফল্য কামনা করে আরেক দফা পান করা যাক!'

সতেরো

পরিকল্পনাটা ভালই সাজিয়েছে স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেক। কিন্তু এটা সফল করতে এখনও বেশ কিছু কাজ বাকি। নিউলিংটনের সঙ্গে দেখা করে বাকি কাজ সব বুঝিয়ে দিতে হবে। তারপর ব্রিজওয়াটারে মনমাথের গার্ডদের চোখ এড়িয়ে দেখা করতে হবে জেনারেল ফিভারশ্যামের সঙ্গে। সেখান থেকে ফিরে এসে এদিকে সব গুছিয়ে নিতে হবে। তবে যাওয়ার আগে একবার রুথের সঙ্গে দেখা করে যেতে চাইল সে। কিন্তু বাগানে চলে

BanglaBook.org

গেছে রুথ। জানালা দিয়ে তাকিয়ে ব্লেক দেখতে পেল, রুথের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ডায়ানা। ওর সামনে কথা বলতে চায় না ব্লেক।

সুযোগসন্ধানী মানুষ ব্লেক। তার মনে হচ্ছে, রুথের মনটাকে সম্পূর্ণ তার দিকে নিয়ে আসার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। একটু আগে তার পরিকল্পনা শুনে নিশ্চয়ই অভিভূত হয়েছে রুথ। ওর চোখের পানি সে কথাই বলে। এত দিন ধৈর্য ধরার জন্য মনে মনে নিজেকে বাহবা দিল ব্লেক। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, এবার তার ধৈর্যের ফল ঘরে তোলার সময় হয়েছে।

কিন্তু এই ডায়ানা মেয়েটাকে নিয়ে কী করা যায়? মেয়েটাকে একেবারেই দেখতে পারে না ব্লেক। সে যতই চায় রুথের মন থেকে ওয়াইল্ডিঙের কথা মুছে ফেলতে, ডায়ানা ততই রুথকে তার কথা মনে করিয়ে দেয়। রুথের মনে জায়গা করে নেয়ার সুযোগ এসেও বারবার ব্লেকের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এবং কারণটা শুধু ডায়ানা। ও উপস্থিত থাকলে রুথের সঙ্গে মন খুলে কথা বলার সুযোগ পাবে না ব্লেক। তাই মনের বিরক্তি চেপে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

ডায়ানা আর রুথের মাঝে কী কথা হচ্ছে সেটা অবশ্য শুনতে পাচ্ছে না ব্লেক। ডায়ানার কাছে ব্লেকের পরিকল্পনার কথা সব খুলে বলেছে রুথ। জানতে চাইছে, এতে রিচার্ডের কোনও বিপদ হবে কি না। তবে ডায়ানা তেমন কোনও সম্ভাবনা দেখতে পেল না। তবে ব্লেকের কাপুরুষোচিত পরিকল্পনার কথা শুনে তার ঘৃণার পরিমাণ আরও বেড়ে গেল। ভালবাসা যখন ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়, তখন সেটা সাধারণত তীব্রই হয়। যতবারই রুথের আশপাশে ব্লেককে ঘুরঘুর করতে দেখছে সে, ততই বেড়ে চলছে তার ঘৃণার মাত্রা। এখন যদি ওর কাছে ফিরে আসতে চায় ব্লেক, যদি ভিখারীর বেশেও ওর পিছনে ঘুরে মরে,

BanglaBook.org

তবুও ওর ঘৃণার মাত্রা একটুও কমবে না।

ডায়ানা যদি জানত যে জানালা দিয়ে ওদের লক্ষ করছে ব্লেক, তা হলে হয়তো কিছুতেই নড়ত না। কিন্তু ব্লেকের সৌভাগ্য, ব্যাপারটা খেয়াল করেনি ডায়ানা। সে ভেবেছে চলে গেছে ব্লেক। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল বাড়ির ভিতর চলে গেল সে। এবার বেরিয়ে এল ব্লেক। দৃঢ় পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়াল রুথের সামনে।

'এখনও যাননি, স্যর রোল্যাণ্ড?' রুথের গলার স্বরে স্পষ্টই বোঝা গেল, বিরক্ত হয়েছে সে। কিন্তু সেটা ব্লেককে নিরুৎসাহিত করতে পারল না।

'না, যাইনি,' জবাব দিল সে। 'ভাবলাম যাওয়ার আগে একবার দেখা করে যাই আপনার সঙ্গে। আবার ফিরতে পারব কি না তার তো কোনও ঠিক নেই।' এমনভাবে বলল কথাটা যেন বিয়োগান্ত কোনও নাটকের নায়ক সে। মনে মনে আশা করছে, রুথের মন নিশ্চয়ই এবার গলবে।

কথাটা শুনে একটু যেন নরম হয়ে এল রুথের দৃষ্টি। 'অনেক বিপজ্জনক একটা কাজে নামতে যাচ্ছেন আপনি,' বলল ও।

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' জবাব দিল ব্লেক। 'কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যটা মহৎ, এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন? আর মহৎ কোনও কাজে নামতে গেলে এমন ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়,' কথাগুলো বলার সময় এমন একটা ভাব ফুটে উঠল তার মুখে, এমনকী নিক ট্রেঞ্চার্ডও বাহবা দিতে বাধ্য হতো। এভাবে কাউকে ঠকাতে হয়তো অনেক বড় ঠকবাজের মনও সায় দিত না, কিন্তু স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেকের কথা আলাদা। রুথকে বিয়ে করার জন্য এমন কিছু নেই যা সে করতে পারে না।

'আসুন, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি?' প্রস্তাব দিল ব্লেক। ভদ্রতার খাতিরে উঠে দাঁড়াল রুথ। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সামনে

BanglaBook.org

দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটার তীরে এসে দাঁড়াল দু'জন। সূর্যের আলোয় মৃদু ঝলকাচ্ছে নদীর ঢেউ।

কিছুক্ষণ কোনও কথা হলো না দু'জনের মাঝে। অবশেষে নীরবতা ভাঙল ব্লেক। 'মিস্ট্রেস রুথ,' বলল সে। 'অনেক দিন ধরেই আপনাকে একটা কথা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু সাহস করে উঠতে পারছিলাম না। আমার মনে হয় এবার সেই কথাটা বলার সময় হয়েছে। যে ভয়ঙ্কর কাজটা করতে যাচ্ছি আমি, সেখান থেকে ফিরে আসব কি না জানি না। তাই যাওয়ার আগে আপনাকে সব বলে যেতে চাই।'

কথাগুলো বলতে বলতে তীক্ষ্ণ চোখে রুথের দিকে খেয়াল রাখল ব্লেক। একটু যেন পরিবর্তন এল রুথের চেহারায়, নদীর শান্ত পানির উপর দিয়ে যেন বয়ে গেল এক ঝলক মৃদু হাওয়া। একটু যেন দ্রুত হয়ে উঠল নিঃশ্বাস। কিন্তু তা এক মুহূর্তের জন্য মাত্র। ব্লেকের উদ্দেশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলেছে রুথ।

'এমন কথা কেন বলছেন, স্যর রোল্যাণ্ড?' বলল ও। 'ঈশ্বরের আশীর্বাদে নিরাপদেই ফিরে আসবেন আপনি।'

এই সুযোগটার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল ব্লেক। খপ করে রুথের একটা হাত চেপে ধরল সে। 'সত্যি বলছ, রুথ?' আবেগে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে, 'তুমি চাও যে আমি ফিরে আসি? কিন্তু কার জন্য ফিরে আসব আমি, বলো? তুমি যদি আমাকে এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দাও...'

লাল হয়ে উঠল রুথের মুখ। হাতটা ছাড়িয়ে নিল ও। তারপর বলল, 'কী বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন, স্যর রোল্যাণ্ড।'

এই পরিস্থিতিতে অন্য যে-কোনও লোক বুঝে নিত, কোনও আশা নেই তার। কিন্তু ব্লেকের মোটা মাথায় ব্যাপারটা ঢুকল না। বরং সরাসরি কথাটা খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিল সে।

BanglaBook.org

'আমার চোখের দিকে তাকাও, রুথ,' আবেগঘন কণ্ঠে বলল ব্লেক, 'কিছু কি বুঝতে পারছ না?'

'আপনার চোখে আমি যা দেখছি সেটা বিশ্বাস করতে চাই না,' কঠিন গলায় জবাব দিল রুথ। 'খুশি হব আপনি যদি নিজেই খুলে বলেন।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, রুথ...' বলতে শুরু করল ব্লেক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিল রুথ। 'থামুন!' বলে উঠল ও। শক্ত হয়ে গেছে ওর পুরো শরীর, যেন এখনই তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বসবে ব্লেককে। কিন্তু হঠাৎ শান্ত হয়ে এল রুথের চেহারা।

'আমার মনে হয় আপনার এখন চলে যাওয়া উচিত, স্যর রোল্যাণ্ড,' বলল ও। তারপর নিজেই ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয় ব্লেক। এক লাফে রুথের পাশে চলে এল সে।

'তুমি কি আমাকে ঘৃণা করো, রুথ?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল ব্লেক।

'ঘৃণার প্রশ্ন কেন আসছে, স্যর ব্লেক?' পাল্টা প্রশ্ন করল রুথ। 'আপনি আমার ভাইয়ের বন্ধু। আপনাকে আমি সম্মান করি। অথচ আপনি আমাকে অসম্মান করে বসলেন!'

'কীভাবে?'

'আপনি জানেন যে আমি আরেকজনের স্ত্রী, তারপরেও...'

বাধা দিল ব্লেক। 'এই বিয়ে আমি মানি না!' বলে উঠল সে।

'আপনাকে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া কিছুই করার নেই আমার,' জবাব দিল রুথ।

'বেশ,' জবাব দিল ব্লেক। 'ফিরে যাচ্ছি আমি। আজ রাতে যদি আমি মারা যাই...'

'তা হলে প্রার্থনা করব আপনার জন্য,' কঠিন গলায় জবাব

BanglaBook.org

দিল রুথ। ওর আবেগের সুযোগ নিতে চাইছে ব্লেক, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খেপে গেছে ভীষণ।

পিছিয়ে গেল ব্লেক, পা থেকে মাথা পর্যন্ত লজ্জা আর রাগে লাল হয়ে গেছে। কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে একটা বাউ করল রুথকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল।

মনের মধ্যে যে বিশাল অট্টালিকা গড়ে তুলেছিল ব্লেক, এক নিমেষে তাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে রুথ। বুঝতে পারছে, ওয়াইল্ডিং বেঁচে থাকতে মনমাথকে ধ্বংস করে কোনও লাভ নেই। এই লোকটা না থাকলে হয়তো অনেক সহজেই রুথের মন জয় করতে পারত সে। রুথের বিশাল সম্পত্তির মালিক হতেও কোনও অসুবিধে হতো না। কিন্তু ব্রিজওয়াটারে পা রাখার পর থেকেই ব্লেকের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। রুথের হৃদয়ে হয়তো জায়গা পায়নি, কিন্তু আইন অনুযায়ী রুথের সম্পত্তির মালিক এখন অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। যেভাবেই হোক ওয়াইল্ডিংকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেবে, মনে মনে শপথ নিল ব্লেক। তার সবচেয়ে বড় শত্রু এখন এই লোক।

নিউলিংটনের খোঁজে রওনা দিল সে এবার। মনমাথের কাছে খবর পাঠিয়েছে লোকটা। ঠিক হয়েছে, পরদিন রাত নয়টায় তার বাড়িতে ডিনার করবেন ডিউক। খবরটা শুনে কিছুটা হলেও সন্তুষ্ট হলো ব্লেক। তবে ডিউকের সঙ্গে অ্যান্থনি থাকবে না জেনে একটু নিরাশও হলো। তবে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। অ্যান্থনিকে না পেলেও মনমাথকে তো অন্তত ফাঁদে ফেলা যাবে। সেটাই বা কম কি?

নিউলিংটনের সঙ্গে কথা শেষ করে ঘোড়া নিয়ে সমারটন রওনা হলো ব্লেক। উদ্দেশ্য লর্ড ফিভারশ্যামের সঙ্গে দেখা করবে, সেনা সাহায্য চাইবে তাঁর কাছে।

পরদিন, অর্থাৎ রবিবার বিকেলে ব্রিজওয়াটার ফিরে এল

BanglaBook.org

ব্লেক। সব প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেছে। সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন ফিভারশ্যাম। রাত আটটার দিকে তাঁর পাঠানো বিশ জন সৈন্যকে নিয়ে গোপনে নিউলিংটনের বাড়িতে প্রবেশ করল ব্লেক। বাড়ির উঠোনে অন্ধকারের মাঝে লুকিয়ে পড়ল সৈন্যরা।

তার একটুখানি আগেই ব্রিজওয়াটারে ফিরে এসেছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ায় খুব ক্লান্ত। হাই স্ট্রিটের দ্য শিপ সরাইখানায় উঠল ও। ট্রেঞ্চার্ডও এখানেই উঠেছে। তবে ওর সঙ্গে অ্যান্থনির দেখা হলো না, বাইরে গেছে কোথাও। নিজের বাড়ি জয়ল্যাণ্ড চেজেই উঠত, কিন্তু চিহ্নিত আসামী এখন ও। জয়ল্যাণ্ড চেজ দখল করে নিয়েছে আলবেমার্লের সেনাবাহিনী। সরাইখানার আস্তাবলে ঘোড়া রাখল ও, তারপর বেরিয়ে পড়ল ডিউক অভ মনমাথের সঙ্গে দেখা করতে।

ডিউকের বাড়িতে পৌঁছানোর পর প্রথমে অ্যান্থনিকে জানানো হলো, মিটিং-এ আছেন ডিউক। কিন্তু জরুরি খবর নিয়ে এসেছে অ্যান্থনি, দেরি করার উপায় নেই। অগত্যা ওকে নিয়ে যাওয়া হলো নির্দিষ্ট কক্ষে। সেখানে তখন লর্ড গ্রে, ওয়েড, ক্যাপ্টেন ম্যাথিউস, ফারগুসন সহ আরও অনেকের সঙ্গে বসে ছিলেন ডিউক অভ মনমাথ। সে রাতেই ফিভারশ্যামের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছেন তিনি। টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা এক লোক। এ হলো সেই গুপ্তচর গডফ্রে, ডিউকের সেনাবাহিনীকে যে পথ দেখিয়ে সেজমুরে নিয়ে যাবে। খবর পাওয়া গেছে, সেজমুরেই তাঁবু ফেলেছে ফিভারশ্যামের সৈন্যরা।

মাত্র কয়েক সপ্তাহের মাঝে মনমাথের চেহারায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেল অ্যান্থনি। শুকিয়ে গেছে তাঁর মুখ, চোখগুলো বসে গেছে কোটরে। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে

BanglaBook.org

থাকায় গাঢ় কালি পড়েছে চোখের নিচে। যখন কথা বলছেন, কর্কশ হয়ে উঠছে কণ্ঠ। একের পর এক দুর্ভাগ্য নেমে এসে বিগড়ে দিয়েছে তাঁর মেজাজ। যুদ্ধে হেরেছে তাঁর সেনাপতি ফিলিপস নর্টন, পালিয়ে গেছে তাঁর কোষাধ্যক্ষ গুডেনাফ। সঙ্গে নিয়ে গেছে বিদ্রোহ-তহবিলের একটা বড় অংশ। এসব ঘটনা ঘটার পর কারও মেজাজই ভাল থাকতে পারে না।

অ্যান্থনি যখন ঢুকল তখন সবাইকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা বলছিল ওয়েড। তার সামনে, টেবিলের উপর বড় একটা ম্যাপ বিছানো। সম্ভবত আসন্ন আক্রমণের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। ওকে দেখে থেমে গেল সে। প্রতিটা চোখ ঘুরে গেল অ্যান্থনির উপর।

প্রথমে ডিউকই কথা বললেন। তিক্ততা চাপা থাকল না তাঁর গলায়।

'এসো, অ্যান্থনি,' বললেন তিনি। 'ভেবেছিলাম তোমার চেহারাটা বোধহয় এবার আর দেখা হবে না।'

'কেন, ইয়োর গ্রে... ম্যাজেস্টি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল অ্যান্থনি।

'আমরা ধরে নিয়েছিলাম লণ্ডনের আরামে অভ্যস্ত হয়ে গেছ তুমি,' তিক্ত গলায় জবাব দিলেন ডিউক।

অবাক হয়ে উপস্থিত প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল অ্যান্থনি। সবার চেহারায় একই ভাবের ছায়া দেখতে পেল। বিরক্তি আর রাগ খেলা করছে সেখানে।

'বলো, লণ্ডন থেকে কী খবর আনলে?' প্রশ্ন করলেন ডিউক।

'খবরটা ভাল লাগবে না আপনার,' তিক্ত হাসি ফুটল অ্যান্থনির ঠোঁটের কোনায়।

'কেন?'

'লণ্ডনের অবস্থা ভাল নয়।'

BanglaBook.org

'সেক্ষেত্রে আমরা বলব, যথেষ্ট চেষ্টা করোনি তুমি!' আচমকা বিস্ফোরিত হলেন গ্রে। 'হিজ ম্যাজেস্টির মাথায় যদি আরেকটু বেশি বুদ্ধি থাকত তা হলে অনেক আগেই তোমাকে শাস্তি দিতেন তিনি।'

যেন বাজ পড়ল কামরার ভেতর। সবাই হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গ্রে-র দিকে। এতবড় কথা কেউই আশা করেনি। সরাসরি ডিউককে অপমান করেছেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে বোধহয় অ্যান্থনি। এক মুহূর্ত পরেই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল ওর চেহারা। লণ্ডনে দিনের পর দিন মৃত্যুর ঝুঁকি মাথায় নিয়ে থেকেছে ও, যতটা পারে চেষ্টা করেছে। তার এই প্রতিদান? সরাসরি গ্রে-র চোখের দিকে তাকাল ও।

'ডিউকের নির্বুদ্ধিতার কথাই যদি আসে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল অ্যান্থনি, 'তা হলে বলব যে এর আগেও মানুষকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়ার নজির আছে তাঁর। আমি কী বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, লর্ড গ্রে?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল গ্রে-র মুখ। ওয়াইল্ডিঙের কথা ভালমতই বুঝতে পেরেছেন তিনি। ব্রিডপোর্টে তাঁর পলায়নের কথা বলছে অ্যান্থনি। সেবার তাঁকে কোনও শাস্তিই দেননি ডিউক। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই ডিউক কথা বলে উঠলেন।

'তুমি কিন্তু আমাকে অসম্মান করছ, অ্যান্থনি,' বললেন তিনি। 'তোমার ব্যর্থতার কী অজুহাত দেখাবে বলো?'

ব্যর্থতা? ভাবল অ্যান্থনি। সেক্রেটারি অভ স্টেট সাণ্ডারল্যাণ্ডের চিঠিটা এখনও ওর জুতোর মধ্যে লুকোনো আছে। একেবারেই কি ব্যর্থ হয়েছে ও?

'তা হলে শুনুন আমার ব্যাখ্যা, ইয়োর ম্যাজেস্টি,' বলল ও। 'লণ্ডনে আপনার পক্ষে যারা কাজ করছে তারা সবাই কাপুরুষ, ভীরু। আমাকে সাহায্য করার বদলে পদে পদে বাধা দিয়েছে

BanglaBook.org

তারা। বিশেষ করে কর্নেল ড্যানভারস।'

'কর্নেল ড্যানভারসকে কাপুরুষ বলো তুমি? এত বড় সাহস!' চেঁচিয়ে উঠলেন গ্রে।

'আমি বলছি না, পরিস্থিতিই বলছে। পালিয়ে গেছে কর্নেল ড্যানভারস।' কাঁধ ঝাঁকাল অ্যান্থনি, গ্রে-র দিকে তাকাল। 'খুব সম্ভব ডিউকের অন্য এক প্রিয় পাত্রের উদাহরণ অনুসরণ করতে চেয়েছিল।'

'এসব বেয়াদবী কিছুতেই সহ্য করব না আমি!' চেয়ার ছেড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন গ্রে।

'আপনি চটছেন কেন, লর্ড গ্রে?' মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করল অ্যান্থনি। 'আপনাকে কিছু বলেছি আমি?'

'ইয়োর ম্যাজেস্টি!' হুঙ্কার ছাড়লেন গ্রে। 'আমার মতে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিংকে এখনই গ্রেফতার করা উচিত।'

'কীসের অভিযোগে?' বহুক্ষণ ধরে রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করছে অ্যান্থনি। কিন্তু এবার আর পারল না, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ওর চেহারা। উপস্থিত সবাই বুঝতে পারল, গ্রে-র উপর ওর রাগটা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এত কিছুর পর যদি ওকে গ্রেফতার হতে হয়, তা হলে সেটা কিছুতেই মেনে নেবে না ও, ডিউকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে দরকার হলে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, ডিউক যদি ওকে গ্রেফতারের হুকুম দেন তা হলে সাণ্ডারল্যাণ্ডের চিঠিটার কথাও চেপে যাবে ও।

সামনে ঝুঁকে এলেন ডিউক অভ মনমাথ। 'তোমার কাজে আমি খুশি হতে পারছি না, অ্যান্থনি,' বললেন তিনি। 'লণ্ডনে কোনও উন্নতি করতে পারোনি তুমি। ফিরে এসে ক্ষমা চাইবে, তা না করে অসম্মান করছ সবাইকে। কেন?'

'কিন্তু, ইয়োর ম্যাজেস্টি,' বলল অ্যান্থনি। লণ্ডনে আপনার লোকরা যদি বিদ্রোহের আয়োজন করতে ব্যর্থ হয় তা হলে সে

BanglaBook.org

দায় কি আমার?'

'ইয়োর ম্যাজেস্টি,' আলোচনাটা খারাপ দিকে মোড় নিচ্ছে বুঝতে পেরে বাধা দিল ফারগুসন। 'এসব নিয়ে পরে কথা বললে ভাল হয় না? আটটার বেশি বাজে। আজ রাতে আমাদের মি. নিউলিংটনের বাড়িতে খাওয়ার কথা, ভুলে গেলেন?'

'ঠিক বলেছ,' বললেন ডিউক। 'তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব, অ্যান্থনি।'

বাউ করল অ্যান্থনি। 'ঠিক আছে, ইয়োর ম্যাজেস্টি। তবে যাওয়ার আগে কিছু ব্যাপার জানাতে চাই আপনাকে।'

'ডিউক কী বললেন তুমি শোনোনি, অ্যান্থনি?' বাধা দিলেন গ্রে। 'পরে কথা হবে তোমার সঙ্গে।'

'কিন্তু কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ,' অধৈর্য গলায় বলল অ্যান্থনি। ডিউকের উপর গ্রে-র প্রভাব দেখে মনে মনে খেপে উঠছে। ও জানে, সাণ্ডারল্যাণ্ডের চিঠিটার কথা একবার বললেই সবার মনোভাব বদলে যাবে। কিন্তু সিদ্ধান্তের ভার ডিউকের উপরেই ছেড়ে দিল ও।

'এক কাজ করলে কেমন হয়?' পরিস্থিতি সমাধানে এগিয়ে এল ওয়েড। 'মি. ওয়াইল্ডিংও চলুন আমাদের সঙ্গে। মি. নিউলিংটনের বাড়িতে বসে আলোচনা করা যাবে। তা ছাড়া, লোক আরেকজন বাড়বে আমাদের সঙ্গে। মি. ওয়াইল্ডিং আমাদের কাজে আসতে পারেন।'

'ঠিকই বলেছ, ওয়েড,' বললেন ডিউক। তারপর অ্যান্থনির দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আজ রাতে মি. নিউলিংটনের বাড়িতে ডিনার করছি আমি, অ্যান্থনি। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। তোমার সব কথা ওখানেই শুনব আমি।'

বাউ করল অ্যান্থনি, ঠোঁট চেপে বসে আছে একটা আরেকটার উপর। প্রাণপণে রাগ সামলানোর চেষ্টা করছে।

BanglaBook.org

কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'আস্ত একটা বেয়াদব!' অ্যান্থনি চলে যেতেই রাগে ফেটে পড়লেন লর্ড গ্রে।

আঠারো

দারুণ ক্রোধ নিয়ে সরাইখানায় ফিরে এল অ্যান্থনি। এসে দেখল, ট্রেঞ্চার্ড অপেক্ষা করছে ওর জন্য। সরাইখানার উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে সে, সঙ্গে আরও কিছু সৈন্য আর অফিসার।

অ্যান্থনি আসতেই ওর হাত ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল ট্রেঞ্চার্ড। হাই স্ট্রিটে বেরিয়ে এল ওরা। তবে কেউ কোনও কথা বলছে না। অ্যান্থনির মনের মাঝে এখনও ঝড় চলছে। আর ট্রেঞ্চার্ড চুপচাপ বোঝার চেষ্টা করছে পরিস্থিতি। তবে বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না সে।

'তোমার হয়েছে কী, অ্যান্থনি? কোনও কথা বলছ না কেন? লণ্ডনের কী খবর?' হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল ট্রেঞ্চার্ড।

একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বলে গেল অ্যান্থনি। ওর উপর যে দোষ চাপানো হয়েছে সেটাও বলল।

'ওই হারামজাদা গ্রে!' সব শুনে ট্রেঞ্চার্ডও দারুণ খেপে গেল। 'আমি আগেই বলেছিলাম, অ্যান্থনি। ওই লোক যদি বিশ্বাসঘাতক হয় তবে আমি একটুও অবাক হব না। আর ডিউকই বা কেমন লোক?' আফসোসে মাথা নাড়তে লাগল সে।

BanglaBook.org

'এত দুর্বল লোকের নেতৃত্বে কি না আমরা বিদ্রোহ করতে যাচ্ছি?'

শেষ কথাটা একটু জোরেই বলে ফেলল সে। পথের আরেক পাশ দিয়ে দুই মহিলা যাচ্ছিল। লম্বা হুডে ঢাকা তাদের মাথা। ট্রেঞ্চার্ডের গলার স্বর শুনে এদিকে তাকাল একজন, থমকে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

'মি. ওয়াইল্ডিং!' ডেকে উঠল মহিলা। লেডি হরটনের গলা।

'মি. ওয়াইল্ডিং!' এবার দ্বিতীয় মহিলাও চেঁচিয়ে উঠল। ডায়ানা হরটনও আছে তার মায়ের সঙ্গে।

মাথা থেকে হ্যাট খুলে বাউ করল অ্যান্থনি। ট্রেঞ্চার্ডও একইভাবে সম্মান দেখাল মেয়েদের।

'আপনাকে যে ব্রিজওয়াটারে দেখতে পাব ভাবতেই পারিনি,' বললেন লেডি হরটন। স্পষ্টই বোঝা গেল, অ্যান্থনি নিরাপদে আছে দেখে খুশি হয়েছেন তিনি।

'চিন্তা করবেন না, ইয়োর লেডিশিপ,' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'আমি নিজেও ফিরে আসার আশা করিনি। তবে এখন বুঝতে পারছি, আপনাদের শুভেচ্ছা আমার সঙ্গে ছিল সব সময়।'

'কখন এসেছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

'ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছেছি।'

'এক ঘণ্টা?' অবাক হয়ে গেল ডায়ানা। 'জুপটন হাউসে যাননি?'

কিছুটা বিবর্ণ হয়ে এল অ্যান্থনির মুখ। রুথের কথা মনে পড়ে গেছে। 'এখনও না,' বলল ও।

'বোকা নাকি আপনি?' হেসে উঠল ডায়ানা। তাই দেখে কিছুটা আশার সঞ্চার হলো অ্যান্থনির মনে। কী বলতে চাইছে ডায়ানা? তা হলে কি ওর প্রতি রুথের মনোভাবে কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে? হয়তো ওকে স্বাগত জানাবে রুথ। শেষবার

BanglaBook.org

রুথের সঙ্গে সেই পথের মোড়ে দেখা হওয়ার কথা মনে পড়ল ওর।

'কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আমার,' ডায়ানার প্রশ্নের জবাবে বলল ও।

'ও কথা বললে চলবে না, মি. ওয়াইল্ডিং,' বললেন লেডি হরটন। 'চলুন, আজ রাতে আমাদের সঙ্গে ডিনার করবেন,' আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। তার বদ্ধমূল ধারণা, যেহেতু রুথের সঙ্গে অ্যান্থনির বিয়ে হয়ে গেছে, তার মানে এখন অ্যান্থনিই রুথের ভালবাসার মানুষ। মানুষের বাইরেটা দেখেই তাকে বিচার করতে ভালবাসেন লেডি হরটন, তাদের মনের ভেতর কী চলছে সেটা দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না।

'যেতে পারলে খুবই খুশি হতাম,' বলল অ্যান্থনি। 'কিন্তু আজ রাতে হিজ ম্যাজেস্টি ডিউকের সঙ্গে মি. নিউলিংটনের বাড়িতে দাওয়াত রয়েছে আমার। আগামীকালের আগে আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারব বলে মনে হয় না।'

'মি. নিউলিংটনের বাড়িতে যাচ্ছেন আপনি?' বলল ডায়ানা। ট্রেঞ্চার্ড খেয়াল করল, কিছুটা যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটার মুখ। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। বলল, 'এসো, মা। বাড়িতে যাই। মি. ওয়াইল্ডিঙের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

দুই পক্ষ বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে। ঘুরে হাঁটতে শুরু করবে, এই সময় হঠাৎ আবার অ্যান্থনির পাশে চলে এল ডায়ানা। 'আপনি কোথায় উঠেছেন, মি. ওয়াইল্ডিং?' প্রশ্ন করল সে।

'দ্য শিপ সরাইখানায়, আমার বন্ধু ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে,' জবাব দিল অ্যান্থনি।

আর কিছু না বলে মায়ের সঙ্গে চলে গেল ডায়ানা।

এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল ট্রেঞ্চার্ড। তারপর বলল,

BanglaBook.org

'অদ্ভুত!' অ্যান্থনির দিকে ফিরে বলল, 'মেয়েটা অমন ছটফট করছিল কেন?'

কিন্তু সেদিকে খেয়াল করার মত অবস্থা নেই অ্যান্থনির। 'এসো, নিক!' তাড়া দিল ও। 'ডিনারের প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের। হাতে সময় বেশি নেই।'

ওদিকে ডায়ানা তার মাকে নিয়ে প্রায় উড়তে উড়তে হাজির হয়েছে লুপটন হাউসে। বাড়িতে ঢুকেই সরাসরি রুথের কামরায় চলে গেল সে।

রুথ তখন জানালার ধারে বসে ছিল। বাইরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আবছা আলোয় সাদা গাউন পরা রুথকে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে, যেন এই পৃথিবীর কেউ নয় ও। ডায়ানাকে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল। 'কী হয়েছে, ডায়ানা?' প্রশ্ন করল ও।

'মি. ওয়াইল্ডিং এখন ব্রিজওয়াটারে!' রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিল ডায়ানা, তারপর গা থেকে বেড়ানোর ক্লোকটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল বিছানার উপর।

এক মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে গেল রুথ। তারপর বলল, 'তা হলে... এখনও বেঁচে আছে ও!' কিছু বলতে হবে বলেই কথাগুলো বলা, আর কী বলবে বুঝতে পারছে না ও।

'হ্যাঁ। কিন্তু কতক্ষণ বেঁচে থাকবেন কে জানে!' গম্ভীর গলায় জবাব দিল ডায়ানা।

'তার মানে?'

'আজ রাতে মি. নিউলিংটনের বাড়িতে যাবেন উনি।'

আর কিছু বলার দরকার হলো না। সব বুঝে নিল রুথ। কাগজের মত সাদা হয়ে গেল অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা। ধপ করে আবার বসে পড়ল চেয়ারে।

এগিয়ে এল ডায়ানা। একটা হাত রাখল বোনের কাঁধে।

BanglaBook.org

'ওকে সাবধান করে দিতে হবে,' বলল সে।

'কিন্তু... কীভাবে?' প্রশ্ন করল রুথ। 'অ্যান্থনিকে কিছু জানালে তার অর্থ হবে স্যর রোল্যাণ্ড আর রিচার্ডের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।'

'বুঝলাম। তা হলে কাজটা আমাকেই করতে হবে,' চেপে বসল ডায়ানার দুই ঠোঁট।

'কী বলতে চাও তুমি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রুথ, পরক্ষণেই আবার খাদে নেমে গেল গলা। 'এই বিদ্রোহ থামানোর একটাই উপায়, বুঝতে পারছ না? ওই অসহায় মানুষগুলোর কথা একবার ভেবে দেখেছ, যারা ডিউকের সঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?'

'এত কিছু ভাবার সময় নেই আমার,' শক্ত গলায় জবাব দিল ডায়ানা। 'আমি শুধু জানি, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা পড়তে যাচ্ছেন মি. ওয়াইল্ডিং।' কয়েক কথায় অ্যান্থনির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা খুলে বলল সে।

'আমি এখন কী করব?' দুই হাতে মুখ ঢাকল রুথ। একের পর এক চিন্তার স্রোত আছড়ে পড়ছে ওর মাথার ভেতর। 'অ্যান্থনিকে সাবধান করে দেয়া আমার দায়িত্ব ঠিক, কিন্তু রিচার্ডের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। সাধারণ মানুষের কথাও চিন্তা করতে হবে আমাকে।'

'তোমার এমন আচরণ দেখতে হবে জানলে আমি নিজেই যেতাম মি. ওয়াইল্ডিংকে সাবধান করতে,' বলে উঠল ডায়ানা।

'গেলে না কেন?' প্রশ্ন করল রুথ।

'কারণ মি. ওয়াইল্ডিঙের কাছে তোমার ঋণ কিছুটা হলেও শোধ করার সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম তোমাকে।'

'আমি পারব না, ডায়ানা!' কান্নায় ভেঙে এল রুথের গলা।

সত্যি কথা বলতে, ডায়ানার কাছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের

BanglaBook.org

জীবন বাঁচানোর চাইতেও স্যর রোল্যাণ্ডের পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং যদি জানতে পারে আজ রাতে ডিউকের উপর হামলা হবে, তা হলেই ব্যর্থ হবে স্যর রোল্যাণ্ড।

'মি. ওয়াইল্ডিং তার বন্ধুদের সঙ্গে খুন হয়ে যান—এটাই কি চাও তুমি?' তীব্র গলায় প্রশ্ন করল ডায়ানা। 'জবাব দাও? সময় নেই। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে সব!'

হঠাৎ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল রুথের মাথায়। অ্যান্থনির জীবন ও বাঁচাবে। কিন্তু এমনভাবে করবে কাজটা, যাতে রিচার্ডের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে না হয়। নির্দিষ্ট সময়ের আগ পর্যন্ত যেভাবেই হোক আটকে রাখতে হবে অ্যান্থনিকে, যাতে অন্যদের সাবধান করে দেয়ার সুযোগ না পায় ও।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই মনে জোর পেল রুথ। উঠে দাঁড়াল ও। ডায়ানাকে বলল, 'তোমার ক্লোকটা এনে দাও।' কথামত কাজ করল ডায়ানা।

'কোথায় উঠেছে অ্যান্থনি?' প্রশ্ন করল রুথ।

'দ্য শিপ সরাইখানায়। আমি কি আসব তোমার সঙ্গে?'

'না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রুথ। 'একাই যাব আমি।'

ক্লোকের হুডটা মাথায় টেনে নিল ও, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এই রাতের বেলাতেও বেশ ভিড় রাস্তায়। মনমাথের উল্লসিত সমর্থকরা মিছিল করে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধে রওনা হচ্ছেন মনমাথ—এ খবর ছড়িয়ে গেছে সব জায়গায়। স্বামী এবং পুত্রদের বিদায় দিতে ভিড় করে এসেছে মেয়েরা। সবাই জানে গ্লচেস্টারের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন ডিউক আজ রাতেই।

রুথ যখন দ্য শিপ সরাইখানার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল

BanglaBook.org

তখন গির্জার ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজছে। অ্যান্থনি কোন্ কামরায় উঠেছে সেটা জেনে নিল এক পরিচারকের কাছ থেকে, তারপর সেই কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় টোকা দিতে যাবে–ঠিক এই সময় খুলে গেল দরজাটা। অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে সামনে, তার পেছনে দেখা যাচ্ছে নিক ট্রেঞ্চার্ডের মুখ।

অ্যান্থনিকে দেখেই এক মুহূর্তের জন্য ঘুরে উঠল রুথের মাথাটা। পোশাক বদলে নিয়েছে অ্যান্থনি। এখন ওর পরনে রয়েছে কালো সিল্কের স্যুট। গাঢ় বাদামী চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, কলারের কাছে ঝিলিক দিচ্ছে হীরের টুকরো। হ্যাটটা বগলের নিচে চেপে ধরা।

'অ্যান্থনি,' দুরু দুরু বুক নিয়ে বলল রুথ। 'আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠল অ্যান্থনি। হুডে ঢাকা থাকায় রুথের মুখ দেখতে পায়নি ও, ভেবেছিল এই সরাইখানার কোনও পরিচারিকা। কিন্তু রুথ কথা বলে উঠতেই চিনতে পারল। ওর গলার স্বর চিনতে অ্যান্থনির ভুল হয়নি। মুখ তুলে তাকাল রুথ। দরজার সামনের একটা বাতি থেকে আলো এসে পড়ল ওর মুখে।

'রুথ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যান্থনি। পেছনে কুঁচকে উঠল ট্রেঞ্চার্ডের ভ্রূ। এই দু'জনকে একসঙ্গে দেখলেই কেন যেন মেজাজ বিগড়ে যায় তার। ইতোমধ্যেই এদের কারণে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তাকে।

'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার,' ব্যাকুল গলায় বলে উঠল রুথ।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যান্থনি।

'এখানে বলা যাবে না।'

BanglaBook.org

'তা হলে?'

'আগে আমাকে ভেতরে আসতে দাও।'

কিন্তু দ্বিধা করতে লাগল অ্যান্থনি।

'কী হলো? আমি তো তোমার স্ত্রী, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যান্থনি, তারপর সরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল ও। উপলব্ধি করল, রুথের সঙ্গে ওর মানসিক দূরত্বটা এখনও অনেকখানি রয়ে গেছে।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও,' ভেতরে ঢুকে বলল রুথ। ট্রেঞ্চার্ড বাইরে বেরিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে দরজাটা লাগিয়ে দেয়ার আগে বলল, 'আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। তবে বেশি সময় নিয়ো না তোমরা।'

দরজা বন্ধ হয়ে যেতে জানালার পর্দাগুলোও ভাল করে টেনে দিল রুথ। তারপর খুলে ফেলল ক্লোক। মোমের আলোয় মনে হলো, সাদা গাউন পরে দাঁড়িয়ে আছে কোনও দেবী।

একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অ্যান্থনি, তাকিয়ে রইল রুথের দিকে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে। তারপর একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ও। বলল, 'বোসো, রুথ। তোমাকে খুব বেশি আতিথেয়তা দেখাতে পারছি না, দুঃখিত। নিজের বাড়িতে হলে হয়তো পারতাম। কিন্তু শুনেছ নিশ্চয়ই, আলবেমার্ল দখল করে নিয়েছে জয়ল্যাণ্ড চেজ।'

মাথা ঝাঁকাল রুথ। মুখে কিছু বলল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার কথা বলল অ্যান্থনি। 'তোমাকে দেয়া কথাটা রাখতে পারিনি আমি, রুথ,' বলল ও।

'কী কথা?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রুথ।

'বাহ,' বিষণ্ন এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল অ্যান্থনির মুখে। 'ভুলেই গেছ তা হলে? আমি বলেছিলাম না, তোমাকে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করব? আমার মৃত্যু না হলে তো তুমি মুক্তি পাবে

BanglaBook.org

না, তাই না? সেটার কথাই বলছি। তবে আশা হারিয়ো না, রুথ। বিদ্রোহের পালা এখনও শেষ হয়নি। শেষ পর্যন্ত কী হবে কেউ বলতে পারে না।' ভারি হয়ে উঠল ওর গলা।

গভীর নীল দুই চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রুথ। মনে মনে ভাবছে, কত বড় ভুল ধারণাই না করে বসে আছে অ্যান্থনি। সত্যিই যদি ওর মৃত্যু কামনা করত রুথ, তা হলে কি এই রাতের বেলা ছুটে আসত অ্যান্থনির কাছে?

'তোমার মৃত্যু আমি কোনোদিনও চাইনি, অ্যান্থনি,' কয়েক মুহূর্ত পর জবাব দিল রুথ। 'সত্যিই যদি কারও মৃত্যু কামনা করে থাকি, তবে তা ডিউক অভ মনমাথের।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল অ্যান্থনি। 'এই রাতের বেলা কি আমার সঙ্গে রাজনীতির কথা বলতে এসেছ তুমি?'

চুপ করেই রইল রুথ। হঠাৎ একটা সন্দেহ ঢুকল অ্যান্থনির মাথায়। ওর অনুপস্থিতিতে রুথের উপর রাগ ঝাড়েননি তো ডিউক? রেগে উঠল ও। জিজ্ঞেস করল, 'ডিউকের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে এর মাঝে?'

'না তো,' জবাব দিল রুথ। অ্যান্থনির মাথায় জেগে ওঠা সন্দেহের কথা কিছুই বুঝতে পারেনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অ্যান্থনি। তারপর ওর মনে পড়ল, এখন প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকার কথা ডিউকের। রুথের সঙ্গে দেখা করার সময়ই পাবেন না তিনি।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'এবার বলো, কী জরুরি কথা আছে তোমার আমার সঙ্গে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রুথ। দ্বিধা, ভয় আর দুশ্চিন্তা একই সঙ্গে খেলা করছে ওর চেহারায়। একটু লাল হয়ে উঠল সুন্দর মুখটা। নীরবে সব লক্ষ্য করল অ্যান্থনি, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না।

'তুমি ব্রিজওয়াটারে এসেছ কখন?' অবশেষে প্রশ্ন করল

BanglaBook.org

রুথ।

'ঘণ্টাদুয়েক হবে।'

'দুই ঘণ্টা? অথচ একবার আমার সঙ্গে দেখা করার চিন্তা করলে না?'

অবাক হয়ে রুথের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যান্থনি। তারপর বলল, 'ভেবেছিলাম আমাকে ছাড়া ভালই আছ তুমি। এখন বুঝতে পারছি, ভুল করেছি। কিন্তু এই কথা বলার জন্যই কি ছুটে এসেছ তুমি?'

'না... হ্যাঁ,' দ্বিধা জড়ানো কণ্ঠে জবাব দিল রুথ। মনের মাঝে কেবল একটা কথাই কাজ করছে, যে-কোনও মূল্যে আটকে রাখতে হবে অ্যান্থনিকে।

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, রুথ,' অবাক হয়ে বলল অ্যান্থনি। 'দ্বিধা করছ কেন তুমি?'

'আরেকটা কথা বলতে চাই তোমাকে,' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল রুথ।

'কী কথা?'

'আমি চাই তুমি মনমাথের পক্ষ থেকে সরে এসো।'

রুথের কাছে এগিয়ে এসেছিল অ্যান্থনি, এবার পিছিয়ে গেল এক পা। দেখল, দ্রুত হয়ে উঠেছে রুথের নিঃশ্বাস। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অ্যান্থনি, ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে। প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'তোমার নিরাপত্তার জন্য,' জবাব দিল রুথ।

'আমার নিরাপত্তা নিয়ে আগে তো এত চিন্তা ছিল না তোমার?'

'এখন আছে। তা ছাড়া, তোমার সম্মানের প্রশ্নও এখানে জড়িত। নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করেছেন মনমাথ, সেই সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে নিজের ভালোটাই তিনি সবার আগে দেখবেন। সাধারণ মানুষকে কেবল নিজের ওপরে ওঠার সিঁড়ি

BanglaBook.org

হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি।'

'বাহ,' কিছুটা বিদ্রূপ ফুটে উঠল অ্যান্থনির গলায়। 'এগুলো কি তোমার নিজের কথা? নাকি স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেকের?'

অন্য কোনও সময় হলে রুথ কথাটায় অপমান বোধ করত। কিন্তু এখন সেসবের চাইতে অ্যান্থনিকে আটকে রাখাটাই ওর কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলোমেলো কথা বলে অ্যান্থনির মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখতে চাইছে ও।

'স্যর রোল্যাণ্ড?' অবাক গলায় বলে উঠল রুথ। 'এসবের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক?'

এবার স্যর রোল্যাণ্ডকে নিয়ে আলোচনা শুরু হলো দু'জনের মাঝে। ম্যান্টেলপিসের উপর রাখা ঘড়িতে ধীর গতিতে গড়িয়ে চলেছে সময়। আড় চোখে একবার সেদিকে তাকাল অ্যান্থনি। নয়টা বাজতে আর পনেরো মিনিট বাকি। মনে পড়ল, বাইরে ওর জন্য অপেক্ষা করছে ট্রেঞ্চার্ড।

'রুথ,' হঠাৎ বলল ও। 'তুমি কিন্তু এখনও বলোনি, আজ রাতে কেন এসেছ আমার কাছে। তাড়াতাড়ি বলে ফেলো। আমার হাতে সময় বেশি নেই।'

'কেন? কোথায় যাবে তুমি?' ভীত গলায় প্রশ্ন করল রুথ।

হাসল অ্যান্থনি। কিন্তু হাসিটা ওর চোখ স্পর্শ করল না। দেরিতে হলেও বুঝতে শুরু করেছে, রুথ সম্ভবত ওকে আটকে রাখতে চায়। কী কারণে, সেটা অবশ্য এখনও বুঝতে পারছে না।

'আমার কাজে তোমার এত আগ্রহ আগে দেখিনি,' হাত বাড়িয়ে হ্যাটটা তুলে নিতে নিতে বলল ও। 'কী চাও আমার কাছে? অল্প কথায় বলে ফেলো। এখনই বের হতে হবে আমাকে।'

'আগে বলো কোথায় যাবে? তারপর আমার উদ্দেশ্য বলব

BanglaBook.org

আমি।'

'আজ রাতে মি. নিউলিংটনের বাড়িতে ডিনার করার কথা আমার, ডিউক অভ মনমাথের সঙ্গে।'

'আমি যদি তোমাকে নিষেধ করি, তা হলে শুনবে?' হঠাৎ অ্যান্থনির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রুথ। হাতটা ধরল অ্যান্থনি। সেটা তুলে নিয়ে নিজের গালে ঠেকাল রুথ, ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে অ্যান্থনির দিকে।

'এই কথা কেন বলছ বুঝতে পারছি না আমি, রুথ,' বলল অ্যান্থনি। 'দয়া করে সব খুলে বলো।'

'আগে বলো নিউলিংটনের বাড়িতে যাবে না, তারপর বলব।'

মাথা নাড়ল অ্যান্থনি। 'সেটা সম্ভব নয়। ডিউককে কথা দিয়েছি আমি।'

হঠাৎ লাল হয়ে উঠল রুথের মুখটা। 'বেশ, তবে যাও। তোমার বিবাহিত স্ত্রীর কথাও শুনতে রাজি নও তুমি, এমনই তোমার তাড়া। আমি তোমাকে বাধা দেব না।' ক্লোকটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। দরজার হাতলে হাত রেখেছে, এই সময় হঠাৎ পেছন থেকে ডাক দিল অ্যান্থনি।

'দাঁড়াও!'

থমকে দাঁড়াল রুথ।

'আমার কাছে কেন এসেছিলে সেটা না বলে কোথাও যেতে পারবে না তুমি,' বলল অ্যান্থনি। তারপর হঠাৎ সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। 'কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ডিউকের সঙ্গে, তাই না?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল ও। ঘড়ির দিকে চলে গেল ওর চোখ। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার তালা আটকে দিল রুথ। চাবিটা বের করে নেয়ার জন্য টানাটানি শুরু করল, উত্তেজনার বশে কাঁপছে হাত। এক লাফে ওর কাছে পৌঁছে গেল

BanglaBook.org

অ্যান্থনি। কিন্তু চাবিটা ততক্ষণে চলে এসেছে রুথের হাতে। ওকে দেখেই চাবিটা মুঠোয় চেপে ধরে পিছিয়ে যেতে শুরু করল রুথ।

এক নিমেষে অনেকগুলো চিন্তা খেলে গেল অ্যান্থনির মাথায়। রিচার্ড অথবা ব্লেক, অথবা দু'জনেই; ডিউকের বিরুদ্ধে কিছু একটা ষড়যন্ত্র করেছে। হয়তো আজ রাতেই ডিউকের উপর হামলা হবে। নিশ্চয়ই ডায়ানার কাছ থেকে অ্যান্থনির নিউলিংটনের বাড়িতে যাওয়ার কথা জানতে পেরেছে রুথ, এবং ছুটে এসেছে ওকে বাঁচাতে। এক মুহূর্তের জন্য ভালবাসায় ভরে উঠল অ্যান্থনির মন। কিন্তু এখন ভাবাবেগের সময় নেই। ডিউকের উপর বিপদ নেমে আসবে যে-কোনও মুহূর্তে। ও নিজেও ডিউকের কাজেকর্মে বীতশ্রদ্ধ, কিন্তু সেটা এতদূর পৌঁছায়নি যে ডিউককে মরতে দেখেও চুপ করে বসে থাকবে।

'চাবিটা দাও, রুথ,' গম্ভীর গলায় বলল অ্যান্থনি। 'কোনোদিন কোনও মেয়ের গায়ে হাত তুলিনি আমি। এখন আমাকে সেই কাজ করতে বাধ্য কোরো না।'

মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল রুথ, চোখের তারায় ফুটে উঠেছে ভয়। অ্যান্থনি সব বুঝে ফেলেছে বুঝতে পেরে ওর ভয়টা আরও বেড়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিল, কোনোভাবেই চাবিটা দেবে না অ্যান্থনিকে। তাতে যদি মার খেতে হয় তো খাবে। বলা যায় না, এই সামান্য সময়টুকুর জন্যই হয়তো বেঁচে যাবে অ্যান্থনির প্রাণ। আরেকটা কথা মনে পড়ল ওর। আজ রাতে যদি ডিউককে সতর্ক করে দিতে পারে অ্যান্থনি, আর ব্লেক জেনে যায় যে রুথের কারণেই ফসকে গেছে তার শিকার, তবে রাগের মাথায় হয়তো রিচার্ডকে খুনই করে বসবে সে। চাবিটা মুঠোয় ধরে পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগল রুথ।

'চাবিটা দাও, রুথ,' আবার বলল অ্যান্থনি।

BanglaBook.org

'না!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল রুথ। 'তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না আমি, অ্যান্থনি।'

'যেতেই হবে আমাকে। ডিউককে কথা দিয়েছি আমি, এর সঙ্গে আমার সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। আমাকে বাধা দিয়ো না, রুথ। চাবিটা দাও।'

'ওখানে গেলে তোমাকে মরতে হবে,' রুদ্ধস্বরে বলে উঠল রুথ।

মাথা নাড়ল অ্যান্থনি। বলল, 'কয়েক দিন আগে হোক আর পরে, মরতেই হবে আমাকে।'

'না,' মাথা নাড়ল রুথ, 'তোমাকে কিছুতেই মরতে দেব না আমি।'

ওদিকে কথা বলতে বলতে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে অ্যান্থনি, আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে রুথ। কামরার একমাত্র বাতিটার কাছে পৌঁছে গেল ও। তারপর হঠাৎ হাত দিয়ে ঘুষি মারল বাতিতে। চুরমার হয়ে গেল বাতিটা। আর্তনাদ করে উঠল রুথ। ভাঙা কাঁচে লেগে হাত কেটে গেছে। অন্ধকার নেমে এসেছে ঘরে।

'রুথ!' ডাক দিল অ্যান্থনি। 'ব্যথা পেয়েছ তুমি?'

'তাতে কিছু আসে-যায় না,' অন্ধকারের মাঝে জবাব দিল রুথ। 'তোমাকে বাঁচাতে পেরেছি আমি।' একই সঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে ও, রক্ত পড়তে থাকা হাতটা চেপে ধরে আছে কোলের সঙ্গে। রক্তের দাগ লেগে ভিজে যাচ্ছে সাদা গাউনটা।

'ট্রেঞ্চার্ড!' গলা চড়িয়ে ডাক দিল অ্যান্থনি। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল দরজায়। কিন্তু কাজ হলো না। এবার একটা চেয়ার তুলে নিল আন্দাজের উপর নির্ভর করে। সেটা দিয়ে বাড়ি মারল দরজায়। এবার ভেঙে গেল দরজা। ওপাশে দেখা গেল ট্রেঞ্চার্ডের হতচকিত মুখ। তার পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে

BanglaBook.org

সরাইখানার এক পরিচারিকা।

'একটা বাতি নিয়ে এসো!' হুকুম করল অ্যান্থনি। কথামত কাজ করল পরিচারিকা। বাতির আলোয় রুথের হাতের জখমটা পরীক্ষা করল অ্যান্থনি। সৌভাগ্যক্রমে খুব বেশি কাটেনি, চামড়া ছড়ে গেছে কেবল। কিন্তু ব্যথার কোনও চিহ্ন নেই রুথের চেহারায়, বরং যেন সন্তুষ্টি অনুভব করছে। পাশের কামরা থেকে পরিষ্কার পানি আর ট্রেঞ্চার্ডের একটা শার্ট নিয়ে এল অ্যান্থনি। জখম ধুয়ে শার্ট ছিঁড়ে পট্টি বেঁধে দিল হাতে। পরে অবশ্য শার্ট নিয়ে বেশ কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিয়েছিল ট্রেঞ্চার্ড।

এবার পরিচারিকার হাতে স্ত্রীকে ছেড়ে দিল অ্যান্থনি। ট্রেঞ্চার্ডকে নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ঠিক সেই মুহূর্তে গির্জায় বেজে উঠল নয়টা বাজার ঘণ্টা। শব্দটা অ্যান্থনির মনে ঠিক ততটাই ভয়ের সৃষ্টি করল, যতটা স্বস্তি দিল রুথকে।

উনিশ

নয়টা বেজে গেছে। রুথ ধরে নিয়েছে সফল হয়েছে ওর উদ্দেশ্য। পথে যেতে যেতে ট্রেঞ্চার্ডকে নিজের সন্দেহের কথা খুলে বলল অ্যান্থনি। সব শুনে মাথা নাড়ল ট্রেঞ্চার্ড।

'তুমি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ যে ঠিক রাত নয়টার সময়ই ডিউকের উপর হামলা হবে?' প্রশ্ন করল সে।

অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে তাকাল অ্যান্থনি। 'কী বলতে চাও?'

BanglaBook.org

দ্য শিপ সরাইখানার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। অ্যান্থনির কাঁধে একটা হাত রাখল ট্রেঞ্চার্ড।

'চিন্তা করে দেখো,' বলল সে। 'নয়টার সময় ডিউকের নিউলিংটনের বাড়িতে পৌঁছানোর কথা। ধরে নেয়া যায় তাঁর একটু দেরি হয়েই যাবে। আর তিনি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের কথা ভাববে না শত্রুরা। তারা চাইবে ডিউক আর তাঁর লোকেরা খেতে বসুক। পেট ভারি হয়ে এলে তাঁদের মন থেকে বিপদের চিন্তা দূর হয়ে যাবে। তখন তাঁদের খুন করা সহজ হবে।'

'তা হলে এখন কী করব আমরা?' প্রশ্ন করল অ্যান্থনি।

'এখনই কর্নেল ওয়েডের কাছে চলে যাও। কিছু লোক নিয়ে চলে এসো নিউলিংটনের বাড়িতে। বেশি দেরি কোরো না, তা হলে আর কিছু করার থাকবে না। শত্রুরা আক্রমণ করে বসার আগেই যদি আমরা ওদের চমকে দিতে পারি তবে আশা করা যায় খেলার মোড় ঘুরে যাবে। আমি যাচ্ছি নিউলিংটনের বাড়ির দিকে। আর দেরি কোরো না, যাও!'

তাই করল অ্যান্থনি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল ব্রিজওয়াটারের পথ ধরে, গন্তব্য কর্নেল ওয়েডের আস্তানা। সেখানে গিয়ে জানতে পারল ওয়েডও চলে গেছে মনমাথের সঙ্গে। কিন্তু ক্যাপ্টেন স্লেপ নামে আরেকজনকে পাওয়া গেল। তাকে সব বুঝিয়ে বলল অ্যান্থনি। সব শুনে বিশ জন মাস্কেটিয়ারকে অ্যান্থনির সঙ্গে পাঠিয়ে দিল স্লেপ। কিন্তু ততক্ষণে মূল্যবান পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে।

এবার ছোট্ট সেনাদলটাকে নিয়ে নিউলিংটনের বাড়িতে চলে এল অ্যান্থনি। বাড়িটা থেকে একটু দূরে থমকে দাঁড়াল ওরা, বোঝার চেষ্টা করল পরিস্থিতি। আলো জ্বলছে বাড়িতে। তবে কোনও গোলমালের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস

BanglaBook.org

ফেলল অ্যান্থনি। কিন্তু তা কেবল এক মুহূর্তের জন্য। জানে যে শত্রুরা এখনও হামলা না করলেও যে-কোনও মুহূর্তে সেটা ঘটতে পারে। একজন সৈন্যকে সামনে পাঠিয়ে দিল ও, পরিস্থিতি দেখে আসার নির্দেশ দিল তাকে।

ওদিকে অ্যান্থনিকে পাঠিয়ে দিয়ে ট্রেঞ্চার্ড নিজেও রওনা হয়ে গেল। নিউলিংটনের বাড়ির সামনে বেশ কিছু লোক নজরে পড়ল তার। ডিউক অভ মনমাথ আসবেন শুনে সবাই ভিড় জমিয়েছে। তাদের মাঝ দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে লাগল সে, আড় চোখে দেখছে কোনও পরিচিত মুখ নজরে পড়ে কি না। হঠাৎ রিচার্ড ওয়েস্টমাকটকে চোখে পড়ল তার।

সামনে এগিয়ে গেল ট্রেঞ্চার্ড, যাওয়ার পথে ইচ্ছে করেই কাঁধ দিয়ে একটা ধাক্কা দিল রিচার্ডকে। ঘুরে তাকাল, দেখল রিচার্ডও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এমন ভাব করল ট্রেঞ্চার্ড যেন দেখতে পায়নি রিচার্ডকে। যেন ক্ষমাপ্রার্থনা করবে এমন ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে এল। তারপর হঠাৎ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

'রিচার্ড!' উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল ট্রেঞ্চার্ড, যেন পুরনো বন্ধুর দেখা পেয়েছে বহু দিন পর।

নিক ট্রেঞ্চার্ডকে দেখেই ভিড়ের মাঝে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করল রিচার্ড। জানে, ওকে এখানে দেখলেই চেপে ধরবে ট্রেঞ্চার্ড। কিন্তু দুই পা যাওয়ার আগেই এগিয়ে এল ট্রেঞ্চার্ড, খপ করে রিচার্ডের কাঁধ চেপে ধরল। 'কোথায় পালাচ্ছ, ভায়া?' মুখে চওড়া হাসি।

হতচকিত একটা ভাব ফুটে উঠল রিচার্ডের মুখে। 'পালাব কেন?'

হো হো করে হেসে উঠল ট্রেঞ্চার্ড। বলল, 'ভাবলাম হয়তো আলবেমার্লের সেই বিচারের কথা এখনও মনে রেখেছ। ওসব

BanglaBook.org

ভুলে যাও, বুঝলে? বুড়ো মানুষ আমি, আমার উপর রাগ পুষে রেখে কী লাভ?' রিচার্ডের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল সে।

'না না, কোনও রাগ নেই,' জবাব দিল রিচার্ড। মনে মনে চাইছে ট্রেঞ্চার্ড তাড়াতাড়ি বিদেয় হোক। সে এখানে থাকলে নিজের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারবে না রিচার্ড।

'সেটার প্রমাণ তো দিতে হবে, তাই না?' বলল ট্রেঞ্চার্ড। 'চলো দেখি, এক বোতল ক্যানারি মদ দিয়ে তোমার রাগটা ধুয়ে ফেলা যায় কি না।'

'এখন পান করতে পারব না আমি। ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছে করছে না?' প্রতিধ্বনি করল ট্রেঞ্চার্ড। 'আরে, ইচ্ছে করলেই যে শুধু পান করতে হবে এমন কোনও কথা আছে? এসো এসো,' রিচার্ডের হাত ধরে টান দিল সে। আর সেই মুহূর্তেই একটা হইচইয়ের শব্দ ভেসে এল। মনমাথ পৌঁছে গেছেন। সঙ্গে চল্লিশ জন দেহরক্ষী। হাত নেড়ে জনতার উচ্ছ্বাসের জবাব দিচ্ছেন ডিউক। বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন তিনি। সিঁড়ির শেষ ধাপে অপেক্ষা করছে নিউলিংটন। তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন ডিউক, তারপর ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভেতর। সঙ্গে গেল আরও ছয় সঙ্গী। গ্রে আর ওয়েড আছে তাদের ভেতর। ডিউককে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ঘোড়ার গাড়ি। পেছন পেছন গেল দেহরক্ষীরা।

ট্রেঞ্চার্ডের মনে হলো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রিচার্ড। তবে তার ভুলও হতে পারে।

'কী হলো? এসো?' আবার রিচার্ডকে তাড়া লাগাল সে।

অনেকটা যেন অভ্যাসের বশেই পা চালাল রিচার্ড। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল আবার, কর্তব্যের সঙ্গে লড়াই করছে মনে মনে। স্যর রোল্যাণ্ডকে কথা দিয়েছে সে,

BanglaBook.org

এখান থেকে নড়বে না কোনোমতেই।

'না, আমি এখন যেতে পারব না, ট্রেঞ্চার্ড...' দুর্বল গলায় প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কোনও আমলই দিল না ট্রেঞ্চার্ড।

'এসো বলছি! না হলে কিন্তু আমি এবার রাগ করব।' জোর গলায় বলে উঠল সে, টানতে টানতে নিয়ে চলেছে রিচার্ডকে।

ধূর ছাই! মনে মনে বলে উঠল রিচার্ড। নিজেকে বোঝাল, এখন এখানে পাহারা দেয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করেছে সে আর ব্লেক, কাকপক্ষীও তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবে না। ওদিকে ট্রেঞ্চার্ডও জোর করছে। আর সত্যিই তো, অনেকক্ষণ হয়ে গেল এক ফোঁটাও মদ পড়েনি পেটে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল তার। ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে।

হোয়াইট কাউ সরাইখানার দরজায় এসে দাঁড়াল দু'জন। তিন ধাপ সিঁড়ি টপকে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ভেতরে বেশ ভিড়, তবে একটা জায়গা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। সেখানে বসে পরবর্তী আধ ঘণ্টা সরাইখানার মদের ভাঁড়ার খালি করার চেষ্টায় লেগে গেল দু'জন। নেশাটা বেশ ভাল রকম ধরেছে, এই সময় হঠাৎ বাইরে থেকে কয়েকটা মাস্কেটের গর্জন ভেসে এল।

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এল সরাইখানায়। তারপরেই উত্তেজিত হইচই, চিৎকার। জানালার দিকে এগিয়ে গেল কয়েকজন, কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছে। চমকে উঠে দাঁড়াল রিচার্ড। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ। কিন্তু তার হাত ধরে টান দিল ট্রেঞ্চার্ড।

'বোসো তো!' বলল সে। 'এমন কিছুই হয়নি।'

'কিছুই হয়নি?' অবাক হয়ে বলে উঠল রিচার্ড। যেন তার কথাকে সত্যি প্রমাণিত করতেই আরও বেড়ে গেল হইচই।

BanglaBook.org

আবার গর্জে উঠল মাস্কেট। সরাইখানার বাইরে রাস্তায় এবার নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল। এদিক ওদিক দৌড়ে পালাচ্ছে সবাই। কে যেন চিৎকার করে উঠল, হিজ ম্যাজেস্টি ডিউক অভ মনমাথ খুন হয়েছেন!

সঙ্গে সঙ্গে খালি হয়ে গেল সরাইখানার ভেতরটা। রইল কেবল ট্রেঞ্চার্ড আর রিচার্ড। দু'জনেই জানে আসলে কী হচ্ছে বাইরে। তবে দু'জনের প্রতিক্রিয়া হলো দু'রকম। ট্রেঞ্চার্ড বুঝতে পারছে নিজের দায়িত্ব ঠিকভাবেই পালন করেছে অ্যান্থনি। আরাম করে বসে পাইপে টান দিতে লাগল সে। ওদিকে রিচার্ড বুঝতে পারছে কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে। ব্লেকের লোকদের কাছে পিস্তল ছাড়া কিছু ছিল না। তা হলে মাস্কেটের গুলির শব্দ এল কোথা থেকে? আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে তার মুখ। নিশ্চয়ই তৃতীয় কোনও পক্ষ এসে হামলা করেছে ব্লেকের লোকদের উপর। আর এই বিপদের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী সে নিজে! সে যদি পাহারায় থাকত তবে তৃতীয় পক্ষ অতর্কিতে হামলা করার সুযোগ পেত না।

না, শুধু সে নিজেই দায়ী নয়। এবার তার সব রাগ গিয়ে পড়ল সামনে বসে থাকা লোকটার উপর। এই ব্যাটাই তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সরিয়ে এনেছে। প্রচণ্ড রাগে এক ঝটকা মেরে ট্রেঞ্চার্ডের মুখ থেকে পাইপটা ফেলে দিল সে।

অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল ট্রেঞ্চার্ড। 'কী হয়েছে?' নিষ্পাপ গলায় প্রশ্ন করল সে।

'সব তোমার দোষ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রিচার্ড। 'তুমিই আমাকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ এখানে।'

'মানে? কী বলতে চাও?'

মাতাল হলেও একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি রিচার্ড। এবার তার খেয়াল হলো, বেশি কিছু বলে ফেললে সে নিজেও

BanglaBook.org

ফেঁসে যাবে। সিদ্ধান্ত নিল, তার চাইতে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিশ্চিত করাই সবচেয়ে ভাল হবে। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে লক্ষ্য করছে ট্রেঞ্চার্ড। তারপর রিচার্ড আর কিছু বলবে না বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল। শান্ত পদক্ষেপে কাউন্টারে গিয়ে মদের দাম মেটাল, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

ওদিকে নিউলিংটনের বাড়ির ভেতরেও গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার হামলা হয়েছে ডিউকের উপর। বাইরে গোলাগুলির আওয়াজ শুরু হতেই তিনি বুঝতে পারলেন, এটাও তেমনই কোনও হামলা। খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কর্নেল ওয়েড, জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মি. নিউলিংটনের দিকে তাকালেন ডিউক, কিন্তু সে-ও কিছু বলতে পারল না। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে গৃহকর্তার মুখ। অবস্থা আরও খারাপ হলো যখন ব্যবসায়ীর স্ত্রী আর কন্যা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এই ঘরে ঢুকে পড়ল।

জানালা দিয়ে বাইরের বাগানের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারে কালো ছায়ার মত লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে এদিক ওদিক। ভেসে আসছে চিৎকারের শব্দ। বাগানের প্রাচীরের ওপাশ থেকে আবার একসারি মাস্কেটের গর্জন ভেসে এল, সেই সঙ্গে দেখা গেল বন্দুকের নল থেকে বেরিয়ে আসা আগুনের ঝলকানি। আবার চিৎকার, হইচই। আক্রমণকারীরা এবার ভেতরে ঢুকে পড়ছে। মাস্কেটের গর্জনের সঙ্গে এবার পিস্তলের শব্দ যোগ হলো। আরও কিছু হইচই, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঠোকাঠুকির শব্দ। তারপর সব চুপচাপ।

অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল হঠাৎ। জানতে চাইছে হিজ ম্যাজেস্টি নিরাপদ আছেন কি না। আরও জানাল, ডিউককে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু ডিউকের পক্ষের লোকেরা আগেই টের পেয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের উপর হামলা

BanglaBook.org

করেছে। এখন তাদের আর কেউ জীবিত নেই। তবে কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়, কারণ সবার অজান্তে তখনও একটা ঝোপের মাঝে লুকিয়ে আছে স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেক। গালের এক জায়গায় কেটে গেছে তার, তা ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয়নি।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মনমাথ। অসুস্থ বোধ করছেন তিনি। ওদিকে লর্ড গ্রে-র মাথায় প্রথম যে চিন্তাটা এল, সেটা হচ্ছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং কোথায়? আজ সন্ধেয় ওয়াইল্ডিঙের সঙ্গে বেশ দুর্ব্যবহার করা হয়ে গেছে। সেটারই শোধ নিল না তো সে?

'অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং কোথায়?' প্রশ্ন করলেন লর্ড গ্রে। 'এত ঝামেলা হয়ে গেল, অথচ তার কোনও দেখা নেই কেন?'

চট করে মুখ তুলে তাকালেন মনমাথ। কিন্তু কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

'আপনি কি বলতে চাইছেন আজ রাতের ঘটনায় অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং জড়িত?' লর্ড গ্রে-কে প্রশ্ন করল ওয়েড।

'অবস্থা দেখে তো সেটাই মনে হচ্ছে,' গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন লর্ড গ্রে।

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' একটা ভারি কণ্ঠ জবাব দিল দরজার কাছ থেকে। চরকির মত ঘুরে তাকাল সবাই।

অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। হাতে খোলা তলোয়ার। রক্ত লেগে আছে তাতে। পায়ের বুটে লেগে আছে শিশির আর ঘাসের দাগ। তবে ও ছাড়া শরীরের আর কোথাও কোনও দাগ নেই, একদম নিখুঁত পোশাক। ঠোঁটে একটা ঠাণ্ডা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে লর্ড গ্রে-র দিকে।

এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন মনমাথ, হাত চলে গেছে তলোয়ারের বাঁটে। লর্ড গ্রে মনমাথের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তার হাতেও তলোয়ার। যেন অ্যান্থনির হাত থেকে বাঁচাতে

BanglaBook.org

চাইছেন মনমাথকে।

'তবে একটু বোধহয় ভুল হয়েছে,' বলল অ্যান্থনি। 'আজ রাতের ঘটনায় আমি জড়িত ছিলাম ঠিকই। তবে সেটা ইয়োর ম্যাজেস্টির প্রাণ বাঁচানোর কাজে। এখানে আসার ঠিক আগমুহূর্তে আমি ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারি। দ্রুত ফিরে গিয়ে ক্যাপ্টেন স্লেপের কাছ থেকে কিছু মাস্কেটিয়ার সৈন্য নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি, তারপর ওদের সাহায্যে আক্রমণ করি বাগানে লুকিয়ে থাকা শত্রুদের। হেরে গেছে ওরা। ভয় পাচ্ছিলাম, হয়তো অনেক দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করেছেন, ইয়োর ম্যাজেস্টি।'

আবেগপ্রবণ মানুষ মনমাথ। এই মুহূর্তে অশ্রুসজল হয়ে উঠল তাঁর চোখ। বিড়বিড় করে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন লর্ড গ্রে, খাপে ঢুকিয়ে রাখলেন তলোয়ার। ওদিকে এক পা সামনে এগিয়ে এলেন মনমাথ। ইচ্ছে, নাইট উপাধিতে ভূষিত করবেন অ্যান্থনিকে।

'হাঁটু গেড়ে বসো, অ্যান্থনি,' কাঁপা গলায় বললেন তিনি।

কিন্তু অ্যান্থনি ডিউকের উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝতে পারছে। কেন জানি ওর এই লোকটার কাছ থেকে কোনও প্রশংসা মাথা পেতে নিতে ইচ্ছা করল না। মাথা নাড়ল ও।

'এখন এসবের সময় নয়, ইয়োর ম্যাজেস্টি। আরও জরুরি একটা কাজ বাকি আছে।' টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে একটা ন্যাপকিন তুলে নিয়ে তলোয়ার মুছল ও, তারপর ঢুকিয়ে রাখল খাপে।

অ্যান্থনির গলায় এমন কিছু একটা ছিল, একেবারে চুপসে গেলেন মনমাথ।

'মি. নিউলিংটন,' বলল অ্যান্থনি। চমকে উঠল মোটাসোটা ব্যবসায়ী, যেন যমদূত এসে ডাক দিয়েছে তাকে।

BanglaBook.org

'শুনলাম আজ রাতে আপনি ডিউকের হাতে বেশ বড় অঙ্কের টাকা তুলে দিতে চেয়েছিলেন, আপনার শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে,' বলল অ্যান্থনি। 'বিশ হাজার পাউণ্ড, আমার শুনতে যদি ভুল না হয়। টাকাটা কি এই মুহূর্তে আছে আপনার কাছে?'

'না, তবে ক্... কাল সকালেই চলে আসবে,' কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল নিউলিংটনের গলা।

'সকালে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন গ্রে।

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আজ রাতেই চলে যাব আমি?' প্রশ্ন করলেন মনমাথ।

'তা ছাড়া ওই টাকাটা দেয়ার জন্যই তো আপনি হিজ ম্যাজেস্টিকে দাওয়াত করেছিলেন আজ রাতে, তাই না?' প্রশ্ন করল ওয়েড।

ব্যবসায়ীর স্ত্রী আর কন্যা তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না কী ঘটছে। তবে নিউলিংটন কোনও জবাব দেয়ার আগেই কথা বলে উঠল অ্যান্থনি।

'ইয়োর ম্যাজেস্টি,' মনমাথকে উদ্দেশ্য করে বলল ও। 'মি. নিউলিংটনের কাছে টাকা না থাকার ঘটনাটাকে অদ্ভুত বলতাম আমি, কিন্তু আপনার উপর হামলা হওয়ার পর আর সেটা বলতে পারছি না। আমার মনে হয় মি. নিউলিংটনের কাছ থেকে বিশ হাজার নয়, ত্রিশ হাজার পাউণ্ড নেয়া উচিত আপনার। এবং সেটা ধার হিসেবে নয়, বরং ক্ষতিপূরণ হিসেবে। আজ রাতে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা নিশ্চয়ই মি. নিউলিংটনের অসতর্কতার কারণেই ঘটেছে। এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে টাকাটা তাঁর অবশ্যই দেয়া উচিত।'

ঠাণ্ডা চোখে নিউলিংটনের দিকে তাকালেন মনমাথ। 'শুনলেন তো, ও কী বলছে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে অ্যান্থনি এখন ছিল এখানে। না হলে আপনার শাস্তির জন্য হয়তো আরও কঠোর

BanglaBook.org

কোনও রাস্তা বেছে নিতাম আমি। কাল সকাল দশটার মধ্যে অ্যান্থনির হাতে টাকাটা তুলে দেবেন আপনি। এর কোনও অন্যথা যেন না হয়।' ঘৃণায় নিউলিংটনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। তারপর বাকিদের উদ্দেশে বললেন, 'এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের। বাইরে কি এখন নিরাপদ, অ্যান্থনি?'

'অবশ্যই, ইয়োর ম্যাজেস্টি। ক্যাপ্টেন স্লেপের বিশ জন সৈনিক অপেক্ষা করছে আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার জন্য।'

'তা হলে এবার যাওয়া যাক,' বললেন মনমাথ। তলোয়ারটা খাপে ভরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, একটু আগে অ্যান্থনিকে নাইটহুড দিতে চাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন।

অ্যান্থনিও এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কিন্তু বের হওয়ার আগেই হঠাৎ নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল। ঘুরে দাঁড়ালেন মনমাথ।

বেগুনী হয়ে গেছে নিউলিংটনের মুখ, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দুই হাতে বাতাস খামচাচ্ছে ব্যবসায়ী, যেন কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে। সবার চোখের সামনেই হঠাৎ ধপাস করে চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে গেল সে।

নিউলিংটনের স্ত্রী আর কন্যা দ্রুত এগিয়ে গেল তার কাছে। কাঁদতে কাঁদতে ডাকছে তাকে। কিন্তু এসবের কিছুই স্পর্শ করল না নিউলিংটনকে, ততক্ষণে সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে গেছে সে।

BanglaBook.org

বিশ

ওদিকে অ্যান্থনি চলে যাওয়ার পরেই রুথও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এসেছে। রাস্তার লোকজনের বাঁকা মন্তব্য, কেটে যাওয়া হাতের ব্যথা—কোনও কিছুই থামাতে পারেনি তাকে। এর চেয়ে অনেক বড় ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে ও মনের ভেতর।

রুথ যখন পৌঁছাল, লুপটন হাউসের ডাইনিং রুমে তখন রাতের খাবার খাচ্ছিল ডায়ানা, সঙ্গে তার মা লেডি হরটন। রুথের রক্তমাখা গাউন আর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে দু'জনেই চমকে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডায়ানা। আর্তস্বরে কী হয়েছে জানতে চাইলেন লেডি হরটন। লুপটন হাউসের বাটলার, অর্থাৎ জ্যাসপার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। কিন্তু রুথ শান্ত করল সবাইকে, বলল যে তেমন কিছু হয়নি ওর। হাতের চামড়া একটু ছড়ে গেছে কেবল। তবু শুনতে চাইল না বাটলার। তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ভেতরে ফেরত পাঠাল রুথ। জ্যাসপার চলে যেতে লেডি হরটন আর ডায়ানাকে সব খুলে বলল ও।

'ডিউককে সাবধান করতে গেছে অ্যান্থনি,' সব শেষে বলল রুথ। 'আমি ওকে বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত আটকে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভয় লাগছে আমার, ডায়ানা!'

'কীসের ভয়?' জিজ্ঞেস করল ডায়ানা, এগিয়ে এসে বোনের

BanglaBook.org

কাঁধে হাত রাখল।

'ভয় লাগছে এই ভেবে, হয়তো বিপদে পড়ে যাবে অ্যান্থনি। হয়তো ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারবে না, ডিউকের সঙ্গে নিজেও মারা পড়বে।'

লেডি হরটন এতক্ষণ অনেক কিছুই বোঝেননি। এবার আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলার অনুরোধ করলেন রুথকে। অল্প কথায় সবকিছু বুঝিয়ে বলল রুথ। সব শুনে আর দাঁড়ালেন না লেডি হরটন, তাড়াতাড়ি নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে অ্যান্থনি আর মনমাথের জন্য প্রার্থনায় বসলেন।

ডায়ানার সঙ্গে একা হয়ে যাওয়ার পর রিচার্ডের জন্য নিজের আশঙ্কার কথাও জানাল রুথ। এখনও বাড়ি ফেরেনি ওর ভাই। সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল ডায়ানা। কিন্তু আরও কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরেও রিচার্ড ফিরছে না দেখে অস্থির হয়ে উঠল রুথ। ডায়ানা বাধা না দিলে হয়তো সেই রাতের বেলাই বেরিয়ে পড়ত ভাইয়ের খোঁজে। ভয় পাচ্ছে, যদি অ্যান্থনি ডিউককে সাবধান করে দিতে সক্ষম হয়? যদি ডিউকের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে মারা পড়ে ওর ভাই? আর ভাবতে পারল না ও। ওর অবস্থা দেখে এমনকী ডায়ানাও মুষড়ে পড়ল।

মধ্যরাতের কিছু পর দরজায় কারও টোকার আওয়াজ পাওয়া গেল। রুথ আর ডায়ানা দু'জনেই চমকে উঠল। কম্পিত বুকে অপেক্ষা করতে লাগল কী খবর এল শোনার জন্য।

কয়েক মুহূর্ত পর খুলে গেল ডাইনিং রুমের দরজা। ভেতরে ঢুকল রিচার্ড, পেছনে জ্যাসপার।

বাটলারকে বাইরে থাকতে বলে দরজাটা লাগিয়ে দিল রিচার্ড। মেয়েরা খেয়াল করল, ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রিচার্ডের মুখ। তবে আহত হওয়ার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না তার মাঝে। এক দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে ভাইকে জড়িয়ে ধরল

BanglaBook.org

রুথ।

'ওহ্, রিচার্ড!' ফুঁপিয়ে উঠল ও। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বেঁচে আছ তুমি।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রিচার্ড, প্রায় ঠেলেই সরিয়ে দিল বোনকে। দুপদাপ পা ফেলে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে, তারপর এক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে নিয়ে ঢক ঢক করে গিলে ফেলল। কয়েক মুহূর্ত পর একটু সুস্থির মনে হলো তাকে। জিজ্ঞেস করল, 'ব্লেক কোথায়?'

'ব্লেক?' প্রতিধ্বনি করল রুথ, মুখটা সাদা হয়ে গেছে। একটা চেয়ারে বসে পড়ল ডায়ানা, নীরবে লক্ষ করতে লাগল ভাই-বোনকে।

'এখনও আসেনি?' হতাশ ভাব ফুটে উঠল রিচার্ডের মুখে। এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল সে। 'তোমরা তো বোধহয় সবই জেনে গেছ ইতোমধ্যে, তাই না?' প্রশ্ন করল এবার।

'সব এখনও জানি না,' জবাব দিল ডায়ানা। 'কী হয়েছে বলো তো?'

ঠোঁট চাটল রিচার্ড। 'বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আমাদের সঙ্গে,' কম্পিত গলায় বলল সে। 'কে করল কে জানে... বিশ জন মাস্কেটিয়ার হামলা চালিয়েছিল ব্লেকের দলটার ওপর। নিউলিংটনের উঠোনে এখন পড়ে আছে ওদের লাশগুলো। কেউ বাঁচেনি। সবাই বলছে নিউলিংটনও নাকি মারেছে।' আরও একটু ওয়াইন ঢেলে নিল সে।

'তুমি পালিয়ে এলে কীভাবে?' প্রশ্ন করল ডায়ানা।

'কীভাবে?' সোজা হয়ে বসল রিচার্ড। তারপর হঠাৎ হেসে উঠল, পাগলের হাসি। 'শুনবে কীভাবে? আসলে ব্লেক মরে গিয়ে থাকলে ভালই হয়েছে, বুঝলে?...' হঠাৎ থেমে গেল তার কথা,

BanglaBook.org

এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল ডায়ানা। তার পিছনের জানালাটা হঠাৎ ঝটকা দিয়ে খুলে গেছে। একটা রক্তমাখা মুখ দেখা যাচ্ছে ওপাশে। গালের ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে প্রায় চেনার অযোগ্য করে দিয়েছে স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেকের চেহারা। সারা শরীরে কাদা, ময়লা। কাপড় ছিঁড়ে গেছে এখানে সেখানে।

এক মুহূর্ত বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল সে, সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে মাপছে সবাইকে। তারপর এক লাফে ভেতরে ঢুকে পড়ল, তলোয়ারটা বের করে নিয়েছে। রিচার্ডের দিকে তেড়ে গেল, সেই সঙ্গে গর্জে উঠল, 'হারামজাদা, বিশ্বাসঘাতক! কাপুরুষ! হয় লড়াই কর্ আমার সঙ্গে, না হলে মর্!'

এক মুহূর্তে ভয়ের সব চিহ্ন উধাও হয়ে গেল রুথের বুক থেকে। ভাইয়ের বিপদ দেখে সঙ্গে সঙ্গে রিচার্ডকে আড়াল করে দাঁড়াল ও।

'সরে যান, মিস্ট্রেস!' বলে উঠল ব্লেক, 'না হলে আপনার রক্ত ঝরাতে বাধ্য হব আমি।'

'পাগল হয়ে গেছেন আপনি, স্যর রোল্যাণ্ড।' রুথের কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যে রাগ পড়ে গেল রোল্যাণ্ডের। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল সে।

'বিশ জন্য সৈন্য মারা গেছে,' রুথকে বলল ব্লেক। 'আমি নিজে বেঁচে গেছি ঠিক, কিন্তু কী লাভ তাতে? ফিভারশ্যামের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে। ওদিকে বিদ্রোহীরাও জেনে গেছে আমি এতে জড়িত, তারাও খুজছে আমাকে। আর এই সব কিছু হয়েছে এই কাপুরুষটার জন্য,' রিচার্ডের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'ওর কোনও দোষ নেই,' কথাটা এমনভাবে বলল রুথ, যে শুধু ব্লেক নয়, এমনকী রিচার্ডও অবাক হয়ে তাকাল বোনের

BanglaBook.org

দিকে।

অবিশ্বাসের হাসি ফুটল ব্লেকের মুখে। রক্তমাখা চেহারায় ভয়ঙ্কর দেখাল হাসিটা। 'ওকে পাহারায় রেখেছিলাম আমি,' বলল সে। 'এই সহজ কাজটাও পারেনি, উল্টে আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছে শত্রুদের কাছে। আগে যদি জানতাম, তা হলে জীবনেও ওর উপর বিশ্বাস রাখতাম না আমি।'

'শপথ করে বলছি, ও এই কাজ করেনি,' আগের মতই শান্ত গলায় বলল রুথ।

হঠাৎ রুথকে পাশ কাটিয়ে রিচার্ডের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করল ব্লেক। ঘুরে দরজার দিকে দৌড় দিতে গেল রিচার্ড। কিন্তু দুই পা এগোতেই রুথ কথা বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জায়গায় জমে গেল রিচার্ড আর ব্লেক।

'রিচার্ড করেনি কাজটা, স্যর রোল্যাণ্ড,' প্রায় চিৎকার করে উঠল রুথ।

ওর দিকে তাকিয়ে রইল ব্লেক। প্রশ্ন করল, 'তা হলে কে?' তারপর জবাবের অপেক্ষায় না থেকেই সামনে এগিয়ে এল, ঠেলে রিচার্ডের সামনে থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রুথকে। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল রিচার্ড। ওর পিছু নিতে যাবে ব্লেক, এই সময় রুথের মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলো থামিয়ে দিল তাকে।

'আমি করেছি কাজটা, স্যর রোল্যাণ্ড,' বলে উঠল রুথ।

'আপনি?' মনে হলো এক ফুঁ দিয়ে ব্লেকের সবটুকু রাগ উড়িয়ে দিয়েছে কেউ। ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল সে। তারপর হঠাৎ হেসে উঠল। বলল, 'নিশ্চয়ই ভাইকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যে বলছেন আপনি।'

কিছু না বলে কেবল চুপচাপ তাকিয়ে রইল রুথ।

BanglaBook.org

'কিন্তু... এ অসম্ভব!' কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে রুথের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল ব্লেক।

'মোটেই না,' বলল রুথ। তারপর সবকিছু খুলে বলল, কীভাবে অ্যান্থনির ফিরে আসার কথা জানতে পারল ও, ওকে সাবধান করতে ছুটে গেল, সবকিছু।

'আপনার পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়ার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না,' সব শেষে বলল রুথ। 'কিন্তু আমি চাইনি যে অ্যান্থনি মারা যাক। ওকে আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম সবকিছু শেষ হওয়ার পরেই ওকে জানাব। কিন্তু আপনারা যে এত দেরি করবেন বুঝতে পারিনি...'

একটা দুর্বোধ্য চিৎকার বেরিয়ে এল ব্লেকের গলা দিয়ে। খোলা তলোয়ার হাতে উন্মাদের মত রুথের দিকে তেড়ে এল সে। তার খ্যাপা চেহারার দিকে এক নজর তাকিয়েই রুথ বুঝে নিল, আজ তার সময় শেষ। রুথের কারণে তার পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে– এটাই ব্লেককে খেপিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। তার উপর রুথ কাজটা করেছে কিনা অ্যান্থনিকে বাঁচানোর জন্য! ক্রোধে চোখে আঁধার দেখছে ব্লেক। এই মুহূর্তে রুথকে খুন করা ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই তার মাথায়।

অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং যে মনমাথের সঙ্গে নিমন্ত্রণে যাচ্ছে এ খবর আগে জানতে পারলে হয়তো আনন্দে নাচতে শুরু করত ব্লেক। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নামত সে। অথচ তার বদলে এখন জানতে পারল, হাতের মুঠোয় এসেও ফসকে গেছে শত্রু। আর সেটা ঘটেছে এমন একজনের কারণে, যাকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছে সে। কথাটা ভেবেই মাথায় আগুন ধরে গেছে ব্লেকের। মানুষ থেকে স্বয়ং শয়তানে পরিণত হয়েছে সে। অসহায় একটা মেয়েকে খুন করতেও এখন বাধবে না তার।

রুথের সামনে এসে তলোয়ার তুলল ব্লেক। সভয়ে চোখ বন্ধ

BanglaBook.org

করল রুথ। রিচার্ড গিয়ে বোনের পেছনে লুকিয়েছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। নিজের নিরাপত্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই তার মাথায়। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল ব্লেক। দুই পা পিছিয়ে গিয়ে তলোয়ার ভরে ফেলল খাপে, তারপর যেভাবে এসেছিল সেভাবেই এক লাফে বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে। কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হলো না হার মেনে নিয়েছে, বরং নতুন কোনও চিন্তা যেন এসেছে তার মাথায়, আর সেজন্যই চলে গেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সবাই। রুথের কাছে এগিয়ে এল ডায়ানা। 'এসো,' বলল সে, রুথকে কামরার বাইরে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু বাধা দিল রিচার্ড। ব্লেক চলে যেতেই একটু আগের ভয় সব উধাও হয়েছে তার মাঝ থেকে। কঠোর চোখে রুথের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'দাঁড়াও, ডায়ানা,' বলল সে। সাহস ফিরে এসেছে গলায়। 'রুথের সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'তুমি যাও, ডায়ানা,' বলল রুথ। 'আমি পরে আসছি।'

ডায়ানা চলে যেতেই বোনকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে শুরু করল রিচার্ড। একটু আগের ভয়ার্ত রিচার্ডের কোনও চিহ্ন নেই এখন। রুথ সাধ্যমত জবাব দিল রিচার্ডের প্রশ্নের। এভাবে কতক্ষণ চলত বলা যায় না, কিন্তু হঠাৎ করে আবার ফিরে এল ব্লেক।

ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল রিচার্ড। কিন্তু তার দিকে তাকাল না ব্লেক, রুথকে ছাড়া আর কাউকে দেখছে না তার চোখ। ঠাণ্ডা, ধারালো দৃষ্টিতে রুথের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'ম্যাডাম,' ভোঁতা গলায় বলল ব্লেক, 'স্বামীর জন্য আপনার দুশ্চিন্তার কথা বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু এখন আপনিই বলুন, লর্ড ফিভারশ্যামকে আমি কী জবাব দেব?'

BanglaBook.org

'সেটা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন?' জবাব দিল রুথ। তারপরই মনে পড়ল, ব্লেকের ব্যর্থতার জন্য ও নিজেই দায়ী। 'আমি—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যর রোল্যাণ্ড।'

কর্কশ গলায় হেসে উঠল ব্লেক, মনে হলো কাঠ কাটছে কেউ করাত দিয়ে। মুখ থেকে রক্তের ছিটে মুছল, তারপর বলল, 'শুধু দুঃখ প্রকাশে কাজ হবে না। আমার সঙ্গে লর্ড ফিভারশ্যামের কাছে যাবেন আপনি, কী অঘটন ঘটিয়েছেন সেটা নিজের মুখেই তাঁকে জানাবেন।'

'আমি?' ভয়ে কুঁকড়ে গেল রুথ।

'হ্যাঁ। এখনই।'

'দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে উঠল রিচার্ড। ব্লেকের কাঁধ চেপে ধরল সে, কিন্তু এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল ব্লেক। রুথের কব্জি চেপে ধরল সে, তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ওকে। সাধ্যমত বাধা দেয়ার চেষ্টা করল রুথ, কিন্তু সফল হলো না। ব্লেকের গায়ে শক্তি অনেক বেশি।

'এর মাঝে নাক গলাতে এসো না, রিচার্ড,' সাবধান করল ব্লেক। 'তোমাকে খুন করতে একটুও কাঁপবে না আমার হাত।'

'জ্যাসপার!' চিৎকার করে ডাক দিল রিচার্ড। 'জ্যাসপার!'

কিন্তু বুড়ো বাটলার এসে পৌছানোর আগেই রুথকে নিয়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল ব্লেক। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে চলে এল গেটের কাছে। সেখানে আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা ছিল তার ঘোড়াটা। এবার বোঝা গেল একটু আগে বের হয়ে কোথায় গিয়েছিল ব্লেক। ঘোড়াটা জায়গামত রেখে আবার ফিরে এসেছে রুথকে নিয়ে যেতে। মেয়েটাকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিল সে, তারপর নিজে উঠে বসল রুথের পিছনে।

ছটফট করতে লাগল রুথ। তার মনোভাব টের পেয়ে ব্লেক

BanglaBook.org

বলে উঠল, 'বাধা দেবেন না, মিস্ট্রেস। জীবিত বা মৃত—যে অবস্থায়ই হোক না কেন, আপনাকে ফিভারশ্যামের কাছে নিয়ে যাব আমি। এখন ভেবে দেখুন, কী করবেন।'

রুথ বুঝতে পারল, দরকার হলে সত্যিই ওকে খুন করবে ব্লেক। অগত্যা চুপ হয়ে গেল ও। মনে মনে আশা করছে, হয়তো ব্লেকের মত অভদ্র আচরণ করবেন না ফিভারশ্যাম, একজন ভদ্রমহিলার কথা রাখবেন।

চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি। পথ চিনতে কোনও অসুবিধেই হলো না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লুপটন হাউসের সীমানা ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ব্লেকের ঘোড়া।

একুশ

সেদিন রাতেই সেনাবাহিনী নিয়ে সেজমুরের উদ্দেশে রওনা দিলেন মনমাথ। এর আগে সবাই জানত গ্লচেস্টার আর চেশায়ারের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করবেন তিনি, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলেছেন ডিউক। সেজমুর জঙ্গলে রাজার সেনাবাহিনী নিয়ে তাবু ফেলেছেন ফিভারশ্যাম। ঠিক হয়েছে, অতর্কিতে হামলা করে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে তাদের প্রতিরোধ।

অ্যান্থনি রয়ে গেল পেছনে। ডিউক ওর উপর নিউলিংটনের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের ভার দিয়েছিলেন, কিন্তু নিউলিংটন তো মৃত। হঠাৎ করে এত টাকা হারানোর দুঃখ সইতে পারেনি

BanglaBook.org

সে। ট্রেঞ্চার্ডও চলে গেছে ডিউকের সঙ্গে। এখন তাই আপাতত অ্যান্থনির হাতে কোনও কাজ নেই।

সবাই চলে যেতে দ্য শিপ সরাইখানায় ফিরে এল ও, একা একা ডিনার করে নিল। ঘরের ভাঙা দরজাটা একটু আগে রুথের সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটা মনে করিয়ে দিল ওকে। কিন্তু তাতে যেন মনটা আরও বেশি ভার হয়ে উঠল। কেবল ওকে ভালবেসেই সাবধান করতে এসেছিল রুথ– এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না অ্যান্থনি। মনে হচ্ছে, ঋণ পরিশোধ করতে এসেছিল ও। টন্টনে আলবেমার্লের হাত থেকে রিচার্ডকে বাঁচিয়েছিল অ্যান্থনি। আজ সেই ঋণটা শোধ করে গেল সে, আর কিছু নয়।

খাওয়া শেষ হতে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল অ্যান্থনি। ভুল ভেবেছিল ও। ওকে ভালবাসে না রুথ। বিয়ের সময় ওর ধারণা হয়েছিল, যেভাবেই হোক, এখন রুথ ওর স্ত্রী। আগে হোক পরে হোক, রুথের মনে ওর প্রতি ভালবাসার জন্ম হবেই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সে ধারণা ভুল ছিল। অ্যান্থনির আগে নিজের ভাই আর স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেকের পরিকল্পনাকেই প্রাধান্য দিয়েছে মেয়েটা। রোল্যাণ্ড ব্লেক! নামটা যেন নতুন করে ঘৃণা জাগিয়ে তুলল অ্যান্থনির মনে।

উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল ও। অস্থির লাগছে খুব। এভাবে বসে বসে অপেক্ষা করা কখনওই ওর ধাতে নেই। কাজের মানুষ ও, কাজ না থাকলে দারুণ অস্বস্তি বোধ করে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে লণ্ডন থেকে ফিরে আসার ক্লান্তি মুছে গেছে সেই কখন। শেষে ঠিক করল, বাইরে থেকে হেঁটে আসবে একটু। পোশাক পরাই ছিল, জুতো খুলে ফেলেছিল শুধু। নিজের স্প্যানিশ বুটটা তুলে নিল ও। এখানে ভাগ্য আরেকটু খেলা করল ওর সঙ্গে। জুতোজোড়া হাতে নিয়ে দেখল, শিশিরে ভিজে

BanglaBook.org

শক্ত হয়ে গেছে, পরা যাবে না এখন। অগত্যা কাদামাখা বুট জোড়া বের করল ও, যেগুলো পরে লণ্ডন থেকে এসেছিল ব্রিজওয়াটারে। জুতো পরে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ঘুমিয়ে পড়েছে শহর। প্রায় সমস্ত বাতি নিভে গেছে। আনমনে হাঁটছে অ্যান্থনি, কোন্ দিকে যাবে জানে না। এভাবে কিছুক্ষণ হাঁটার পর খেয়াল করল, নিজের অজান্তেই কখন যেন লুপটন হাউসের রাস্তায় চলে এসেছে। বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ও। কিন্তু এ কী? সদর দরজাটা খোলা কেন? কে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে?

'মি. ওয়াইল্ডিং!' ডাক দিল কেউ একজন। 'মি. ওয়াইল্ডিং!'

লোকটা দ্রুত এগিয়ে এল এবার। রাস্তার বাতির আলোতে অ্যান্থনিকে দেখা যাচ্ছে, ফলে তাকে চিনতে কোনও অসুবিধে হয়নি লোকটার। তার পিছনে অন্য কেউ একজন বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। এক মুহূর্ত দরজায় দাঁড়িয়ে রইল দ্বিতীয় ব্যক্তি, তারপর সে-ও অ্যান্থনির দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

প্রথম ব্যক্তি কাছে আসতে তাকে চিনতে পারল অ্যান্থনি। 'জ্যাসপার!' অবাক হয়ে বলল ও। 'কী হয়েছে?'

'মিস্ট্রেস রুথকে... ধরে নিয়ে গেছে,' কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল বুড়ো বাটলার।

কোনও কথা বলতে পারল না অ্যান্থনি। মাথাটা যেন কাজ করছে না ওর। দ্বিতীয় ব্যক্তি ইতোমধ্যে কাছে চলে এসেছে। চাঁদের আলোয় তাকে চিনতে পারল অ্যান্থনি। রিচার্ড ওয়েস্টমাকট।

'কে ধরে নিয়ে গেছে ওকে?' অবশেষে কথা ফিরে পেল অ্যান্থনি।

'রুথকে ধরে নিয়ে গেছে ব্লেক,' কাছে এসে কম্পিত কণ্ঠে

BanglaBook.org

বলে উঠল রিচার্ড। 'ফিভারশ্যামের কাছে নিয়ে যাবে, জবাবদিহি করার জন্য।'

এবার যেন প্রাণ ফিরে এল অ্যান্থনির মাঝে। ফালতু কথায় সময় নষ্ট করল না, সরাসরি জানতে চাইল, 'কতক্ষণ আগে?' এক হাতে চেপে ধরেছে রিচার্ডের কাঁধ।

'দশ মিনিটও হয়নি,' জবাব দিল রিচার্ড।

'তখন তুমি কী করছিলে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যান্থনি। 'আটকাতে পারলে না ব্লেককে?'

'আমি কিছু করতে পারিনি,' প্রায় কেঁদে ফেলবে যেন রিচার্ড। 'কিন্তু আপনি যদি ব্লেককে ধরতে যেতে চান, আমি যাব আপনার সঙ্গে।'

'যদি যেতে চাই মানে? অবশ্যই যাব। ঘোড়া কোথায়?' প্রশ্ন করল অ্যান্থনি। ওকে নিয়ে আস্তাবলে চলে এল রিচার্ড। পিছনে বাতি নিয়ে এল জ্যাসপার। তিন মিনিটের মধ্যেই ঘোড়া তৈরি হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মাথায় ওয়েস্টন জয়ল্যাণ্ডের পথে রওনা হয়ে গেল ওরা।

'আপনি ব্রিজওয়াটারে কেন?' চলতে চলতে প্রশ্ন করল রিচার্ড। 'ডিউকের সঙ্গে যাননি গ্লচেস্টারে?'

'না,' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'একটা কাজে থেকে যেতে হয়েছে আমাকে। কাল ডিউকের ফেরা পর্যন্ত ব্রিজওয়াটারেই অপেক্ষা করতে হবে।'

'ডিউক কাল ফিরবেন মানে?' অবাক হয়ে গেল রিচার্ড। 'উনি তো গ্লচেস্টার গেছেন। ওখান থেকে কাল ফিরে আসা কীভাবে সম্ভব?'

'গ্লচেস্টার যাননি ডিউক,' যন্ত্রের মত গলায় জবাব দিল অ্যান্থনি। মাথার ভেতর এখনও রুথের চিন্তা ঘুরছে। 'ঘুরপথে সেজমুরের দিকে যাচ্ছেন, ফিভারশ্যামের সেনাবাহিনীর উপর

BanglaBook.org

হামলা করবেন।'

দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে অ্যান্থনি আর রিচার্ড। সেজমুরের কাছে পেনজয় পাউণ্ড বলে একটা জায়গায় তাঁবু ফেলেছে ফিভারশ্যামের বাহিনী। তার পোয়া মাইলের মাঝে আসতেই এক দল সৈন্য ওদের পথরোধ করল। কিন্তু গোপন সঙ্কেত জানা আছে রিচার্ডের। ঘোড়ার গতি না কমিয়েই চেঁচিয়ে উঠল সে, "আলবেমার্ল!" নিজেদের লোক বুঝতে পেরে পথ করে দিয়ে সরে গেল সৈন্যরা। আরেকটু পরেই দেখা গেল সারি সারি তাবু। ঘুমিয়ে আছে সবাই, জানে না একটু পরেই হামলা হবে তাদের উপর।

কয়েক মিনিট পরেই নির্দিষ্ট বাড়িটা দেখা গেল, যেখানে রয়েছেন লর্ড ফিভারশ্যাম। বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। ভেতর থেকে ভেসে আসছে ব্লেকের উত্তেজিত গলার আওয়াজ। ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এসেছে রিচার্ড, বুঝতে পারল অ্যান্থনি। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ও, রিচার্ডকে নামতে ইশারা করল। কিন্তু দ্বিধা করতে লাগল রিচার্ড।

ভয় পাচ্ছে সে। এতক্ষণ কোনও ভালমন্দ চিন্তা না করেই ছুটে এসেছে রুথকে বাঁচানোর জন্য। তার ইচ্ছে ছিল পথেই ধরে ফেলবে রোল্যাণ্ডকে, তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে বোনকে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, রুথকে নিয়ে শত্রুশিবিরে ঢুকে পড়েছে ব্লেক। ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় লাগছে তার। তা ছাড়া সঙ্গে রয়েছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের মত এক কুখ্যাত বিদ্রোহী। এদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে কতল করার নির্দেশ দেবেন ফিভারশ্যাম, সন্দেহ নেই। রিচার্ডের ইচ্ছে হলো, বাড়ি ফিরে যায় আবার। সঙ্গে অ্যান্থনি না থাকলে হয়তো তাই করত সে।

রিচার্ডকে দ্বিধা করতে দেখে প্রায় টেনে ঘোড়া থেকে নামাল

BanglaBook.org

অ্যান্থনি, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। দুই সৈনিক দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়, কিন্তু তারা বাধা দেয়ার আগেই ভেতরে চলে এল ও। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা পাওয়া গেল ফিভারশ্যামের। এক ক্যাপ্টেন রয়েছে তার সঙ্গে। ব্লেকের কাছ থেকে রাতের ঘটনার বিবরণ শুনছেন তিনি।

ভেতরে ঢুকে প্রথম যে কাজটা করল অ্যান্থনি, সেটা হচ্ছে এক লাফে ব্লেকের কলার চেপে ধরা। এক ধাক্কায় কামরার এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে লোকটাকে। কয়েক মুহূর্ত ওভাবেই পড়ে রইল ব্লেক, পতনের ধাক্কায় মাথা ঘুরছে তার।

কামরার মাঝে রয়েছে একটা লম্বা টেবিল। তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন লর্ড ফিভারশ্যাম আর সেই ক্যাপ্টেন, অপরপাশে অ্যান্থনি, রিচার্ড, ব্লেক এবং রুথ। ব্লেককে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে এল ক্যাপ্টেন। কিন্তু কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল অ্যান্থনি। তার শান্ত চেহারা লক্ষ্য করে থমকে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন।

'চিন্তিত হবেন না,' বলল ও। 'এই মেয়েটাকে নিয়েই চলে যাব আমি। আর কাউকে আক্রমণ করার ইচ্ছে নেই আমার।' রুথের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল ও। ওদিকে রুথ এমনই অবাক হয়েছে যে বাধা দেয়ার সামান্য চেষ্টাও করল না। মনে হলো যেন অ্যান্থনির স্পর্শে সব ভয়, আশঙ্কা দূর হয়ে গেল ওর মন থেকে। এখন আর এই নিষ্ঠুর লোকগুলোর সঙ্গে একা নয় ও, অ্যান্থনি আছে ওর সঙ্গে। রুথ জানে, নিশ্চিন্তে বিশ্বাস রাখা যায় এই মানুষটার উপর।

এবার গলা খাঁকারি দিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন লর্ড ফিভারশ্যাম। খাড়া নাক, চোখে শান্ত দৃষ্টি। আর সব ফরাসীদের মতই দারুণ রসবোধ তাঁর। এই মুহূর্তে একটা নীল সাটিনের ড্রেসিং গাউন পরে আছেন, কারণ তাঁর ঘুমাতে যাওয়ার

BanglaBook.org

ঠিক আগমুহূর্তে এসে হাজির হয়েছিল ব্লেক। অ্যান্থনিকে উদ্দেশ্য করে চড়া ফরাসী টানে বললেন তিনি, 'আর যাই হোক, স্যর রোল্যাণ্ডকে ভালই ঝাঁকি দিয়েছেন আপনি, স্যর। আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?'

'আমি ওর স্বামী,' রুথকে দেখিয়ে জবাব দিল অ্যান্থনি। কথাটা শুনে দারুণ অবাক হলেন যেন লর্ড ফিভারশ্যাম, কৌতুকের ভঙ্গিতে একটা ভ্রূ উঠে গেল উপরে।

'তাই নাকি!' বলে উঠলেন তিনি। 'আপনার গল্পটা তো এবার ঝামেলায় পড়ে গেল, স্যর রোল্যাণ্ড!' খুক খুক করে হেসে ফেললেন ফিভারশ্যাম। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'এই প্রেম নিয়েই যত ভেজাল!'

নিজেকে সামলে নিয়ে কোনোমতে উঠে দাঁড়াল ব্লেক। এগিয়ে এসে খ্যাপা সুরে বলল, 'এই লোক ওর স্বামী হলেই বা কী?' লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ। 'আপনার কি ধারণা মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম আমি? তা হলে আপনার কাছে মরতে এলাম কেন?' কথা বলতে বলতে সামনে এগিয়ে এল সে, তবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছে অ্যান্থনির কাছ থেকে। একবার আছাড় খেয়েই শিক্ষা হয়ে গেছে তার। তার কাছ থেকে রুথকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্থনি।

ব্লেকের রাগের কারণটা সহজেই অনুমেয়। অ্যান্থনি হঠাৎ করে হাজির হওয়ায় সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে ফিভারশ্যামের মন। পুরো ব্যাপারটাকে ত্রিভুজ প্রেম বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। এমনকী সেই ক্যাপ্টেনও মুচকি হাসছে।

'লর্ড ফিভারশ্যাম,' আবার বলে উঠল ব্লেক। 'আমার কথা বিশ্বাস করুন। এই মহিলার কারণেই আপনার বিশ জন সৈনিক খুন হয়েছে ব্রিজওয়াটারে। ভেস্তে গেছে মনমাথকে বন্দি করার পরিকল্পনা। আর সে যার কাছে আমাদের গোপন তথ্য ফাঁস

BanglaBook.org

করে দিয়েছে সেই লোকও এখন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

ব্লেকের চড়া সুর পছন্দ হলো না ফিভারশ্যামের। মুখ থেকে হাসি মুছে গেল তার। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই মহিলা আপনার পরিকল্পনার কথা জানল কী করে, স্যর ব্লেক?'

ঝুলে পড়ল ব্লেকের মুখ। এই প্রশ্নটা একেবারেই আশা করেনি সে। কী বলবে বুঝতে পারল না, মুখ ভোঁতা করে দাঁড়িয়ে রইল কেবল। তার নীরবতা দেখে যা বোঝার বুঝে নিলেন লর্ড ফিভারশ্যাম। 'ক্যাপ্টেন ওয়েন্টওয়ার্থ,' বললেন তিনি। 'গার্ডদের ডেকে আনো।'

পা বাড়াল ক্যাপ্টেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে রিচার্ডের দিকে চোখ পড়ল ব্লেকের। সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলব খেলে গেল তার মাথায়। রিচার্ডের দিকে আঙুল তাক করল সে। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'লর্ড ফিভারশ্যাম! ওই যে আপনার প্রশ্নের জবাব। ওই লোকটাই আমার ব্যর্থতার জন্য দায়ী।'

থেমে গিয়ে ফিভারশ্যামের দিকে তাকাল ওয়েন্টওয়ার্থ।

ব্লেকের আঙুল অনুসরণ করে রিচার্ডের দিকে তাকালেন ফিভারশ্যাম। কিছুটা অবাক গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কে আপনি?'

সামনে এগিয়ে এল রিচার্ড। ব্লেকের চিৎকারে প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে, কিন্তু তারপরেই একটা কথা মনে পড়েছে ওর। 'আমি ওর ভাই,' শান্ত গলায় বলল সে, রুথের দিকে ইঙ্গিত করল।

আবার হেসে উঠলেন ফিভারশ্যাম। 'বেশ একটা পারিবারিক মিলনমেলা তৈরি হয়েছে এখানে,' বললেন তিনি। ওয়েন্টওয়ার্থের দিকে ফিরে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও,

BanglaBook.org

গার্ডদের ডেকে আনো।'

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকদের একজনকে নিচু গলায় একটা নির্দেশ দিল ওয়েন্টওয়ার্থ।

ওদিকে টেবিল থেকে একটা চেয়ার টেনে নিল অ্যান্থনি, রুথকে বসতে ইঙ্গিত করল। লর্ড ফিভারশ্যামও ফরাসী ভদ্রতার প্রমাণ দেখাতে পিছপা হলেন না। 'অবশ্যই,' বললেন তিনি। 'ভদ্রমহিলাকে বসতে দিন।'

'ধন্যবাদ, স্যর,' চেয়ারে বসতে বসতে বলল রুথ।

'কিন্তু, লর্ড ফিভারশ্যাম,' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ব্লেক। 'আপনি কি জানেন, এই মহিলার স্বামীর নামটা কি? অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং!'

ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন ফিভারশ্যাম। ভ্রূদুটো কুঁচকে প্রায় একসঙ্গে জোড়া লেগে গেল। নামটা তাঁর কাছে অপরিচিত নয়, আলবেমার্লের কাছে বহুবার শুনেছেন এই দুঃসাহসী বিদ্রোহী নেতার কথা। শেষবার কীভাবে আলবেমার্লকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল এই লোক সে কথাও তাঁর অজানা নয়। 'স্যর ব্লেকের কথা কি সত্যি? আপনিই অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইলেন তিনি।

বাউ করল অ্যান্থনি। 'হ্যাঁ, ইয়োর লর্ডশিপ, আমিই অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং,' বলল ও। 'আপনার সেবায় নিয়োজিত।'

'তোমার সাহস হলো কী করে এখানে পা রাখার!' মেঘের মত গর্জে উঠল ফিভারশ্যামের গলা। 'আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন সঙ্গে সঙ্গে। ওদিকে দরজার কাছ থেকে ক্যাপ্টেন ওয়েন্টওয়ার্থও নামটা শুনে এদিকে তাকিয়েছে, অবাক দৃষ্টিতে অ্যান্থনিকে দেখছে সে।

'সত্যি কথা বলতে, এখানে আসার কোনও ইচ্ছেই ছিল না আমার,' যেন মধু ঝরছে অ্যান্থনির গলায়, 'শুধু আমার স্ত্রীকে

BanglaBook.org

উদ্ধার করতেই আসতে হলো। এত রাতে আপনার ঘুম নষ্ট করার জন্য সত্যিই দুঃখিত, লর্ড ফিভারশ্যাম। আশা করেছিলাম এখানে পৌঁছানোর আগেই স্যর রোল্যাণ্ডকে ধরে ফেলতে পারব, কিন্তু তা আর হলো না। তাই বাধ্য হয়েই আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'স্যর রোল্যাণ্ড,' ব্লেকের দিকে ফিরলেন ফিভারশ্যাম। 'এসব হচ্ছেটা কি, আমাকে বলবেন?'

মুখ খুলল ব্লেক, কিন্তু কোনও কথা বের হলো না তার মুখ দিয়ে। কয়েকবার বোয়াল মাছের মত খাবি খেয়ে চুপ হয়ে গেল।

'স্যর রোল্যাণ্ড সম্ভবত কথা বলার অবস্থায় নেই,' বলল অ্যান্থনি। 'আমিই বলছি যা বলার। হ্যাঁ, আজ রাতে আপনাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়ার জন্য আমিই দায়ী। স্যর রোল্যাণ্ডের কাছ থেকে সবকিছু জানতে পেরেছিল আমার স্ত্রী। রাজা জেমসের একজন অনুগত প্রজা ও, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার স্ত্রীও বটে। তাই স্বামীর বিপদ দেখে ছুটে এসেছিল সাবধান করতে। ওর ইচ্ছে ছিল বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত আমাকে আটকে রাখবে, কিন্তু বিপদটা ঘটাতে একটু দেরি করে ফেলেছিলেন আপনার বিশ্বস্ত স্যর রোল্যাণ্ড...'

'চুপ করো!' ধমকে উঠলেন ফিভারশ্যাম। ব্লেকের দিকে ফিরলেন তিনি। বললেন, 'তা হলে আপনার কাছ থেকে জানতে পেরেছেন এই ভদ্রমহিলা, তারপর ছুটে গেছেন স্বামীকে সাবধান করতে। কিন্তু এর মাঝে মিস ওয়েস্টমাকটের সম্পর্ক কোথায়?'

'ওকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, মাই লর্ড!' প্রায় ককিয়ে উঠল ব্লেক। 'ওর উপর পাহারার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে সরে গিয়েছিল বিশ্বাসঘাতকটা। বিশ্বাস করুন, ও যদি নিজের

BanglaBook.org

জায়গায় থাকত তা হলে এসব কিছুই ঘটত না।'

'মাই লর্ড, আমি নিজের ইচ্ছায় সরে যাইনি...' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল রিচার্ড, কিন্তু ধমকে তাকে থামিয়ে দিলেন লর্ড ফিভারশ্যাম। 'কাল সকালে তোমার ফয়সালা করব আমি!' বললেন তিনি। তারপর ক্যাপ্টেন ওয়েন্টওয়ার্থের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ক্যাপ্টেন! কোথায় তোমার সৈন্যরা?'

যেন তার প্রশ্নের জবাবেই এই সময় খুলে গেল দরজা। এক সার্জেন্ট ঢুকল ভেতরে, সঙ্গে ছয়জন সৈন্য।

এতক্ষণ ধরে একটা কথাও বলেনি রুথ। উপস্থিত মানুষগুলোর মাঝে একজন বাদে কাউকে সহ্য করতে পারছে না ও। সাপের মত কুটিল মস্তিষ্কের অধিকারী ব্লেক, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ফিভারশ্যাম, আর দুর্বলচিত্ত রিচার্ড... এদের উপস্থিতিতে হাঁপিয়ে উঠছে সে, সঙ্গে অ্যান্থনি না থাকলে হয়তো অনেক আগেই ভেঙে পড়ত। কিন্তু এই মুহূর্তে সৈন্যদের দেখে অ্যান্থনির বিপদের আশঙ্কায় কেঁপে উঠল ওর বুক।

'এদের গ্রেফতার করো, সার্জেন্ট,' রিচার্ড আর রুথকে দেখিয়ে বললেন ফিভারশ্যাম। সামনে এগিয়ে এল সার্জেন্ট, রিচার্ডের কাঁধ চেপে ধরল। রুথের সামনে এসে দাঁড়াল অ্যান্থনি, এক হাত চলে গেছে তলোয়ারের বাঁটে।

'মাই লর্ড,' আর্তস্বরে বলে উঠল রিচার্ড। 'এই কাজ করবেন না! ভয়াবহ বিপদ আসতে যাচ্ছে আপনার বাহিনীর উপর। সব কিছু বলব আপনাকে, শুধু দয়া করে আমাকে গ্রেফতার করবেন না।'

ফিভারশ্যাম হয়তো রিচার্ডের কথায় কর্ণপাত করতেন না, যদি না প্রতিবাদ করে উঠত অ্যান্থনি। 'রিচার্ড!' ধমকে উঠল ও। 'মুখ বন্ধ রাখো। সব ফাঁস করে দিচ্ছ কেন?'

ফিভারশ্যাম লক্ষ্য করলেন, রিচার্ডের কথায় অস্থিরতা ফুটে

BanglaBook.org

উঠেছে অ্যান্থনির মুখে। ঘাপলা আছে, বুঝে নিলেন তিনি। বললেন 'এক মিনিট দাঁড়াও, সার্জেন্ট।' রিচার্ডের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'কী বলতে চাইছ?'

'আগে বলুন, আমার কথা সত্যি হলে আমাকে এবং আমার বোনকে ছেড়ে দেবেন?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন লর্ড ফিভারশ্যাম। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অ্যান্থনি। এখন আর কোনও কথায়ই কাজ হবে না, বুঝে গেছে। মনে মনে আফসোসে মরে যাচ্ছে, কেন আসার পথে সত্যি কথাটা বলতে গিয়েছিল রিচার্ডকে।

'আপনার সৈন্যরা সবাই ঘুমিয়ে আছে,' বলতে শুরু করল রিচার্ড। 'আর এই সুযোগটাই নিতে চাইছে মনমাথ। খুব বেশি হলে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আপনার ঘুমন্ত সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করবে সে, ছিন্নভিন্ন করে দেবে তাদের। আমার কথা বিশ্বাস না হলে এখনই গুপ্তচর পাঠান। বাজি ধরে বলতে পারি, কিছু দূর যাওয়ার আগেই মনমাথের সামনে পড়বে তারা।'

গুঙিয়ে উঠল অ্যান্থনি। সব ফাঁস করে দিয়েছে কাপুরুষ রিচার্ড।

কুঁচকে উঠল ফিভারশ্যামের ভ্রূ। 'মিথ্যে কথা,' বললেন তিনি। 'আমি নিজে খোঁজ নিয়েছি আজ সন্ধ্যায়। সবাই জানে, গ্লচেস্টারের দিকে যাচ্ছে মনমাথ। আর তুমি তো দেখছি উলটো কথা শোনাচ্ছ আমাকে।'

'এটাই তো মনমাথের পরিকল্পনা, ইয়োর লর্ডশিপ,' বলল রিচার্ড। 'ভুল খবর দেয়া হয়েছে আপনাদের, যাতে অসতর্ক থাকেন আপনারা।'

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন ফিভারশ্যাম। 'এটা কি সম্ভব?' ওয়েন্টওয়ার্থের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন তিনি।

'হতে পারে,' মাথা দোলাল ক্যাপ্টেন। 'এমন একটা সম্ভাবনার কথা আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল আমাদের।'

'কোন্ দিক দিয়ে আসবে সে?' রিচার্ডের কাছে জানতে চাইলেন ফিভারশ্যাম।

'সেজমুরের দিক দিয়ে, যাতে হামলা শুরু করার আগে আপনারা টের না পান।'

'হুম,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন লর্ড ফিভারশ্যাম। 'ওদিকে তো ওজেলথর্প আর স্যর ফ্রান্সিস কম্পটন রয়েছেন, তাই না?' ওয়েন্টওয়ার্থের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন তিনি। 'ওদের কাছে খবর পাঠাও। লর্ড চার্চিলকেও জানাও। এখনই!' যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তিনি।

স্যালুট করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। এবার রিচার্ডের দিকে ফিরলেন ফিভারশ্যাম। 'তোমার কথা সত্যি হলে যা চেয়েছ সেটা পাবে,' বললেন তিনি। 'কিন্তু যদি মিথ্যে হয়...'

'মিথ্যে হবে না,' তিক্ত সুরে বলল অ্যান্থনি। 'ঠিকই বলেছে ও।'

এবার যেন অ্যান্থনির কথা মনে পড়ল ফিভারশ্যামের। বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, 'মি. ওয়েস্টমার্কট কিন্তু তোমার মুক্তির কথা কিছু বলেনি।'

মুখ বাঁকাল অ্যান্থনি। ও আশাও করেনি রিচার্ড এমন কিছু বলবে। কিছু না বলে চুপচাপ রুথের পাশে দাঁড়িয়ে রইল কেবল। রিচার্ডকে বসতে বললেন লর্ড ফিভারশ্যাম। কামরার এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ব্লেক, ভেবেই পাচ্ছে না রিচার্ড এমন একটা খবর কোথা থেকে পেল। 'শান্তির এত

BanglaBook.org

কাছাকাছি এসেও মাফ পেয়ে যাবে রিচার্ড আর রুথ–এটা কিছুতেই মানতে পারছে না সে।

অ্যান্থনির দিকে ফিরলেন ফিভারশ্যাম। ওর কাছ থেকে মনমাথের বাহিনী সম্পর্কে কিছু খবর বের করার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু লাভ হলো না। কোনও কথা বের হলো না অ্যান্থনির মুখ থেকে। অগত্যা ব্লেককে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ বাইরে কারও দ্রুত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। এক মুহূর্ত পর ভেতরে ঢুকল ক্যাপ্টেন ওয়েন্টওয়ার্থ, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

'মাই লর্ড!' বলে উঠল সে, 'ঠিকই শুনেছি আমরা। হামলা হতে যাচ্ছে আমাদের উপর। সেজমুরের জঙ্গলে মনমাথের সেনাবাহিনীর এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেয়েছি আমরা। এই মুহূর্তে ল্যাংমুর নদী পার হচ্ছে ওরা। খুব বেশি হলে দশ মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির হবে। কর্নেল ডগলাস আর ডানবারটনের সেনাবাহিনী ইতোমধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে ওদের মোকাবেলা করার জন্য।'

'আর?' গর্জে উঠলেন ফিভারশ্যাম। 'লর্ড চার্চিলের কী খবর?'

'লর্ড চার্চিল নিজের লোকদের প্রস্তুত করছেন। মি. ওয়েস্টমাকটের কাছে আমরা সত্যিই ঋণী, স্যর। উনি না থাকলে ঘুমন্ত অবস্থায় বেঘোরে মরতে হতো সবাইকে।'

'আস্ত একটা কাপুরুষ ওই মনমাথ,' বলে উঠলেন ফিভারশ্যাম। 'যুদ্ধ নয়, ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের খুন করার ফন্দি এঁটেছিল বদমাশটা!' রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, মি. ওয়েস্টমাকট। তোমার দাবি যেন খুব তাড়াতাড়ি পূরণ করা হয় সেটা আমি দেখব।'

'ভুলে যাবেন না, লর্ড ফিভারশ্যাম,' না বলে পারল না

BanglaBook.org

অ্যান্থনি। 'আজ সন্ধ্যায় ব্রিজওয়াটারে যে ঘটনাটা ঘটল সেটার পিছনে আপনার অনুমোদন ছিল। এবং সেটাও ঠাণ্ডা মাথায় খুনের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।'

সরু চোখে ওর দিকে তাকালেন ফিভারশ্যাম, কিন্তু কিছু বললেন না। বেরিয়ে গিয়েছিল ওয়েন্টওয়ার্থ, আবার ভেতরে ঢুকল সে। পেছন পেছন ঢুকল ডিউকের ভ্যালে, অর্থাৎ পার্শ্বচর বেলমন্ট, হাতে ডিউকের যুদ্ধের পোশাক। এবার সেগুলো গায়ে চড়াতে শুরু করলেন ডিউক।

'ওয়েন্টওয়ার্থ,' পোশাক পরতে পরতে নির্দেশ দিলেন ডিউক, 'তোমার রেজিমেন্টের কাছে চলে যাও। তবে তার আগে এই ছয় গার্ড আর মি. ওয়াইল্ডিংকে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। গুলি করে হত্যা করবে তাকে, বোঝা গেছে? এখনই। যাও।'

বাইশ

ফিভারশ্যামের নির্দেশ পেয়ে স্যালুট করল ওয়েন্টওয়ার্থ। ওদিকে চমকে উঠে দাঁড়াল রুথ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ব্লেক। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রিচার্ড, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। এক পা সামনে এগিয়ে এল অ্যান্থনি।

'মাই লর্ড,' ফিভারশ্যামকে উদ্দেশ্য করে বলল ও। 'আপনি কি ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে?'

BanglaBook.org

একটা ছোট্ট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখছিলেন ফিভারশ্যাম। অ্যান্থনির প্রশ্নে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। বললেন, 'তোমার তাই মনে হচ্ছে? একটু পরেই বুঝতে পারবে আমি ঠাট্টা করছি কি না।'

'এভাবে আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে পারেন না আপনি,' শান্ত গলায় বলল অ্যান্থনি, যেন সকালের নাস্তায় কী খাবে তাই জানাচ্ছে। 'আগে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে আপনার।'

'মনমাথের দলের যে-কাউকে দেখামাত্র গুলি করার অনুমতি দিয়েছেন আমাকে রাজা জেমস,' জবাব দিলেন ফিভারশ্যাম। 'তোমাকে এভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে আমারও খারাপ লাগছে। সত্যি কথা বলতে গুলি করার বদলে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারলে শান্তি পেতাম আমি। কিন্তু কিছু করার নেই। ধরে নাও এটা তোমার দুর্ভাগ্য। শত্রুরা হামলা করতে আসছে আমাদের উপর। এ অবস্থায় তোমার পেছনে বেশি সময় নষ্ট করার উপায় নেই আমার। ওয়েন্টওয়ার্থ!'

এগিয়ে এসে অ্যান্থনির কাঁধে হাত রাখল ক্যাপ্টেন। অ্যান্থনি বুঝতে পারল, আর কিছু করার নেই। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ওয়েন্টওয়ার্থের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো ও।

রুথ এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ও। অনুনয়ের সুরে বলল, 'মাই লর্ড, অন্তত পাঁচ মিনিট সময় দিন আমাকে। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'সম্ভব নয়,' অস্থির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ফিভারশ্যাম। 'একেবারেই সময় নেই আমাদের হাতে। ওয়েন্টওয়ার্থ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করে তোমার রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেবে, ঠিক আছে? অ-রিভোয়া, মসিয়ে!' অ্যান্থনির দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নোয়ালেন তিনি, তারপর বেরিয়ে গেলেন

BanglaBook.org

বাইরে। পেছনে গেল বেলমণ্ট।

অ্যান্থনির হাত ধরে টান দিল ওয়েণ্টওয়ার্থ। রুথের দিকে তাকাল অ্যান্থনি। সব হারানোর বেদনা ফুটে উঠেছে রুথের মুখে। ওর দিকে চেয়ে শেষবারের মত চেষ্টা করল অ্যান্থনি। বলল, 'পাঁচ মিনিট না হোক, অন্তত একটা মিনিট সময় দিন আমাকে, ক্যাপ্টেন।'

খারাপ মানুষ নয় ক্যাপ্টেন ওয়েণ্টওয়ার্থ। কিন্তু সে একজন সৈনিকও বটে। কর্তব্য আর বিবেকের দোটানায় পড়ে কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল সে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। এক মিনিট সময় আপনাকে দিলাম। কিন্তু তার বেশি নয়।' তারপর গার্ডদের বলল, 'তোমরা বেরিয়ে এসো। দু'জন জানালার সামনে চলে যাও, পাহারা দেবে ওখানে। স্যর ব্লেক, মি. ওয়েস্টমাকট, আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।'

'অনেক ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন,' বলল অ্যান্থনি। 'মৃত্যুর আগে আমাকে ঋণী করে গেলেন আপনি। কথা দিচ্ছি, আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব আমি, পালানোর চেষ্টা করব না।'

একটু মাথা ঝাঁকাল কেবল ওয়েণ্টওয়ার্থ।

বেরিয়ে গেল সবাই। কামরার ভিতর একা হতেই অ্যান্থনির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রুথ, কাঁদছে অঝোরে।

'কেঁদো না, রুথ,' সান্ত্বনা দিল অ্যান্থনি। 'আমি তো ভয় পাচ্ছি না। তুমি কাঁদছ কেন? তা ছাড়া তোমাকে মুক্ত করে রেখে যাচ্ছি আমি। এটাই তো চেয়েছিলে তুমি, তাই না?'

কান্নাভেজা মুখটা তুলে অ্যান্থনির দিকে তাকাল রুথ। আরও কাছে সরে এল ওর, রুদ্ধস্বরে বলল, 'এই মুক্তি আমি চাই না, অ্যান্থনি। আমি তোমাকে ভালবাসি।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল অ্যান্থনির মুখ। 'তা হলে আজ রাতে আমাকে ভালবেসেই বাঁচাতে চেয়েছিলে তুমি?' প্রশ্ন করল ও।

BanglaBook.org

কোনও কথা না বলে কেবল আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল রুথ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যান্থনি। বলল, 'আর কোনও দুঃখ নেই আমার। এখন আমি শান্তিতে মরতে পারি। যাওয়ার আগে তোমার কান্না দেখতে চাই না আমি, রুথ। এভাবে বিদায় দিয়ো না আমাকে।'

একটু হাসার চেষ্টা করল রুথ, কিন্তু ভেঙচির মত দেখাল হাসিটা। কোনোমতে বলল, 'আবার দেখা হবে, অ্যান্থনি।'

রুথের ঠোঁটে ঠোঁট ডোবাল অ্যান্থনি। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। সেই মুহূর্তে টোকা পড়ল দরজায়। ক্যাপ্টেন ওয়েন্টওয়ার্থের গলা শোনা গেল, 'মি. ওয়াইল্ডিং!'

অ্যান্থনি টের পেল, ওর হাতের মাঝে ঢিল হয়ে গেল রুথের শরীরটা। বুঝতে পারল, অজ্ঞান হয়ে গেছে ও। গলা চড়িয়ে ডাক দিল অ্যান্থনি, 'রিচার্ড? রিচার্ড!'

দরজা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ভেতরে ঢুকল ওয়েন্টওয়ার্থ, তার পেছন পেছন রিচার্ড। একটা চেয়ারে রুথকে বসিয়ে দিয়ে রিচার্ডের দিকে তাকাল অ্যান্থনি। বলল, 'অজ্ঞান হয়ে গেছে ও। তোমার বোনের প্রতি খেয়াল দিয়ো, রিচার্ড। ওর যেন কোনও অসুবিধে না হয়।'

অ্যান্থনিকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ওয়েন্টওয়ার্থ। দরজার কাছে এসে হঠাৎ আবার থমকে দাঁড়াল অ্যান্থনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা হয়তো অনেক ভাল বন্ধু হতে পারতাম, রিচার্ড। মরার আগে তোমার সঙ্গে সব বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে চাই আমি। এসো, হাত মেলাও আমার সঙ্গে,' বলে হাত বাড়িয়ে দিল ও।

এমনিতেই দুর্বল হয়ে ছিল রিচার্ডের মন। অ্যান্থনির কথা শুনে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। নিজে মানসিকভাবে

BanglaBook.org

দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় অ্যান্থনির দৃঢ়তা আর ধৈর্য দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে তাকে। রুথকে রেখে এগিয়ে এল সে, চেপে ধরল অ্যান্থনির হাতটা। পানি বেরিয়ে এসেছে চোখে।

ক্যাপ্টেন ওয়েন্টওয়ার্থের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল অ্যান্থনি, দৃঢ় পায়ে এগোতে শুরু করল সামনে। কিন্তু ওর মনটা পড়ে রইল পেছনে। কী ভেবে যেন ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি ফুটে উঠল। অবশেষে, এতদিনে রুথের ভালবাসা জয় করতে পেরেছে ও। হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে এখন, কিন্তু তাতে কী? মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই একে অপরকে কাছে পাবে ওরা?

জীবনমৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অ্যান্থনির মনেও একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। এতদিন ওর ভালবাসার মাঝে মেশানো ছিল অনেকখানি কামনা, যে-কোনও মূল্যে রুথকে নিজের করে পাওয়ার সর্বগ্রাসী বাসনা কাজ করেছে ওর মাঝে। কিন্তু সেই কামনা দূর হয়ে গেল এখন। রুথের প্রতি এখন ওর ভালবাসাটা ঠিক সেই রকম, যার জন্য অবলীলায় প্রাণ দিতে পারে মানুষ। ধর্মের প্রতি মানুষের যেমন গভীর শ্রদ্ধা, আস্থা আর বিশ্বাস থাকে, রুথের জন্য ঠিক তেমনই অনুভূতি কাজ করছে অ্যান্থনির মনে।

কিন্তু রুথের কান্নাভেজা মুখটা মনে পড়তেই সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল। তীব্র কষ্টের মাঝে ওকে রেখে এসেছে অ্যান্থনি। ওকে হারিয়ে কীভাবে বাঁচবে মেয়েটা? হাসিটা মুছে গেল অ্যান্থনির মুখ থেকে। সত্যিই, বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। ভালবাসার স্বীকৃতি মিলল ঠিকই, কিন্তু বড় অসময়ে।

বাড়ির বাইরে বের হয়ে কয়েক পা এগোতেই কানে এসে বাজল যুদ্ধের আওয়াজ। দূর থেকে ভেসে আসছে কামান আর মাস্কেটের শব্দ, সেই সঙ্গে সৈন্যদের হইচই, আর্তনাদ। চারদিকে ব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে সৈনিকরা। কিন্তু এসবের দিকে কোনও

BanglaBook.org

লক্ষ নেই অ্যান্থনির। মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে ও। মনে মনে ভাবছে, আর যাই হোক, ওর মৃত্যুতে অন্তত একটা লাভ হয়েছে। রিচার্ডকে মনমাথের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেয়ায় হয়তো অনেক বড় একটা সুযোগ নষ্ট হয়েছে, কিন্তু ফিভারশ্যামের হাত থেকে বাঁচানো গেছে রুথকে। তা ছাড়া মনমাথের বাহিনী ফিভারশ্যামের চাইতে অনেক বড়। যুদ্ধে যে ডিউকেরই জয় হবে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

রাতের আকাশ ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসছে, ফুটতে শুরু করেছে ভোরের আলো। অ্যান্থনিকে নিয়ে একটা কর্দমাক্ত জলাশয়ের পারে এসে দাঁড়াল ওয়েন্টওয়ার্থের ছোট্ট দলটা। জলাশয়টা যুক্ত হয়েছে সেজমুর জঙ্গলের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া ল্যাংমুর নদীর সঙ্গে।

জলাশয়ের পারে এসে সবাইকে থামতে নির্দেশ দিল ওয়েন্টওয়ার্থ। সৈন্যদের একজনকে নির্দেশ দিল অ্যান্থনির হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে দিতে। চোখও বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু অ্যান্থনির অনুরোধে আর বাঁধল না শেষ পর্যন্ত। দুর্ভাগা লোকটার জন্য করুণাই হচ্ছে ক্যাপ্টেনের। হয়তো সান্ত্বনা দিয়ে কিছু একটা বলত, কিন্তু সেই মুহূর্তে দূর থেকে আরেক দফা চিৎকার আর গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল। অস্থির হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন।

এবার অ্যান্থনিকে জলাশয়ের কিনারে দাঁড় করানোর নির্দেশ দিল সে। এতে করে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জলাশয়ে পড়ে যাবে অ্যান্থনির শরীরটা। অন্তরের গভীরে বুঝে নিল অ্যান্থনি, ফুরিয়ে এসেছে সময়। ভাবল, ঠিক আছে। মাথা উঁচু করে বিদায় নেবে ও, কেউ যেন কাপুরুষ বলতে না পারে ওকে। নিজেই পিছিয়ে গিয়ে জলাশয়ের উঁচু পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল। কেবল পায়ের সামনের অংশে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, গোড়ালিটা ঝুলে থাকল

BanglaBook.org

শূন্যে।

'প্রেজেন্ট আর্মস!' কুয়াশার মাঝে ভেসে এল ওয়েন্টওয়ার্থের উচ্চকিত নির্দেশ।

আটটা মাস্কেটের নল উঠে এল অ্যান্থনির দিকে। বিশ ফিট দূরে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়েছে সৈনিকরা। একই সঙ্গে ম্যাচ জ্বালল তারা, কুয়াশার মাঝে আবছা দেখা গেল আলোগুলো। তাদের কাছে ছায়ামূর্তির মত লাগছে জলাশয়ের কিনারে দাঁড়ানো অ্যান্থনিকে।

'ফায়ার!'

ওয়েন্টওয়ার্থের নির্দেশটা আসার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তাল হারিয়ে ফেলল অ্যান্থনি, উলটে পড়ে গেল নিচে। ঘাড় ভাঙার সমূহ ঝুঁকি ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কিছুই হলো না ওর। আর একই সঙ্গে সরু আগুনের আটটা শিখা চিরে দিল ভোরের আবছা অন্ধকার, ছুটে গেল অ্যান্থনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকটা লক্ষ্য করে। এক মুহূর্তের জন্য যুদ্ধের দূরাগত আওয়াজ চাপা পড়ে গেল আটটা মাস্কেটের মিলিত শব্দে।

BanglaBook.org

তেইশ

জলাশয়ে পানি প্রায় নেই বললেই চলে, কেবল পুরু কাদা। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক ডুবে গেল অ্যান্থনির শরীর, বাকিটাও ডুবে যাচ্ছে দ্রুত।

বেঁচে গেছে অ্যান্থনি। তবে কতক্ষণের জন্য সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না।

অ্যান্থনি পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাতি নিয়ে এগিয়ে এল ওয়েন্টওয়ার্থ। কিনারায় উঁকি দিয়ে দেখতে পেল, ধীরে ধীরে কাদার নিচে তলিয়ে যাচ্ছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। তার চোখের সামনেই পুরো ডুবে গেল শরীরটা। পাশ থেকে সার্জেন্ট বলল, 'আরেকটা গুলি করব নাকি, স্যর?' হাতে পিস্তল নিয়ে ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

অস্থির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ওয়েন্টওয়ার্থ। হাতে সময় নেই। 'দরকার নেই,' বলল সে। 'মরে গেছে লোকটা। কবর দেয়ার কাজটা এই জলাশয়ই করে দেবে। চলো, চলে যাই আমরা।'

কাদার নিচে কেবল নাকটা ভাসিয়ে অপেক্ষা করছে অ্যান্থনি। কয়েক মুহূর্ত পর ক্যাপ্টেনের নির্দেশ শুনতে পেল ও। বুটের ছন্দোবদ্ধ শব্দ শুরু হলো, ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল দূরে।

এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অ্যান্থনি। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল ওর পা-টা। জলাশয়ের কিনারা প্রায় ছয় ফিট উঁচু। বার কয়েক চেষ্টার পর কিনারটা ধরতে পারল ও, নিজেকে টেনে তুলল উপরে। এতক্ষণ বিষাক্ত গ্যাসের ভয়ে ঠিকমত দম নিতে পারেনি, বুক ভরে বাতাস টেনে নিল এবার। দূর থেকে ভেসে আসছে যুদ্ধের আওয়াজ। ইস্পাতের ঝনঝনানি, কামানের গর্জন, আর সৈন্যদের আর্তনাদ। মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। বেঁচে গেছে এ যাত্রা।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করে নিল অ্যান্থনি। প্রথমে মনে হলো যুদ্ধে যোগ দেবে, কিন্তু তারপরেই রুথের কথা মনে পড়ল। ঠিক করল, আজ রাতে ওর বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। রুথের জন্য বাঁচতে হবে ওকে।

BanglaBook.org

হাত ছেড়ে দিয়ে আবার জলাশয়ে নেমে এল ও। তারপর কাদার মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে উঠল ওপারে। শক্ত মাটিতে উঠে শুয়ে থাকল কয়েক মিনিট। কিন্তু দিনের আলো ফুটে উঠছে দ্রুত, কুয়াশাও কেটে যাচ্ছে। রাজার কোনও সৈন্য ওকে দেখে ফেললে ঝামেলা হয়ে যাবে। সুতরাং আবার উঠে দাঁড়াল অ্যান্থনি। এই জঙ্গল ওর ভালমতই চেনা আছে।

প্রথমে লুপটন হাউসে যাওয়ার কথা ভাবল ও। এতক্ষণে হয়তো ফেরার পথে রওনা দিয়েছে রুথ আর রিচার্ড। কিন্তু ওরা যদি এখনও না পৌঁছায়? তা ছাড়া অনেক ক্লান্ত অ্যান্থনি, সবার আগে বিশ্রাম দরকার। একবার ভাবল লর্ড জারভেসের কাছে যাবে। কিন্তু তিনি যে ওকে স্বাগত জানাবেন তেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। ডিউক অভ মনমাথের পক্ষ নেননি তিনি, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। এখন অ্যান্থনিকে পেলে যে রাজার সৈন্যদের হাতে তুলে দেবেন না তার কী নিশ্চয়তা?

সবকিছু ভেবেচিন্তে অ্যান্থনি ঠিক করল, জয়ল্যাণ্ড চেজ, অর্থাৎ ওর নিজের বাড়িতেই ফিরে যাবে। যদিও ওখানে সৈন্যরা তাঁবু ফেলেছিল, লুটপাটও চালিয়েছে। সবকিছু নিশ্চয়ই তছনছ হয়ে আছে। তবুও, মাথার উপর একটা ছাদ অন্তত পাওয়া যাবে ওখানে গেলে। কিছুটা বিশ্রাম নেয়ারও সুযোগ পাবে অ্যান্থনি।

আধ ঘণ্টা পর জয়ল্যাণ্ড চেজের সামনে দেখা গেল অ্যান্থনিকে। টলতে টলতে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে দারুণ অত্যাচার করা হয়েছে বাড়িটার উপর। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে, একটা জানালার কাঁচও আস্ত নেই। সদর দরজায় তালা মারা। তবে বাড়িটাকে ঘিরে চক্কর দিতে দিতে পেছন দিকের একটা জানালা খোলা পেয়ে গেল অ্যান্থনি। লাইব্রেরির জানালা। সেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে

BanglaBook.org

পড়ল ও, ভাল করে তাকাল চারপাশে।

এই ঘরটারও একই অবস্থা। দেয়ালের ছবিগুলো সব তুলে ফেলা হয়েছে, ছিঁড়ে কুটি কুটি করা হয়েছে বইগুলো। ছাদ থেকে ঝুলে থাকা ঝাড়বাতিগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। কিন্তু এই সবকিছুর মাঝেও একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করল অ্যান্থনি। কেউ যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। সতর্ক হয়ে উঠল ও। বাড়িতে নিশ্চয়ই কেউ আছে!

হঠাৎ ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে গর্জে উঠল কিছু একটা। এক মুহূর্ত পর একটা বাদামী ছায়ার মত শরীর ছুটে এল অ্যান্থনির দিকে, ভয়ঙ্কর ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হচ্ছে গলা দিয়ে। কিন্তু অ্যান্থনি একটা শব্দ উচ্চারণ করতেই শব্দটা খুশির ঘেউ ঘেউ আওয়াজে বদলে গেল। অ্যান্থনির কোলে লাফ দিয়ে উঠে এল ওর প্রিয় কুকুর জ্যাক। মনিবের গাল চেটে আদর জানাচ্ছে, সেই সঙ্গে ঘেউ ঘেউ শব্দে মাথায় তুলছে বাড়ি। তাড়াতাড়ি ওকে চুপ করানোর চেষ্টা করল অ্যান্থনি, কিন্তু মানতেই চাইল না কুকুরটা।

বাইরে কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল। শক্ত হয়ে গেল অ্যান্থনির শরীর। কিন্তু কোথাও লুকানোর আগেই খুলে গেল দরজাটা। একটা ছায়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দরজায়। হাতে মাস্কেট, নলটা তাকিয়ে আছে অ্যান্থনির দিকে।

'কে তুমি? কী চাও এখানে?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল লোকটা।

'ওয়াল্টারস!' একটা কথাই কেবল বলতে পারল অ্যান্থনি।

বুড়ো বাটলারের হাত থেকে পড়ে গেল মাস্কেটটা। এক মুহূর্ত পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে এল। দুই চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু

BanglaBook.org

ঝরছে। কাছে এসে অ্যান্থনির একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেল সে, একই সঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে।

অ্যান্থনিও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল, মনে হলো শক্ত কী যেন একটা আটকে আছে গলার কাছে। আর যাই হোক, পৃথিবীতে এই একটা মানুষ নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে ওকে। একটা চাকর আর একটা কুকুরের অমূল্য ভালবাসা, অতুলনীয়।

'তুমি এখানে রয়ে গেলে কীভাবে, ওয়াল্টারস?' প্রশ্ন করল অ্যান্থনি। 'রাজার সৈন্যরা কিছু বলেনি তোমাকে?'

'না, স্যর,' জবাব দিল ওয়াল্টারস। 'সৈন্যদের সঙ্গে আমার ছেলে জনও ছিল। সেনাবাহিনীর একজন সার্জেন্ট সে। সুতরাং আমাকে কিছু বলেনি কেউ। এমনিতেও আমার মত বুড়ো মানুষের কোনও ক্ষতি ওরা করত বলে মনে হয় না। তবে এই বাড়িটাকে ছাড় দেয়নি ওরা, দামি জিনিস যা পেয়েছে লুট করে নিয়ে গেছে। আর যেগুলো নিতে পারেনি সেগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। সবকিছু আগের অবস্থায় নিয়ে আসার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বেশিরভাগ জায়গা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যান্থনি। বলল, 'কী আর করা! এমনিতেও এখন আর এই বাড়ির মালিক নই আমি।'

'তার মানে, স্যর?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ওয়াল্টারস।

'আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমি, ওয়াল্টারস,' জবাব দিল অ্যান্থনি। 'আমার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মনমাথ যদি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে না বসেন তবে এই সবকিছু অন্য কারও হাতে চলে যাবে। যাই হোক, খাবার-দাবার কিছু আছে বাড়িতে?'

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল ওয়াল্টারস। মনিবের বিধ্বস্ত চেহারা ভাল করে দেখল সে, তারপর ব্যস্ত হয়ে গেল

BanglaBook.org

পরিষ্কার কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করতে। ওয়াল্টারসের সাহায্যে নিজেকে সাফসুতরো করে নিল অ্যান্থনি। খাবার নিয়ে এল বাটলার। পেট ভরে খেয়ে লাইব্রেরির একটা চেয়ারে শুয়ে পড়ল অ্যান্থনি। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, একটু ঘুম দরকার।

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের বেশি ঘুম লেখা ছিল না ওর কপালে। ঘুমন্ত মনিবকে পাহারা দিচ্ছিল ওয়াল্টারস আর জ্যাক, এই সময় হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল বাইরে। কেউ একজন আসছে! ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওয়াল্টারসের। ভয় পাচ্ছে সে, কিন্তু সেটা নিজের জন্য নয়।

কয়েক মুহূর্ত পর দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। দ্রুত, অধৈর্য ভঙ্গিতে দরজায় টোকা দিচ্ছে কেউ। মাস্কেটটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল ওয়াল্টারস। সাবধানে দরজা খুলে উঁকি দিল বাইরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল নিক ট্রেঞ্চার্ড। কাপড়ে ময়লা লেগে আছে, ছিঁড়ে গেছে এখানে সেখানে। হ্যাটটা কাত হয়ে বসে আছে মাথায়।

'ওয়াল্টারস!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ভালই হলো তোমাকে পেয়ে। আস্তে, জ্যাক!'

ট্রেঞ্চার্ডকে দেখে খুশিতে আবার চেঁচামেচি শুরু করেছে জ্যাক। চিনতে পেরেছে মানুষটাকে।

'নাহ,' বিরক্ত হয়ে উঠল ওয়াল্টারস। 'মি. ওয়াইল্ডিঙের ঘুমটা ভাঙিয়ে দেবে দেখছি।'

'মি. ওয়াইল্ডিং?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ট্রেঞ্চার্ড। 'মানে, অ্যান্থনি?'

'হ্যাঁ, স্যর। এই ঘণ্টাখানেক আগেই পৌঁছেছেন।'

'কোথায় সে?' প্রশ্ন করল ট্রেঞ্চার্ড।

'আস্তে, স্যর! উনি লাইব্রেরিতে, ঘুমাচ্ছেন। এখন তাকে জাগাবেন না।'

BanglaBook.org

কিন্তু শেষ কথাটা শোনার অপেক্ষা করেনি ট্রেঞ্চার্ড, তার আগেই দ্রুত পায়ে এগোতে শুরু করেছে। উঁচু গলায় ডাকছে, 'অ্যান্থনি! অ্যান্থনি!'

বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল ওয়াল্টারস, তারপর লাইব্রেরির দিকে এগিয়ে গেল। পিছু নিল জ্যাক।

ওদিকে ট্রেঞ্চার্ডের গলা কানে যেতে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে অ্যান্থনি। পুরনো বন্ধুকে দেখে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'নিক... তুমি?'

'তোমাকে এখানে পেয়ে যাব ভাবতেই পারিনি,' খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ট্রেঞ্চার্ড। 'তোমাকে খুঁজতেই ব্রিজওয়াটার এসেছিলাম আমি। এখন চলো আমার সঙ্গে। ভাগতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব।'

'কিন্তু তুমি না যুদ্ধে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। সেখান থেকেই আসছি। হেরে গেছি আমরা। মনমাথ পালিয়ে গেছেন অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে,' রাগী সুরে দুঃসংবাদটা জানাল ট্রেঞ্চার্ড, তারপর ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

'খুলে বলো সবকিছু,' বলল অ্যান্থনি।

'কী আর বলব? সব দোষ ওই হারামজাদা গ্রে-র, বুঝলে? সেজমুর জঙ্গলের মাঝে পথ হারিয়ে ফেলেছিল ব্যাটা। এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে যখন পথ খুঁজে পেল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, টের পেয়ে গেছে ফিভারশ্যামের বাহিনী। ওদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটেছি আমরা। গ্রে যদি ঘুরে গিয়ে পেছন থেকে ফিভারশ্যামকে আক্রমণ করত তা হলেই কাজ হতো। কিন্তু ব্যাটাকে সে কথা বলতে কী রাগ! পারলে সেখানেই গুলি করে আমাকে।'

চুপচাপ বসে রইল অ্যান্থনি, সবকিছু ভেবে দেখছে। একবার

BanglaBook.org

মনে হলো ট্রেঞ্চার্ডকে বলে, এই পরাজয়ের জন্য ও নিজেও অনেক অংশে দায়ী। কিন্তু তারপরেই মনে হলো, কী হবে বলে? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।

'বেশ,' অবশেষে বলল ও। 'এখন কিছু খেয়ে নাও। তারপর ভেবে দেখব কী করা যায়।'

'ভাবাভাবির কিছু নেই,' রুক্ষ সুরে বলল ট্রেঞ্চার্ড। এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে এক কাপ ওয়াইন ঢেলে নিল। 'পালাতে হবে আমাদের। আমি মাইনহেডে চলে যাব। ওখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে চলে যাব পোর্টে, একটা জাহাজে উঠে পালাব এই দেশ ছেড়ে।'

ভেবে দেখল অ্যান্থনি। বুঝল, এ ছাড়া সত্যিই আর কোনও পথ নেই। কিন্তু যাওয়ার আগে একবার রুথের সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে ওকে। তবে ট্রেঞ্চার্ডকে সে কথা বলতেই মাথা নাড়ল সে।

'কোনোভাবেই সম্ভব নয়, অ্যান্থনি,' বলল ট্রেঞ্চার্ড। 'ওখানে গেলেই ধরা পড়ে যাবে তুমি। পুরো ব্রিজওয়াটারে গিজগিজ করছে রাজার লোক। মিস্ট্রেসের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিতে পারো তুমি, তার বেশি কিছু নয়।'

মাথা নাড়ল অ্যান্থনি। 'যেতেই হবে আমাকে। তা ছাড়া রাজার লোকজন আমাকে ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। ওরা জানে ইতোমধ্যেই মারা গেছি আমি।' গত রাতের কথা ট্রেঞ্চার্ডকে খুলে বলল ও।

অবাক হয়ে শুনল ট্রেঞ্চার্ড, তবে কোনও মন্তব্য করল না। তার মনে যদি কোনও ধারণা হয়েও থাকে যে এই পরাজয়ের জন্য অ্যান্থনি দায়ী, তবে সে কথা নিজের মাঝেই চেপে রাখল। কিন্তু সব শোনার পরেও তার মতের পরিবর্তন হলো না। অ্যান্থনিকে কোনোভাবেই ব্রিজওয়াটার যেতে দিতে রাজি নয়

BanglaBook.org

সে।

শেষ পর্যন্ত রাজি হলো অ্যান্থনি। যাত্রার প্রস্তুতিতে লেগে পড়ল ওরা। আস্তাবলে কয়েকটা ঘোড়া এখনও আছে। অ্যান্থনির জন্য কয়েকটা পরিষ্কার জামাকাপড় নিয়ে এল ওয়াল্টারস।

কাপড় পরা শেষ করে জুতো পরছে অ্যান্থনি, এই সময় হঠাৎ থমকে গেল ওর হাত। এক মুহূর্ত ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, তারপর গলা চড়িয়ে ডাক দিল, 'ওয়াল্টারস! আমার কাল রাতের বুট জোড়া নিয়ে এসো তো।'

অবাক হয়ে গেল ওয়াল্টারস। বলল, 'কিন্তু ওগুলো তো কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে। কীভাবে পরবেন?'

'পরিষ্কার করো, তারপর এনে দাও,' অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে অ্যান্থনির কণ্ঠ।

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল ওয়াল্টারস, তারপর চলে গেল।

ট্রেঞ্চার্ড এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল অ্যান্থনিকে। এবার প্রশ্ন করল, 'তোমার বুটের আবার কী হলো?'

হঠাৎ করেই যেন বদলে গেছে অ্যান্থনির চেহারা। এতক্ষণ বিষাদ খেলা করছিল ওর মুখে, কিন্তু এখন চওড়া হাসি ফুটেছে সেখানে। হাসিমুখে বন্ধুর দিকে তাকাল ও। বলল, 'কী হয়েছে সেটা একটু পরেই দেখতে পাবে।'

'ঠাট্টা করার সময় নেই, অ্যান্থনি। এখনই লণ্ডনের দিকে রওনা দিতে হবে আমাদের।'

এবার ব্যাখ্যা করল অ্যান্থনি। সব শুনতে শুনতে ঝুলে পড়ল ট্রেঞ্চার্ডের মুখ।

ওয়াল্টারস যখন পরিষ্কার করা জুতো জোড়া নিয়ে এল তখন কামরার ভিতর উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছে ট্রেঞ্চার্ড। শেষ পর্যন্ত বলে উঠল, 'ঠিকই বলেছ, অ্যান্থনি। এটাই সবচেয়ে ভাল হবে। তোমার সঙ্গে আছি আমি।'

BanglaBook.org

চব্বিশ

সেজমুর যুদ্ধের পরদিন সকাল থেকেই পুরো ব্রিজওয়াটার ভরে গেল রাজার সৈন্য আর লোকজনে। ব্রিজওয়াটার থেকে ওয়েস্টন জয়ল্যাণ্ডের পথের দু'পাশে তৈরি করা হলো সারি সারি ফাঁসিকাঠ। বিদ্রোহী বলে সামান্যতম সন্দেহ হলেই লোকজনকে ধরে ধরে ঝুলিয়ে দেয়া হতে লাগল ফাঁসিতে। বিজয়ী ফিভারশ্যাম বিজয়ের গর্বে আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন। আর এই অবস্থারই সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে চাইল স্যর রোল্যাণ্ড ব্লেক।

স্যর রোল্যাণ্ডের চরিত্র সম্পর্কে এখনও কারও সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না। ধূর্ত প্রকৃতির লোক সে, কিন্তু ভাগ্য সব সময় তার বিপক্ষে থেকেছে। জুয়ার টেবিলে হেরেছে বারবার, পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে এসেছে ব্রিজওয়াটারে। রুথকে বিয়ে করতে চাওয়ার পিছনেও তার একটাই কারণ, সেটা হলো রুথের বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে নিজের সুদিন ফিরিয়ে আনা। প্রচণ্ড একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক সে, পরাজয় মেনে নেয়া তার স্বভাবে নেই।

অন্য কেউ হলে হয়তো সে রাতের ঘটনার পর লুপটন হাউসের ছায়াও মাড়াত না। কিন্তু ব্লেকের একটা স্বভাবের প্রশংসা করতেই হয়—সেটা হলো তার অধ্যবসায়। এতকিছুর পরেও রুথকে পাওয়ার আশা ছাড়েনি সে। রুথকে

BanglaBook.org

ফিভারশ্যামের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়ার সেই ঘটনার তিন দিন পরেই সে লুপটন হাউসে গিয়ে হাজির হলো। জ্যাসপারকে বলল, 'রিচার্ড আর মিস্ট্রেস রুথকে গিয়ে বলো আমার কথা। তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। আরও বলবে, আমার সঙ্গে দেখা না করলে তার ফল খুব একটা ভাল হবে না।'

এদিকে সে রাতের ঘটনার পর রিচার্ডের মাঝে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। অ্যান্থনির কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর সে উপলব্ধি করেছে, ওই মানুষটা সব দিক দিয়ে কতটা শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে। নিজের কথা ভেবে ঘেন্না হয়েছে তার। ঠিক করেছে, যতটা পারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে, চেষ্টা করবে ভাল মানুষ হওয়ার। মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধ করে দিয়েছে জুয়ার আসরে যাওয়া। এমনকী ইদানীং সময় পেলেই বাইবেল পড়তে দেখা যায় তাকে।

ব্লেকের হাজির হওয়ার খবরে বেশ চমকে গেল দু'জনেই। কিন্তু সবকিছু ভেবে ঠিক করল, এখন ব্লেকের সঙ্গে দেখা করাই উচিত। তা না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে। সুতরাং কিছুক্ষণ পর ভাইকে নিয়ে ডাইনিং রুমে নেমে এল রুথ, যেখানে অপেক্ষা করছে ব্লেক।

গত কয়েক দিন অঝোরে কেঁদেছে রুথ, নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বলতে গেলে। চোখের নিচে গাঢ় কালি পড়ে গেছে। ধরেই নিয়েছে, সে রাতে মৃত্যু হয়েছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের। ওদিকে অ্যান্থনি তো লণ্ডনে চলে গিয়েছিল ট্রেঞ্চার্ডের সঙ্গে, বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে। সেখানে পরিস্থিতি আরও গরম, প্রতি মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকতে হয়েছে ওকে। সেজন্যই রুথের কাছে কোনও খবর পাঠায়নি ও। বলা যায় না, যদি রাজার সৈন্যদের হাতে ও ধরা পড়ে যায়, তা হলে নিশ্চিতভাবেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে ওকে। তাই ঠিক করেছে, একেবারে

BanglaBook.org

ব্রিজওয়াটারে ফিরে তারপরই যোগাযোগ করবে রুথের সঙ্গে।

কিন্তু রুথ তো এত কিছু জানে না। তার কাছে মারা গেছে অ্যান্থনি। এখনও তার চেহারায় শোকের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কিন্তু এসবের কিছু খেয়াল করল না ব্লেক। ধরে নিল, তাকে দেখে খুশি হয়নি রুথ, সেজন্যই এমন ঠাণ্ডা আচরণ করছে। সুতরাং রেগেমেগে সরাসরি কাজের কথায় চলে এল সে।

'মিস্ট্রেস রুথ,' বলল ব্লেক। 'আপনাদের সময়টা বেশ খারাপ যাচ্ছে, আমি জানি। এ সময় আপনাদের যে-কোনও সাহায্যে আসতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

'আপনার সাহায্যের কোনও দরকার নেই আমাদের,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল রুথ।

'রিচার্ড,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্লেক। 'তোমার বোন যে বোকার মত কথা বলছে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? তুমি তো জানো আমার ক্ষমতা কতখানি।'

'তাই নাকি?' কিছুটা বিদ্রূপ ফুটে উঠল রিচার্ডের গলায়।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ব্লেক। 'ফিভারশ্যাম হয়তো আমার উপর কিছুটা রেগেই আছেন। কিন্তু আলবেমার্ল এখন আমাকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেন। শহরের পরিস্থিতি ভাল নয়। দলে দলে ফাঁসিতে ঝুলছে মানুষ। তোমরা নিজেরাও যে বিপদের বাইরে আছ ভেবো না।'

'আপনি কি আমাদের হুমকি দিচ্ছেন?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল রুথ।

'হুমকি?' যেন আকাশ থেকে পড়ল ব্লেক। 'মোটেই না। আমি তো আপনাদের বন্ধু। আগেও ছিলাম, এখনও আছি। আমার মত একজন বন্ধু পেলে আপনাদের সুবিধাই হবে, কেন বুঝতে পারছেন না? তা ছাড়া,' রিচার্ডের দিকে তাকাল ব্লেক। সরু হয়ে এল তার চোখ। বলল, 'আপনার কী মনে হয়,

BanglaBook.org

মিস্ট্রেস রুথ? আপনার ভাই যে সেই রাতে কর্তব্য থেকে সরে গিয়েছিল এ কথা জানতে পারলে খুব খুশি হবেন আলবেমার্ল?'

'ওহ, এখন আমার ভাইয়ের নামে কথা লাগাতে চান আপনি?' চিৎকার করে উঠল রুথ।

'ছি ছি, আমাকে ভুল বুঝবেন না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ব্লেক। 'কিন্তু এসব ব্যাপার চাপা থাকে না, বুঝলেন? আর একবার যদি তেমন কিছু ঘটেই যায় তখন আমার সাহায্য দরকার হবে রিচার্ডের। তবে ভাববেন না, আমি যতক্ষণ আছি, রিচার্ডের কোনও ভয় নেই। আমি চাই না ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা নষ্ট হোক।' পালা করে দুই ভাই-বোনকে দেখল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল লুপটন হাউস থেকে।

ব্লেক চলে গেলেও একটা ভয় ঠিকই ঢুকে গেল রিচার্ডের মনে। তবে রুথ বুঝতে পারল, এখন কিছু বলা যাবে না ব্লেককে। যা হয় হোক, আগে রিচার্ডকে নিরাপদ রাখতে হবে। ডায়ানা, লেড়ি হরটন, রিচার্ড সবারই ব্লেকের আসা-যাওয়ায় আপত্তি আছে, কিন্তু রুথ কিছু বলতে রাজি হলো না। ব্লেক চটে গেলে হয়তো সত্যিই রিচার্ডকে ফাঁসিয়ে দেবে। সেটা কিছুতেই হতে দেবে না ও।

এর পর থেকে প্রায় প্রতিদিন লুপটন হাউসে আসতে শুরু করল ব্লেক। কেউই ওকে সহ্য করতে পারে না, আবার কিছু বলতেও পারে না। বেশ কয়েকবার রিচার্ড চেয়েছে ব্লেককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিতে, কিন্তু বাধা দিয়েছে রুথ। এখনও সময় হয়নি। পরিস্থিতি আরও ঠাণ্ডা হোক। রাজা জেমসের ক্রোধ কমে এলে হয়তো এত হম্বিতম্বি করার সাহস পাবে না ব্লেক।

BanglaBook.org

ব্লেক নিজেও অবশ্য রুথকে ততটা চাপ দিল না। নিজেকে বোঝাল, এত দিন যখন অপেক্ষা করেছে তখন আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে ক্ষতি কী? মারা গেছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। বিধবার শোক কাটিয়ে উঠতে একটু সময় তো লাগবেই রুথের।

কিন্তু সমস্যা বেধে গেল অন্য জায়গায়। সুইনি নামে এক পাওনাদার কীভাবে যেন খোঁজ পেয়ে গেল ব্লেকের। নিজে হাজির না হলেও ব্লেকের নামে অশ্রাব্য গালিগালাজ আর হুমকিতে ভরা একটা চিঠি পাঠাল সে। চিন্তায় পড়ে গেল ব্লেক। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটাই উপায় দেখতে পেল সে—রুথকে চাপ দিয়ে বিয়েতে রাজি করানো।

সুতরাং, সেজমুর যুদ্ধের ঠিক তিন সপ্তাহ পর এক রবিবারে রুথকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ব্লেক। সেদিন বিকেলে লুপটন হাউসে হাজির হলো সে। রুথ তখন বাড়ির সামনে বাগানে। নদীর পাড়ে বসে কথা বলছিল ডায়ানা, লেডি হরটন আর রিচার্ডের সঙ্গে। আচমকা ব্লেকের আগমনে খুশি হলো না কেউই। তবে কেউ কিছু বলতেও চাইল না।

রুথকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেল ব্লেক। নদীর তীরে দাঁড়াল দু'জন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অবশেষে কথা শুরু করল ব্লেক।

'রুথ,' নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, 'শেষবার যখন এখানে তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই দিনটার কথা মনে আছে?' তুমি সম্বোধনে নেমে এসেছে আবার।

কোনও জবাব দিল না রুথ, কিন্তু শক্ত হয়ে গেল ওর মুখটা। ব্লেক বুঝতে পারল, মোটেই সহজ হবে না কাজটা। অগত্যা সোজাসুজি এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল সে।

BanglaBook.org

'শোনো, রুথ,' বলল ব্লেক। 'রিচার্ডকে সন্দেহ করা হচ্ছে। ও যে মনমাথের পক্ষে ছিল এ কথা জেনে গেছে অনেকেই। তার উপর নিউলিংটনের বাড়িতে ফিভারশ্যামের সৈন্যদের উপর হামলা হওয়ার পেছনে ওর হাত আছে বলেও সন্দেহ করছে কেউ কেউ। এসব কথা যদি জানাজানি হয়...'

'আপনি আসলে কী চান?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রুথের গলা। 'রিচার্ড যে বিপদের মাঝে আছে তা আমি অনেক আগেই জানি।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, রুথ। আমি তোমাকে ভালবাসি...' কথা শেষ করতে পারল না ব্লেক, তার আগেই তাকে থামিয়ে দিল রুথ।

'আপনার সাহস তো কম নয়!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল ও। 'আমি পুরুষ হলে এই মুহূর্তে আপনার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতাম।'

'আমি কি কাজটা করার অনুমতি পেতে পারি?' বলে উঠল নতুন একটা কণ্ঠ।

বরফের মত জমে গেল রুথ। এ কার কণ্ঠ শুনছে ও! সেই কণ্ঠ, যেটা শোনার আশা ছেড়েই দিয়েছিল, তিন সপ্তাহ আগে ফিভারশ্যামের ক্যাম্পে শেষবারের মত যেই গলাটা শুনেছিল ও। এ কীভাবে সম্ভব?

ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ব্লেকের মুখ। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, যেন বহু কষ্টে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠা থেকে সামলাচ্ছে নিজেকে। একটু দূরে, ঝোপের পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে ভালভাবেই চিনতে পেরেছে সে।

মনের সবটুকু ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রুথ, মানুষটার চেহারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল। সচকিত হয়ে দৌড়ে এল রিচার্ড, ডায়ানা আর লেডি হরটন।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, ফিরে এসেছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। একেবারে সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় চলে এসেছে ও। তাড়াতাড়ি স্বামীর দিকে ছুটে যেতে চাইল রুথ, তাল সামলাতে না পেরে হোঁচট খেল। দ্রুত এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল অ্যান্থনি।

'অ্যান্থনি! আমার অ্যান্থনি!' ওর গালে হাত রাখল রুথ, যেন নিশ্চিত হতে চাইছে যে প্রেতাত্মা নয়, রক্তমাংসের মানুষটাই ফিরে এসেছে ওর কাছে।

'তোমাকে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য দুঃখিত, রুথ,' বলল অ্যান্থনি। 'কিন্তু তোমাকে অপমানিত হতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারিনি আমি।' রুথের কপালে চুমু খেল ও।

এতক্ষণ কিছুই বলতে পারেনি ব্লেক। এবার হুঁশ ফিরে এল তার। বুঝল, ভূতপ্রেত কিছু নয়। যেভাবেই হোক, বেঁচে গেছে অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিং। ক্রোধে লাল হয়ে উঠল তার মুখ। তলোয়ার বের করতে গেল, তারপর মনে পড়ে গেল তলোয়ারে অ্যান্থনির দক্ষতার কথা। হাত সরিয়ে নিল সে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ফিরে এসেছ তা হলে? ভালই হলো। এবার তোমাকে নিজের হাতে ফাঁসিতে ঝোলাব আমি।'

'কে কাকে ফাঁসিতে ঝোলায় সেটা পরে দেখা যাবে। আগে নিজের কথা চিন্তা করুন, স্যর রোল্যাণ্ড,' বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ।

সন্ধ্যার অন্ধকারের মাঝ দিয়ে এবার নিক ট্রেঞ্চার্ডকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছে এসে ব্লেকের মুখোমুখি দাঁড়াল সে। বলল, 'মি. সুইনি নামে কাউকে কি চেনেন, স্যর রোল্যাণ্ড?'

চমকে উঠল ব্লেক। তার চেহারার ভাব দেখে খুশি হলো ট্রেঞ্চার্ড। 'হ্যাঁ, স্যর ব্লেক,' বলল সে। 'আপনার প্রিয় পাওনাদার। আমিই তাকে লণ্ডন থেকে ডেকে এনেছি এখানে।

BanglaBook.org

বিশ্বাস করুন, সে শহরে পা রাখার পর আর কারও জানতে বাকি নেই আপনার সুকীর্তির কথা। প্রস্তুত হয়ে নিন, ঋণখেলাপির দায়ে জেলে যেতে হচ্ছে আপনাকে।'

ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল ব্লেকের চেহারা। দাঁতে দাঁত ঘষল সে। বলল, 'আমি জেলে গেলে যাব। কিন্তু যাওয়ার আগে ঠিকই ধরিয়ে দিয়ে যাব ওয়াইল্ডিংকে। তোমরা কেউ বাঁচবে না,' রিচার্ড, ডায়ানা আর লেডি হরটনের দিকে ফিরে বলল সে। 'বিশ্বাসঘাতককে আশ্রয় দেয়ার সমুচিত শাস্তি পাবে তোমরা।'

'বিশ্বাসঘাতক? কাকে বিশ্বাসঘাতক বলছেন, স্যর রোল্যাণ্ড?' যেন দারুণ অবাক হয়েছে অ্যান্থনি। 'ট্রেঞ্চার্ড, চিঠিটা দেখাও তো ওকে?'

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল ট্রেঞ্চার্ড, সেটা ধরল ব্লেকের সামনে। পড়তে পড়তে চোয়াল ঝুলে পড়ল ব্লেকের। কোনোমতে বলল, 'এর মানে কী? তুমি রাজার হয়ে কাজ করছিলে?' অ্যান্থনিকে প্রশ্ন করল সে। 'গুপ্তচর?'

হাসিমুখে মাথা নাড়ল অ্যান্থনি। 'গুপ্তচর আমি কখনওই ছিলাম না। তবে সেক্রেটারি অভ স্টেটের এই চিঠিটা সেটাই বলছে, তাই না? আসলে কোনোকালেই রাজার গুপ্তচর হওয়ার ইচ্ছে ছিল না আমার।'

'সরে দাঁড়াও দেখি, অ্যান্থনি,' পাশ থেকে বলল ট্রেঞ্চার্ড। 'স্যর রোল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়া আছে।'

এক পাশে সরে দাঁড়াল অ্যান্থনি। এবার সামনে এগিয়ে এল রোল্যাণ্ড। বলল, 'স্যর ব্লেক। আপনার প্রথম অপরাধ হচ্ছে, একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছেন আপনি। দ্বিতীয় অপরাধ, ঋণ পরিশোধ না করে পালিয়ে এসেছেন লণ্ডন থেকে। প্রথম অপরাধের জন্য অ্যান্থনি আপনাকে

BanglaBook.org

মাফ করতে পারে, কিন্তু আমি করব না। দ্বিতীয় অপরাধের শাস্তি দেবে মি. সুইনি। অবশ্য যদি প্রথম অপরাধের শাস্তি পাওয়ার পর আপনি জীবিত থাকেন আর কি-।'

'সরে যাও, ট্রেঞ্চার্ড,' বাধা দেয়ার চেষ্টা করল অ্যান্থনি।

'তুমি মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিঙের প্রতি খেয়াল রাখো, অ্যান্থনি,' বলল ট্রেঞ্চার্ড। 'এদিকটা আমাকে সামলাতে দাও।' তলোয়ারের বাঁটে চেপে বসল তার হাত।

দ্বিধা করতে লাগল ব্লেক। তাই দেখে শেষ তাসটা ছাড়ল ট্রেঞ্চার্ড। 'দেখুন, স্যর রোল্যাণ্ড, আপনি যদি আমার মুখোমুখি হতে না চান তা হলে চাবুকপেটা করে আপনার ছাল ছাড়াব আমি। এই ভদ্রমহিলাদের সামনে কাজটা করতে আমার খারাপ লাগবে, কিন্তু আমি নাচার।'

সবকিছু দেখে বুঝে গেল ডায়ানা, স্যর রোল্যাণ্ডের সময় ঘনিয়ে এসেছে। লোকটাকে ভালবেসেছিল সে, ভেবে দারুণ আফসোস হতে লাগল তার। ওদিকে কিছুই বুঝতে পারছেন না লেডি হরটন, ফিসফিস করে নানা প্রশ্ন করছেন মেয়েকে। কিন্তু সেসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত অবস্থায় নেই ডায়ানা।

অবশেষে খেপে উঠল স্যর রোল্যাণ্ড। এই ট্রেঞ্চার্ডের শেষ দেখে ছাড়বে সে। বলল, 'ঠিক আছে। দেখা যাক কে কাকে শাস্তি দেয়। অ্যান্থনি ওয়াইল্ডিঙের সঙ্গে পরে বোঝাপড়া করব আমি।'

'এই তো চাই!' খুশির সুরে বলে উঠল ট্রেঞ্চার্ড, তারপর ব্লেককে নিয়ে চলে গেল বাগানের অন্য পাশে।

রুথের জ্ঞান ফিরে এসেছে এবার। দুর্বল দৃষ্টি খুঁজে নিল অ্যান্থনিকে। বলল, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি?'

'না, রুথ,' তাড়াতাড়ি ওর পাশে এসে বলল অ্যান্থনি। 'স্বপ্ন নয়, ঠিকই দেখছ তুমি। আমি মরিনি। বেঁচে আছি।'

BanglaBook.org

'আর কোনও বিপদ নেই তো তোমার?'

'না। সব বিপদ কেটে গেছে।' রুথকে নিয়ে এক পাশে সরে এল অ্যান্থনি। নদীর পাশে একটা পাথরের উপর বসাল স্ত্রীকে, নিজেও বসল তার পাশে। তারপর সবকিছু খুলে বলল। একান্ত ভাগ্যক্রমে ওর বেঁচে যাওয়া, তারপর সাণ্ডারল্যাণ্ডের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটা ব্যবহার করার কথা, সবকিছু। চিঠিটা জুতোর মাঝে লুকিয়ে রেখেছিল ও। সেদিন সকালে জুতো পরার সময় হঠাৎ ওর মনে পড়ে চিঠিটার কথা। সেটাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয় ও।

'তখনই লণ্ডনে চলে যাই আমি,' সব শেষে বলল ও। 'প্রায় পনেরো দিন পর সাণ্ডারল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাই। আমাকে প্রথমে জেলে পাঠাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু যখন তার লেখা চিঠিটার কথা বললাম তখন নরম হয়ে গেলেন। আমার চাপাচাপি আর হুমকিতে শেষে বাধ্য হয়ে একটা চিঠি লিখে দিলেন, যেখানে বলা ছিল যে রাজার গুপ্তচর হিসেবে মনমাথের দলে যোগ দিয়েছিলাম আমি। কাজটা করতে মোটেও ভাল লাগেনি আমার, কিন্তু তোমাকে একলা রেখে মরতে মন চাইল না।'

নিজের দুই হাতের তালুতে অ্যান্থনির মুখটা চেপে ধরল রুথ। তারপর কান্নাভেজা চোখে তাকিয়ে রইল। এভাবে কতক্ষণ কেটে গেল জানে না, হঠাৎ চমক ভাঙল খুক খুক কাশির শব্দে। পেছনে তাকিয়ে দেখল, নিক ট্রেঞ্চার্ড দাঁড়িয়ে আছে।

'দারুণ পিপাসা পেয়েছে,' বলল সে।

'রিচার্ডের কাছে যাও। তোমার পিপাসা মেটানোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে,' রোমাণ্টিক মুহূর্তে এভাবে বাধা পড়ায় কিছুটা বিরক্ত অ্যান্থনি।

অবস্থা বুঝতে পেরে আর দাঁড়াল না ট্রেঞ্চার্ড। বাড়ির দিকে

BanglaBook.org

চলে এল। দেখতে পেল, বারান্দায় বসে আছে রিচার্ড। ট্রেঞ্চার্ডকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সে।

'কী হলো?' জানতে চাইল রিচার্ড।

'সুইনির জন্য আফসোস হচ্ছে,' মাথা নাড়ল ট্রেঞ্চার্ড। 'ওর জন্য কিছু বাকি রাখতে পারলাম না।'

'তার মানে?'

'তোমার মাথায় একটু বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে, রিচার্ড? নিজের বদমায়েশির উপযুক্ত ফল পেয়েছেন স্যর রোল্যাণ্ড।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রিচার্ড। বলল, 'ঈশ্বর তার সহায় হোন!' তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বাইবেল থেকে আবৃত্তি করল, 'তোমার প্রশংসা করি, হে, পরম পিতা! তুমি আমাকে তুলিয়া নিয়াছ, এবং আমার শত্রুদের আনন্দিত হইবার সুযোগ দাও নাই।'

চোখ সরু করে রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল ট্রেঞ্চার্ড, যেন একটা উন্মাদকে দেখছে চোখের সামনে। তবে তার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হলো রিচার্ড।

তার কাঁধে একটা চাপড় মারল ট্রেঞ্চার্ড। বলল, 'চলো দেখি, ভায়া, তোমার ওয়াইনের বোতলগুলো কেমন আছে একটু দেখে আসি।'

'মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি আমি,' জবাব দিল রিচার্ড।

দারুণ অবাক হয়ে গেল ট্রেঞ্চার্ড। 'তোমার হয়েছে কী, বলো তো?' প্রশ্ন করল সে।

'খাঁটি খ্রীষ্টান হওয়ার চেষ্টা করছি,' বলল রিচার্ড।

চিন্তিত ভঙ্গিতে নাক চুলকাল ট্রেঞ্চার্ড। 'হুম। ঠিক আছে, তোমাকে আর বিরক্ত করব না। দেখি, জ্যাসপার কোনও সাহায্য করতে পারে কি না।' আরেকবার সন্দেহের দৃষ্টিতে রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল সে। মনে মনে ভাবছে,

BanglaBook.org

ওয়েস্টমাকট পরিবারের লোকজন কি ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছে?

ওদিকে, সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে বাইরে।

'চলো, ভেতরে যাই?' রুথকে উদ্দেশ্য করে মৃদু স্বরে বলল অ্যান্থনি। ভালবাসাময় অপূর্ব দুই চোখে ওর দিকে তাকিয়ে নীরব সম্মতি দিল মিস্ট্রেস ওয়াইল্ডিং।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG